প্রলয়-তত্ত্ব।

বেদবেদান্ত, পুরাণ, প্রভৃতি নানাশাস্ত্র
হইতে সংগৃহীত

এবং

বিবিধ শাস্ত্রীয় ও পরমার্থ-তত্ত্বের সহিত বিবৃত।

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু কর্ত্তৃক প্রণীত

ও

প্রকাশিত।

কলিকাতা;
শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানির বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে
ষ্টান্‌হোপ্‌ যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৯২ সাল।

[মূল্য ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।]

প্রলয়-তত্ত্ব।

বেদবেদান্ত, পুরাণ, প্রভৃতি নানাশাস্ত্র
হইতে সংগৃহীত

এবং

বিবিধ শাস্ত্রার্থ ও পরমার্থ-তত্ত্বের সহিত বিবৃত।

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু কর্ত্তৃক প্রণীত

ও

প্রকাশিত।

কলিকাতা।
শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোংর বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে
ষ্ট্যান্‌হোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৯২ সাল।

PRALAYA-TATWA,

OR

THE HINDU THEORY

OF THE

TERMINATION OF THE CREATION FROM ACTUALITY

INTO

THE POWER OF GOD.

COMPILED FROM THE SASTRAS AND PUBLISHED

BY

CHANDRA SEKHARA BASU

Calcutta:

PRINTED BY I. C. BOSE & CO., STANHOPE PRESS, 249, BOW-BAZAR STREET,

AND PUBLISHED THERE BY THE AUTHOR

1886

[*All rights reserved*]

To

His Highness

HON'BLE THE MAHARAJAH

LAKSHMISWARA SINGHA BAHADUR

OF DURBHUNGAH,

THIS WORK

IS DEDICATED

WITH PROFOUND RESPECT

BY HIS HIGHNESS' MOST HUMBLE SERVANT,

CHANDRA SEKHARA BASU,

AUTHOR.

12038

নির্ঘণ্ট।

ভূমিকা।

শব্দার্থ।

গ্রন্থারম্ভ।

প্রকৃতিখণ্ড।

১ম অধ্যায়।—প্রলয়-ভেদ।

২য় অধ্যায়।—প্রলয়ের হেতু।

৩য় অধ্যায়।—আত্মা।

৪র্থ অধ্যায়।—তমোগুণ।

৫ম অধ্যায়।—শক্তি।

৬ষ্ঠ অধ্যায়।—অণ্ডকটাহ।

পাতালখণ্ড।

৭ম অধ্যায়।—পাতাল।

৮ম অধ্যায়।—সঙ্কর্ষণাগ্নি।

৯ম অধ্যায়।—খ্রীষ্টিয় প্রলয়াগ্নি।

১০ম অধ্যায়।—ভারতীয় ও বৈদেশিক সূক্ষ্মতত্ত্ব।

১১শ অধ্যায়।—ভাবতীয় ও বৈদেশিক স্থূলতত্ত্ব।

১২শ অধ্যায়।—ভূগর্ভস্থ অগ্নি (বৈজ্ঞানিক)।

প্রলয় খণ্ড।

১৩শ অধ্যায় —বিশ্বের পরমায়ু।

১৪শ অধ্যায়।—কল্পকাল।

১৫শ অধ্যায়।—নৈমিত্তিক প্রলয়।

১৬শ অধ্যায়।—মন্বন্তর।

১৭শ অধ্যায়।—কলি।

১৮শ অধ্যায়।—প্রাকৃতিক প্রলয়।

১৯শ অধ্যায় ।—প্রলয়ে ধর্ম্মাধর্ম্ম এবং বেদের অবস্থা ।

২০শ অধ্যায় ।—আত্যন্তিক প্রলয় ।

উপসংহার ।

সমাপ্ত ।

ভূমিকা।

শ্রীহরি, সরস্বতীদেবী ও ব্যাসদেবকে নমস্কারপূর্ব্বক গ্রন্থারম্ভ করি।

১। বেদবেদান্ত স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্রে ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়বিষয়ক যত সংবাদ নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত আছে তাহার সারভাগ সংগ্রহপূর্ব্বক শ্রেণীবদ্ধরূপে প্রণয়ন করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। প্রলয় সম্বন্ধীয় শাস্ত্রীয় কোন তত্ত্বের আধুনিক বৈজ্ঞানিকতা সপ্রমাণ করা ইহার লক্ষ্য নহে, কিন্তু প্রলয়তত্ত্ব বিজ্ঞাপন দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্ম, বেদান্তবিজ্ঞান, সাংখ্যজ্ঞান ও মোক্ষের প্রতি শাস্ত্রের যেমন নিগূঢ় লক্ষ্য, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের লক্ষ্যও তাহারই অনুগত।

২। এই গ্রন্থে প্রলয়ের অবয়বস্বরূপ যত তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে আধুনিক বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের সহিত তাহার কোন কোনটীর ঐক্য না হয় এমত নহে। প্রয়োজনানুসারে যথাস্থানে তাহার দুই একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া গিয়াছে। বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তসমূহের তুলনায় শাস্ত্রীয় তত্ত্ব সকল যে, অধিক পরিমাণে গভীর ও সারগর্ভ অনেকে তাহা বুঝিতে পারিবেন। তথাপি, বিজ্ঞানের সহিত প্রলয়াঙ্গীভূত অনেক তত্ত্বের ঐক্য দেখিয়া অনেকে প্রীত হইতে পারেন; কিন্তু ভারতীয় শাস্ত্র পাঠের আনন্দকে বৈদেশিক বিদ্যার সাহায্যাপেক্ষী করা যুক্তিযুক্ত নহে।

৩। শাস্ত্রীয় তত্ত্ব সকল স্থির সিদ্ধান্তস্বরূপ। ইউরোপীয় যুক্তি বা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সহ সে সকল মিলুক বা না, শাস্ত্রীয় স্থির যুক্তিদ্বারা বিচারপূর্ব্বক তৎসমূহকে সাদরে হৃদয়ে স্থান দেওয়া ভারতবাসী মাত্রেরই কর্ত্তব্য। কালেতে দৃষ্ট হইবে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের এক এক উচ্ছ্বাস তাহার বিস্তর অনিষ্ট বা পোষকতা করিতে আসিবে, কিন্তু অচিরে আপনা আপনিই বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

৪। ভারতীয় সৃষ্টিতত্ত্বসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের মধ্যে সত্য বা সত্যপ্রণালীর কোন ইতরবিশেষ নাই। সৃষ্টি, প্রলয়, প্রকৃতি, অদৃষ্ট,

পরলোক, ঈশ্বর, জীব, মোক্ষ প্রভৃতি সম্বন্ধে ভারতীয় সর্ব্বশাস্ত্রের উপাদান এবং সিদ্ধান্ত সকল একই প্রকার। বেদই তৎসমূহের মূল; স্মৃতিতে তাহার শাসনপর উপদেশ; দর্শনে তাহার প্রস্থান-ভেদ, তর্ক ও বিচার; পুরাণে তাহার অর্থবাদ সহকৃত দার্ষ্টান্তিক-প্রয়োগ; তন্ত্রে তদনুযায়ী সাধনার যোজনা।

৫। অনেকের বুদ্ধি এই যে, ইউরোপীয় দর্শনকারদিগের ন্যায় ভারতবর্ষীয় দর্শনকারদিগেরও মত ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু কোন্ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন আর কোন্ কোন্ বিষয়ে এক তাহা তাঁহারা প্রণিধান করিয়া দেখেন না। যদিও পাণ্ডিত্য বিভাগে পরিভাষাভেদে এবং অনুষ্ঠান বিভাগে অধিকারীভেদে আপাততঃ তাঁহারদের মধ্যে নানা মুনির নানা মত বোধ হয় বটে, কিন্তু পারমার্থিক সিদ্ধান্ত ও সৃষ্টিপ্রলয়াদির তত্ত্বনিরূপণস্থলে কোন দর্শনের সহিত কোন দর্শনের বিরোধ নাই।

৬। দর্শনকারগণ সকলেই সমানভাবে বেদবিহিত প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-ধর্ম্মকে মান্য করিয়াছেন। মূলে সে মান্য দৃঢ়তর রাখিয়া ভিন্ন ভিন্ন ঋষিগণ ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীগণের নিমিত্তে ঈশ্বর, ধর্ম্ম, যোগ ও ব্রহ্মবিচারের সূত্রপাত করিয়াছেন এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পারিভাষিক বিচারদ্বারা তাহার পথ পরিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু ইউরোপীয় দর্শনকারেরা স্ব স্ব দর্শনে যেমন স্বকপোল-কল্পিত মতই প্রচার করিয়াছেন, তাঁহারা তাহা করেন নাই। তাঁহারা কেবল বেদেরই ভিন্ন ভিন্ন অবয়বকে বিচার সহকারে বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। এজন্য প্রবৃত্তি নিবৃত্তি-মার্গদ্বয়বিশিষ্ট সনাতন বৈদিক ধর্ম্মসম্বন্ধে ঋষিদিগের মতান্তর স্বীকার করা যায় না। এটী ইহাঁর মত ওটী তাঁহার মত এরূপ কথা কেবল ইউরোপীয় দর্শনকারদিগের প্রতিই প্রয়োগ হইতে পারে।

৭। পরমার্থ ও তত্ত্বকথার সংগ্রহে ঋষি ও আচার্য্যগণ সকল শাস্ত্রকেই সমানে গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ অভেদ দৃষ্টি গুরু-পরম্পরা চলিয়া আসিতেছে। মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে, গীতাস্মৃতিতে, মহাভারতে, ভাগবতাদি পুরাণে এবং বৈদান্তিক গ্রন্থসমূহে সর্ব্বত্রে

স্ব স্ব অধিকারানুযায়ী তাহার সম্পূর্ণ নিদর্শন বর্ত্তমান আছে। কেহ বলেন যে, "পুরাণাদি নির্ব্বিচারে সাংখ্যবেদান্ত উভয়েরই মত অনুমোদন করিয়াছেন এবং মতভেদ সত্ত্বেও তাঁহারা বেদান্তের মায়া এবং সাংখ্যের প্রকৃতি উভয়কেই সমদৃষ্টিতে দেখিয়াছেন।" ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, আর্য্যধর্ম্মের মূলবৃত্তান্তের অনবগতিই এই আশঙ্কার প্রসূতি।

৮। প্রথমতঃ পুরাণশাস্ত্র সকল বিচারশাস্ত্রই নহেন। তাঁহারা কেবল স্ত্রী শূদ্র ও দ্বিজবন্ধুগণের হিতার্থে ভাগবতী লীলা, আখ্যান, দৃষ্টান্ত ও উদাহরণাদির যোগে—প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, যোগ, সর্গ, প্রতিসর্গ, মন্বন্তরাদি ভেদে—বেদার্থ প্রচার করিয়াছেন। কুত্রাপি বেদার্থের বিপর্য্যয় করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা স্মৃতি ও দর্শনের বিরোধী, সমকক্ষ, বা স্বজাতি নহেন যে, আবার স্বতন্ত্ররূপে বিচারে প্রবৃত্ত হইবেন। স্মৃতি ও দর্শনে ভিন্ন ভিন্ন বৈদিক অবয়বের যে সকল বিচার আছে তাহা তাঁহাদের সম্পূর্ণ অনুমোদিত। সুতরাং তাঁহারা সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, এবং কর্ম্ম ও ব্রহ্মমীমাংসা সম্বন্ধীয় সত্য সকল যেখানে যেমন প্রয়োজন সেখানে সেইরূপে উদ্ধারপূর্ব্বক একমাত্র বেদার্থকেই প্রতিপাদন করিয়াছেন।

৯। মহা শাসন-পর স্মৃতিশাস্ত্রসমূহেরও প্রায় ঐ ভাব। তাঁহাদের মধ্যে ভাগবতী লীলা, রূপক, দৃষ্টান্ত ও আখ্যায়িকার ঘটা নাই। কিন্তু যুগধর্ম্ম, ক্রিয়া, আচার, ব্যবহার, অদৃষ্ট, ফলাফল, প্রায়শ্চিত্ত, প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, জন্ম-জন্মান্তর, সৃষ্টি, প্রলয়, সম্বন্ধে বৈদিক তত্ত্বজ্ঞান, শাসন ও তাহার ধর্ম্মানুগত বিচার আছে। কিন্তু দার্শনিক বিচারে তাঁহারা হস্তক্ষেপ করেন নাই, অথচ প্রয়োজন মত সকল দর্শনানুমোদিত সিদ্ধান্ত বাক্যসকল সমান মান্যসহকারে আপনাদের মধ্যে স্থান দিয়াছেন।

১০। পুরাণ এবং স্মৃতিগণ কেন ঐরূপ সমদৃষ্টিতে বা নির্ব্বিচারে ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক অবয়ব সকল গ্রহণ করিয়াছেন? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, সে সমস্তই একমাত্র বেদমূলক। ভিন্ন ভিন্ন দর্শনকারের

স্বকপোল-কল্পিত নহে। একমাত্র বৈদিক জ্ঞানই তৎসমস্তের সামঞ্জস্যের হেতু।

১১। গীতাস্মৃতিখানি মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে যে, পরমার্থ রাজ্যে সাংখ্য ও বেদান্ত সমফলজনক এবং এক-ধর্ম্মী। যিনি বেদান্তদর্শনের ভাষ্যকার সেই পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্যই গীতার প্রধান ভাষ্যকার। গীতার ভাষ্যে তিনি যে কত আদরে সাংখ্য-অবয়বগুলিকে বিস্তৃত করিয়াছেন তাহার রস আর্য্যশাস্ত্র ও সনাতন আর্য্যধর্ম্মের মর্ম্মজ্ঞ ব্যতীত অন্যের লব্ধব্য নহে। অধিকন্তু গীতাভাষ্যে এবং উপনিষৎভাষ্যে প্রযোজনস্থলে তিনি অনেক পুরাণের বচনও প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। যদিও তিনি স্বীয় বেদান্তভাষ্যে বাদরায়ণসূত্রের অনুগত হইয়া সাংখ্যপক্ষীয় ব্রহ্ম-মূলকত্ব-বিহীন জড়প্রকৃতির সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বের খণ্ডন করিয়াছেন, যদিও তিনি জৈমিনির ব্যাখ্যাত ব্রহ্মবর্জিত অচেতন কর্ম্মের ফলদাতৃত্ব খণ্ডন ও বন্ধকত্ব সপ্রমাণ করিয়াছেন, যদিও তিনি ন্যায়শাস্ত্রসম্মত তর্কের আতিশয্য নিবারণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা বিরোধাভিপ্রায়ে করেন নাই। তাদৃশ খণ্ডনাদি দ্বারা উৎকৃষ্ট অধিকারীর নিমিত্তে কেবলমাত্র বেদবিহিত ব্রহ্মমূলকত্ব স্থাপনই অভিপ্রায় ছিল। নতুবা প্রকৃতি যে, জগতের উপাদান কারণ, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি যে, ধর্ম্মের অঙ্গদ্বয়, অদৃষ্ট ও অপূর্ব্ব যে, সেই প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির রূপবিশেষ তাহা স্ব স্ব পারিভাষিক শব্দদ্বারা সাংখ্য, বেদান্ত, কর্ম্মমীমাংসা ও ন্যায় সম-ভাবে স্বীকার করেন। কেননা তাহার মর্ম্মটী বেদমূলক। তাহা কেহই প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন না।

১২। এই উপস্থিত সংগ্রহে আমি সকল শাস্ত্রকেই সমভাবে মান্য দিয়াছি এবং যতদূর পারিয়াছি পৌরাণিক বচনের সহিত বৈদান্তিক সিদ্ধান্তের নিগূঢ় ঐক্য সকল প্রদর্শন করিয়াছি। বেদান্ত দর্শনে, উভয়-সাংখ্যে, ও কর্ম্ম মীমাংসায় যে সমস্ত বৈদিক তত্ত্ব সুচারুরূপে মীমাংসিত হইয়াছে তৎসমুহ বেদবিহিত ভারতীয় সনা-তন সিদ্ধান্ত। কোন বিশেষ ব্যক্তির স্বকপোলকল্পিত মত নহে।

পুরাণ ও তন্ত্রে সেই সকল সিদ্ধান্ত অধিকারানুসারে গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং পরমার্থতত্ত্ব বিষয়ে শাস্ত্রের মধ্যে পরস্পর বিরোধ নাই। এই সংগ্রহে প্রয়োজনস্থলে আমি সেই সনাতন অবিরোধী সিদ্ধান্ত সকলকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছি।

১৩। এইরূপ শাস্ত্রীয় সংগ্রহ সকল একবার মাত্র পাঠে উপকার হয় না। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের নিমিত্তে এই সামান্য সংগ্রহ উপস্থিত হইতেছে না। তথাপি তাঁহারাই এরূপ সংগ্রহ সকলের দোষগুণ বিচারের অধিকারী। কৃপাপূর্ব্বক তাহা করিলে কৃতকৃতার্থ হইব। যাঁহারা বিষয়কর্ম্মে রত থাকিয়াও সুকৃতি, সাধুসঙ্গ, বা সদ্‌গুরুর উপদেশবশতঃ শাস্ত্রালোচনায় ব্রতী আছেন; যাঁহারা এই বর্ত্তমানকালের ব্রাহ্মসমাজ, আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভা, হরিসভা, থীয়সফীসভা প্রভৃতি দ্বারা প্রবোধিত হইয়া উপনিষৎ, মনু, বেদান্ত, যোগশাস্ত্র, গীতাস্মৃতি, ভাগবৎ, তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রের আলোচনা করেন; তাঁহাদের সকলের পক্ষে এই প্রলয়তত্ত্ব ও ইহার পরবর্ত্তী পরলোকতত্ত্ব প্রভৃতি সংগ্রহ সকল বিশেষ সহায়স্বরূপ হইবে। ফলতঃ মুখ্যকল্পে কেবল শাস্ত্রীয় তত্ত্বজ্ঞান ও মোক্ষের প্রতিই এ সংগ্রহের লক্ষ্য।

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু।

শব্দার্থ।

১ প্রকৃতি। সাংখ্যমতে সৃষ্টির মূলতত্ত্বের নাম প্রকৃতি। প্রকৃতি শব্দের অর্থ "প্র" প্রথম, "কৃতি" কর্ম্মবীজ, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রথম কর্ম্ম বীজ। তাহাই একভাগে জড়জগৎ ও অন্য ভাগে মনাদি ঐন্দ্রিয়ক-সৃষ্টির উপাদান। তাহা সর্ব্বজীবের বাসনা, কর্ম্ম ও ভোগ-রূপ বন্ধনের হেতু। "কর্ম্ম-নিমিত্ত যোগাচ্চ।" (কঃ সূঃ ৩।৬৭) কর্ম্ম-সাধন ও কর্ম্ম-ফল-ভোগার্থেই সৃষ্টির অভ্যুদয়। কিন্তু বাহ্য-জগতের উপাদানভূতা প্রকৃতির বন্ধকত্ব নাহি। প্রকৃতির যে ভাগ জীবের কর্ম্মসূত্রে অন্তঃকরণ অর্থাৎ মনোবুদ্ধি প্রভৃতিরূপে প্রতিফলিত হয়, তাহাই জীবকে ব্যথিত ও বদ্ধ করে। "অন্তঃকরণস্য তদুজ্জ্বলিতত্বাৎ" (ঐ ১।৯৯) আত্মার সন্নিধিবশতঃ জীব স্বীয় অন্তঃকরণকে ভ্রমে "আমি" বলিয়া গ্রহণ করেন। তাহাতেই তাঁহার বন্ধন ও অভি-ভব হয়। ঐ অন্তঃকরণই সূক্ষ্মশরীর নামে উক্ত হয়। তাহাই স্থূল-দেহের বীজ। "তৎবীজাৎ সংসৃতিঃ" (ঐ ৩।৩) সেই বীজবশতঃ জীবের সংসার ভ্রমণ।' প্রলয়ে সমস্ত জীবের সূক্ষ্মদেহ প্রকৃতিতে লীন হইয়া যায়। পুনর্ব্বার প্রলয়ান্তে তাহা প্রকৃতি হইতেই অঙ্কু-রোন্মুখ হয়। সেই অঙ্কুরোন্মুখ সর্ব্বজীবাবচ্ছিন্ন সার্ব্বভৌমিক মনো-বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদিরূপ যে সমষ্টি সূক্ষ্মদেহ তদনুপ্রবিষ্ট বা তদ্দীপ্তিদাতা সমষ্টি চৈতন্যসত্তাকে মহত্তত্ত্ব বা হিরণ্যগর্ভ কহে। প্রকৃতি হইতে নবোদিত মহত্তত্ত্ব বা হিরণ্যগর্ভের আবির্ভাবদ্বারা সর্ব্বজীবের সূক্ষ্ম-দেহ-সমষ্টির অঙ্কুরোদয় অভিপ্রেত হইয়াছে। পশ্চাৎ "ব্যক্তিভেদঃ কর্ম্মবিশেষাৎ" (ঐ ৩।১০) প্রত্যেক জীব নিজ নিজ কর্ম্মানুগত বুদ্ধির স্ফুরণানুসারে বিশেষ বিশেষ সূক্ষ্মদেহের সহিত সেই হিরণ্য-গর্ভের নিয়ন্তৃত্বাধীনে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অভিব্যক্ত হন। "কর্ম্মবৈচিত্র্যাৎ সৃষ্টিবৈচিত্র্যং" (ঐ ৬।৪১) প্রত্যেক জীবের কল্প কল্পান্তর-ব্যাপী

অসংখ্য অসংখ্য কর্ম্মবৈচিত্রবশতঃ—প্রত্যেকের প্রয়োজন ও ভোগাকাঙ্ক্ষা পূরণার্থ—সৃষ্টির বিচিত্রতা। "রাগবিরাগয়োর্যোগঃ সৃষ্টিঃ" (ঐ ২।৯) ভোগাকাঙ্ক্ষাই সৃষ্টির হেতু। বিরাগ, মুক্তির কারণ। "আবিবেকাচ্চপ্রবর্ত্তনমবিশেষাণাম্" (ঐ ৩।৪)। যে পর্য্যন্ত প্রকৃতি হইতে জীবের আত্ম-স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি না হয় সেপর্য্যন্ত সংসার-ভ্রমণ। "অনাদিরবিবেকাঽন্যথাদোষদ্বয়প্রসক্তেঃ" (ঐ ৬।১২) প্রকৃতি হইতে আত্মা যে স্বতন্ত্র এই বোধের অভাবকে অবিবেকতা কহে। ঐ অবিবেকতা অনাদি। উহার নামান্তর অজ্ঞান। যদি উহাকে অনাদি না বলা যায়, তবে দুইটী দোষ জন্মে। প্রথমতঃ উহা যদি কর্ম্ম জন্য হয় তবে উহার মুলে অবশ্যই নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী হেতুস্বরূপ কর্ম্মপরম্পরা বিদ্যমান থাকিবে। দ্বিতীয়তঃ ঐ অবিবেকতা যদি কর্ম্মাধীন না হয় তবে নৈষ্কর্ম্ম-সিদ্ধ মুক্তকেও উহা আক্রমণ করিতে পারে। অতএব উক্ত অবিবেকতা বা অজ্ঞান অনাদি কর্ম্মাধীন। প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকরূপ ভেদ জ্ঞানদ্বারা সেই অনাদি কর্ম্মপ্রবাহ রহিত হইয়া মুক্তি লাভ হয়। "লিঙ্গশরীরনিমিত্তক" (ঐ ৬।৬৯)। জীব ও প্রকৃতি-সম্বন্ধাধীন যে অজ্ঞানতা তাহা লিঙ্গশরীর নিমিত্ত। লিঙ্গশরীর অর্থাৎ সূক্ষ্মদেহই প্রলয় প্রলয়ান্তরে কর্ম্মবীজরূপে জীবের সঙ্গী হইয়া থাকে। প্রলয়কালে লিঙ্গশরীর ভাবিসৃষ্টির কারণস্বরূপিণী অব্যক্ত প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া অবস্থিতি করে। সাংখ্য, প্রকৃতিকে উপাদান ও কর্ম্মবীজরূপে গ্রহণপূর্ব্বক তাহাকে যে ভাবে জড় ও অনাদি ঐন্দ্রিয়ক সৃষ্টির বীজ বলেন বেদান্তেরও তাহাই সিদ্ধান্ত।

বেদান্তমতে প্রকৃতি পরব্রহ্মের মায়া শক্তি। "মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ" (পঃ দঃ দ্বৈঃ বিং) মায়াশক্তিকেই প্রকৃতি বলিয়া জানিবে। "দ্বিবিধাচ সা" (ঐ) তাহা দ্বিবিধা। মায়া ও অবিদ্যা। মায়ারূপে তাহা মূলপ্রকৃতি বা নির্ম্মলা প্রকৃতি। অবিদ্যা বা অজ্ঞানরূপে তাহা সৃষ্টির উপাদান কারণ। এক দিকে তাহা জড়রাজ্যের দ্রব্যবীজ, অন্য দিকে জীবের অনাদিকর্ম্মরূপী অজ্ঞান, অদৃষ্ট ও সূক্ষ্মদেহ-

রূপিণী। সৃষ্টি, সূক্ষ্মদেহ, কর্ম্ম ও অদৃষ্টে লিপ্তবিধায় তাহা মলিনা বা সমলাশক্তিরূপে কথিত হয়। বেদান্তে প্রকৃতিকে যে কেবল মায়া, অবিদ্যা, ও অজ্ঞানই কহিয়াছেন এমন নহে। স্থানে স্থানে প্রকৃতিও কহিয়াছেন। "প্রকৃতিশ্চ" (শাঃ সূঃ ১।৪।২৩) ছান্দোগ্যে "সদেবসৌম্যইদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি শ্রুতিতে জগতের যে কারণ নিরূপণ করিয়াছেন এবং "একেন মৃৎপিণ্ডেন" ইত্যাদি শ্রুতিতে যে একমাত্র জগৎকারণবিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তদনুসারে ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। তিনি স্বপ্রধানরূপে জগতের নিমিত্ত কারণ এবং শক্তিপ্রধানরূপে তাহার উপাদান কারণ। তাঁহার সেই শক্তির নাম প্রকৃতি। "অনাদিত্বাৎ" (শাঃ সূঃ ২।১।৩৫) তাহা অনাদি কর্ম্মস্বরূপিণী। "প্রকৃতে তাবত্তং" (ঐ ৩।২।২২) সেই প্রকৃতিদ্বারা জগৎ আচ্ছন্ন। জীব অনাদিকাল হইতে তাহার বশীভূত। ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ে তাহার বন্ধন ছিন্ন হয়। সাংখ্য ও বেদান্তে যেমন একবাক্যে অনাদিকর্ম্ম বা অদৃষ্টতত্ত্বকে সৃষ্ট্যুৎপত্তির বীজভূতা প্রকৃতি বলেন, কর্ম্মমীমাংসাও সেইরূপ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া থাকেন।

কর্ম্মমীমাংসামতে কর্ম্মই জগতের অনাদিবীজ। তাহার নাম অপূর্ব্ব। অর্থাৎ তাহা এই চিরপ্রবৃত্ত-স্বভাব সংসাররূপ কার্য্যের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ বিধায় তাহার পূর্ব্ব কিছুই নাই। সুতরাং তাহা অপূর্ব্ব। তাহাই ভোক্তা ও ভোগরাজ্যের যথাযোগ্য উপাদান।

ন্যায় ও বৈশেষিকেরও ঐরূপ মত। তদুভয়ের মতে জীবের অনাদি অদৃষ্টরূপ সূক্ষ্ম-তত্ত্বের নাম মায়া বা ধর্ম্মাধর্ম্ম। তাহাই জীবের প্রাচীনকর্ম্মধাতু। জীবের ভোগরাজ্যের উপাদানভূতা পরমাণুরূপিণী সূক্ষ্মা প্রকৃতি তাহারই সহযোগিনী।

মন্ত্রবর্ণে প্রলয়ে লীন নিরুদ্ধবৃত্তিস্বরূপ সূক্ষ্মশরীরকেই অদৃষ্ট ও সৃষ্টির মূলীভূতা বীজশক্তি কহিয়াছেন। গীতাভাষ্যে (৩।৩৩) শঙ্করাচার্য্য "পূর্ব্বকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মাদি সংস্কারকে" প্রকৃতি বলিয়াছেন।

স্বামী (ঐ) "প্রাচীন কর্ম্ম সংস্কারাধীন স্বভাবকে" প্রকৃতি কহিয়াছেন।

অতএব সর্ব্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, কর্ম্মই সৃষ্টির উপাদান-কারণ। তাহা মায়ারূপী। এজন্য তাহা জড়ের পক্ষে দ্রব্যধাতু। মানসিক প্রকৃতি ও ইন্দ্রিয়াদির পক্ষে চেতন-ধাতু। তাহা সর্ব্বপ্রকার জগৎ কার্য্যের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী। তাহারই নাম প্রকৃতি, প্রধান, মায়া, অবিদ্যা, অপূর্ব্ব, স্বভাব, ধর্ম্মাধর্ম্ম, অদৃষ্ট এবং সৃষ্টিশক্তি। তাহার অব্যক্ত ও সুব্যক্ত এই দুই প্রান্ত। যখন অব্যক্ত থাকে তখন ভোগ-শক্তিস্বরূপ মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, ধর্ম্মাধর্ম্ম, বাসনা প্রভৃতি এবং ভোগ্যপদার্থস্বরূপ জড়াদি এ সমস্তই এক অদ্বিতীয় সাম্যাবস্থা লাভ করে। সুব্যক্ত সৃষ্টিতে সেই সমস্ত পদার্থ পৃথক্ পৃথক্ নাম রূপে প্রকাশ পায়। শাস্ত্রের এই ভাব।

পাশ্চাত্য সৃষ্টিবিজ্ঞান প্রকৃতিকে মুখ্যরূপে সৃষ্টির ভৌতিক উপাদান কহেন। এই নিমিত্তে ভৌতিক পদার্থের অন্বয় ব্যতিরেক দ্বারা ইউরোপীয়গণ বাহ্য বিজ্ঞান রাজ্যে যে সকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পদার্থ-তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতেই সৃষ্টির প্রতিষ্ঠা মনে করেন। অদৃষ্ট বা কর্ম্মবীজরূপিণী প্রকৃতিকে মানেন না। তাঁহারা এক প্রকৃতি স্বীকার করেন বটে; কিন্তু তাহাকে মুখ্যরূপে ভৌতিক উপাদানই বলেন। কিন্তু শাস্ত্রে তদ্বিপরীত তাহাকে প্রধানতঃ অনাদি কর্ম্ম-বীজ কহিয়া থাকেন। তাহার দ্রব্যধাতুত্ব আনুষঙ্গিক আবির্ভাব মাত্র। প্রকৃতিকে কর্ম্মবীজ কহিলে ভোগী ও ভোগ্যের মধ্যে যেরূপ অনাদি নৈকট্য সম্বন্ধ থাকে, ইহজন্মের শুভাশুভের যেরূপ পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ পাওয়া যায়, তাহাকে জড়বস্তুর বীজমাত্র কহিলে ভোগী ও ভোগ-রাজ্যের মধ্যে সেরূপ সম্বন্ধশৃঙ্খলা পাওয়া যায় না।

২ ঈশ্বর। উভয় সাংখ্য ও উভয় ন্যায় এবং কর্ম্ম ও ব্রহ্ম এই উভয় মীমাংসাই কোন না কোনরূপে ঈশ্বর স্বীকার করেন। সাংখ্য, প্রলয়ে লীনা পরমা প্রকৃতি হইতে প্রত্যেক সৃষ্টিতে তাঁহার আবির্ভাব স্বীকার করেন। তাঁহাকে জীবগণের মনোবুদ্ধি ইন্দ্রিয় প্রাণাদি

সূক্ষ্মতৈজস-শক্তিবিরচিত সূক্ষ্মদেহ-সমষ্টির অধিষ্ঠাতা হিরণ্যগর্ভ, মহত্তত্ত্ব বা ব্রহ্মা-রূপে মানেন। কিন্তু প্রত্যেক প্রাকৃতিক প্রলয়ে নিরুদ্ধবৃত্তি-জীবসমষ্টির সহ তাঁহার তিরোভাব বা বিনাশ স্বীকার করিয়া থাকেন। অতঃপর সাংখ্যমতে ঈশ্বর কেবল জীবগণের কারণ ও সূক্ষ্মদেহের অধিষ্ঠাতারূপে প্রত্যেক প্রাকৃতিক সৃষ্টিতে আবির্ভূত হন মাত্র। তদ্ভিন্ন কোন স্বতন্ত্র ব্যক্তি-ধর্ম্মবিশিষ্ট প্রাণির ন্যায় অবতীর্ণ হন না ইহাই সিদ্ধান্ত।

বেদান্তমতেও ঈশ্বর অনিত্য। তিনি ব্যক্তি-ধর্ম্মবিশিষ্টও নহেন। মোক্ষরূপ আত্যন্তিক প্রলযাবস্থায় ঈশ্বরোপাধির বিনাশ হয় এবং প্রাকৃতিক প্রলয়ে হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট উপাধিও তিরোহিত হইয়া থাকে। কেবল জগতের কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল এই ত্রিবিধ অবস্থার সাক্ষী এবং অধিষ্ঠাতারূপে ঐসকল উপাধি স্বীকৃত হয় মাত্র। ঐ সমস্ত উপাধি একই ঈশ্বরে সমন্বিত। অতএব নিত্য ও ব্যক্তি-ধর্ম্মবিশিষ্ট ঈশ্বর সম্বন্ধে সাংখ্য ও বেদান্তাখ্য-ব্রহ্মমীমাংসা সমানে নিরীশ্বর।

কর্ম্মমীমাংসামতেও কোন ব্যক্তিরূপী স্বতন্ত্র ঈশ্বর নাই। জীবগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত ক্রিয়ার দেবত্ব আছে। যেহেতু কর্ম্মই ফল দিয়া থাকে। সেই অদৃষ্ট-ফলদ-কর্ম্মব্যতীত অন্য ঈশ্বর অসিদ্ধ। এস্থলে জীবের কর্ম্মজন্য অদৃষ্ট-রূপ সূক্ষ্মতত্ত্বের অধিষ্ঠাতা বিধায় একমাত্র ঈশ্বরকেই ফলদাতা দেবতারূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কর্ম্মাধিষ্ঠাতৃত্ব হইতে স্বতন্ত্ররূপে কোন ব্যক্তি-ধর্ম্মাক্রান্ত ঈশ্বর স্বীকার করেন নাই। নানাবিধ ক্রিয়ার ফলদাতারূপে একই ঈশ্বর নানা দেবতারূপে আবির্ভূত হন ইহাই অভিপ্রায়।

ন্যায় ও বৈশেষিক মতে প্রলয়ে লীন জীবগণের সূক্ষ্ম অদৃষ্টতত্ত্ব ও সূক্ষ্মদেহাবচ্ছিন্ন আত্মমাত্রা এবং তদ্ভোগ্য ও ভোগায়তনের উপাদানস্বরূপ অনুমানসিদ্ধ পরমাণু নামক ভূতমাত্রা এই উভয়বিধ তত্ত্বের অধিষ্ঠাতা ও যোজয়িতা সর্ব্বজ্ঞাদি গুণবিশিষ্ট এক পরমতত্ত্বের নাম ঈশ্বর। মহাপ্রলয়ের অর্থাৎ সৃষ্টির বীজান্ত ধ্বংসের প্রমাণাভাব বশতঃ অদৃষ্ট সহজীব, পরমাণু ও ঈশ্বর এই তিন তত্ত্বই নিত্য। অর্থাৎ

প্রলয়কালেও সে সমস্ত নষ্ট হয় না। সুক্ষ্মরূপে অবস্থিতি করে। ফলে এইরূপ অব্যক্তে পরিণত হয় বলিয়া প্রলয়কালের সম্বন্ধে উক্ত তত্ত্বত্রয়ের বিনাশ অথবা প্রবাহরূপ নিত্যত্ব ইহার অন্যতর পক্ষ গ্রহণ করিলেও দোষ হয় না। তাৎপর্য্যের ব্যতিক্রম না হইলেই হইল।

অতএব সর্ব্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, জীবগণের অদৃষ্টতত্ত্ব, স্থূল সুক্ষ্ম কারণাদি দেহ ও ভোগ্যপদার্থের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম ঈশ্বর। সেই সমস্ত তত্ত্বই প্রকৃতি বা মায়া নামে কথিত হয়। সুতরাং মায়া, প্রকৃতি, অদৃষ্ট প্রভৃতিতে উপহিত—তিলমধ্যস্থ তৈলবৎ অস্বতন্ত্র অথচ "স্বতন্ত্র স্বভাব-বিশিষ্ট—অব্যক্তিমাপন্ন—প্রলয়ে অব্যক্ত, নিদ্রিত, মৃতবৎ—অথচ সৃষ্টিকালে যথোক্ত প্রকৃতির সহিত বা প্রকৃতি হইতে জাগ্রত, উত্থিত বা নবজাতবৎ—এতাদৃশ ব্যক্তি-ধর্ম্মরহিত মহাতত্ত্বের নাম ঈশ্বর। তিনি প্রজা হইতে স্বতন্ত্র-ব্যক্তিস্বভাব রাজার ন্যায় কোন স্বর্গলোকে বসিয়া নাই। তিনি প্রলয়, প্রলয়ান্ত, ও সৃষ্টির প্রবাহ ব্যাপিয়া জীবগণের ভোগ-শক্তি ও ভোগ্য-প্রকৃতির মধ্যে অধিষ্ঠাতা, নিয়ন্তা, সর্ব্বকর্ম্মের ফলদাতা ও সর্ব্বঘটনার যোজয়িতারূপে বিরাজ করিতেছেন।

৩ ব্রহ্ম। ব্রহ্ম, মোক্ষ, অপবর্গ ও কৈবল্য এ সমস্ত তত্ত্ব জীবের সম্বন্ধে একার্থবিশিষ্ট।" উভয় মীমাংসা "ব্রহ্ম" বা "মোক্ষ" শব্দ ব্যবহার করেন। উভয় ন্যায় "অপবর্গ" শব্দ ব্যবহার করেন। উভয় সাংখ্য "কৈবল্য" শব্দ ব্যবহার করেন। এতৎ সম্বন্ধে ষড়দর্শনেরই সমান মত। কর্ম্মত্যাগ, মায়াত্যাগ, প্রকৃতিত্যাগ, অদৃষ্টত্যাগ ও জ্ঞানোদয় হইলেই ধর্ম্মাধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া মোক্ষ, ব্রহ্ম, অপবর্গ বা কৈবল্য লাভ হয়। অর্থাৎ আত্মা নিরুপাধিক ভাব লাভ করেন। সেই সংসারাতীত ভাবের নাম ব্রহ্ম। জৈমিনি যদিও কর্ম্মের দর্শনকার কিন্তু মোক্ষ অস্বীকার করেন নাই। "ব্রাহ্মেণ-জৈমিনিরূপন্যাসা-দিভ্যঃ" (শাঃ সূঃ ৪।৪) মুক্ত সকল স্বপ্রকাশ ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিতি করেন ইহা জৈমিনির মত। মোক্ষ যাঁহার হয় তাঁহার সম্বন্ধে সৃষ্টি ও ঈশ্বর অনিত্য। মোক্ষেরই নাম আত্যন্তিক প্রলয়।

বেদান্ত সর্ব্বদর্শনের শিরোরত্ন। তিনি বেদবিচারদ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, ঈশ্বরোপাধি ও সৃষ্টিক্রিয়া বিনির্ম্মুক্ত পরব্রহ্ম স্বয়ং নিষ্ক্রিয় হইলেও তাঁহার একমাত্র বিবর্ত্তে ও আশ্রয়ে অনাদি কর্ম্মবীজরূপিণী মায়া হইতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের অনুরূপ বিশ্ব ও বিশ্বের কর্ত্তা ত্রিভুবনপালক ঈশ্বর আবর্ত্তিত ও আবির্ভূত হন। সেই মায়া বা অদৃষ্টরূপিণী কর্ম্মময়ী প্রকৃতি, জীবের স্বীয় শক্তি নহে। পরব্রহ্মের মূলশক্তিরূপ অক্ষয়ভাণ্ডার হইতে তাহা অনাদি কর্ম্মসূত্রে আহরিত ও গ্রথিত হয়। প্রকৃতি স্বয়ং সিদ্ধও নহেন, কেবলমাত্র কর্ম্মরূপীও নহেন; কিন্তু সৃষ্টির মূলবীজরূপে অনাদি অনির্ব্বচনীয়া ব্রহ্মশক্তিস্বরূপিণী। ধর্ম্মাধর্ম্ম, অদৃষ্ট, কর্ম্মফল, অপূর্ব্ব প্রভৃতি সেই নির্ম্মলা মূলশক্তিতে কল্পিত। সেই কারণে বেদে উহা "দেবাত্মশক্তি" বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

মীমাংসার বাহ্য নিরীশ্বরত্ব খণ্ডনার্থে বেদান্ত "ফলমত উপপত্তেঃ" (৩।২।৩৮) প্রভৃতি সূত্রে ঈশ্বরেরই ফলদাতৃত্ব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যেহেতু অচেতন অপূর্ব্ব বা কর্ম্ম, তারতম্যদ্বারা প্রতিনিয়ত ফলদানে বা সংসার-প্রবাহ নিয়মনে অশক্ত। অতএব কর্ম্মরূপিণী প্রকৃতিতে ব্রহ্মাশ্রয় বা ব্রহ্মকর্ত্তৃত্বরূপ ঈশ্বরাধিষ্ঠান সিদ্ধ। পরমগুরুস্বরূপ বেদান্তের এই মহামীমাংসাকে স্থিরতর রাখিয়া স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রসকল, সাংখ্যের, কর্ম্মমীমাংসার, ন্যায়ের ও বেদান্তের তত্ত্বসকল সমানে গ্রহণ করিয়াছেন।

৪ **হিরণ্যগর্ভ বা মহত্তত্ত্ব।** প্রলয়কালীন অদৃষ্টরূপিণী প্রকৃতি হইতে ঈশ্বরের যে অধিষ্ঠান, সমষ্টি-জীবগণের অঙ্কুরোন্মুখী মনোবুদ্ধি অহঙ্কারাদিতে অবতীর্ণ হন, তাঁহার উপাধি হিরণ্যগর্ভ, মহত্তত্ত্ব বা ব্রহ্মা। অনেক শাস্ত্রে তিনি ঈশ্বর নামে কথিত হন, এবং প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি ঈশ্বরই। প্রভেদ এই যে, সৃষ্টির মূল উপাদানস্বরূপ প্রলয়ে লীনা প্রকৃতির অধিষ্ঠাতারূপেই তাঁহাকে বিশেষরূপে ঈশ্বর বলা যায় এবং অঙ্কুরিত মনোবুদ্ধ্যাদির অধিষ্ঠাতারূপে তাঁহাকে হিরণ্যগর্ভ কহা যায়। ফলে এ প্রভেদ সর্ব্বদা বিচারণীয় নহে। সমষ্টি

অদৃষ্টসহকৃত মনোবুদ্ধ্যাদি প্রস্ফুটিত হইয়া যেন হিরণ্যগর্ব্ভের স্মৃতির উদ্বোধক হয়। সেই স্মৃতিতে পূর্ব্বসৃষ্টির তাবৎ ভাব প্রকাশিত হয়। তদনুসারে হিরণ্যগর্ব্ভেতে এক সার্ব্বভৌমিক বুদ্ধির উদয় হয়। সেই বুদ্ধি উপলক্ষে তাঁহার নাম মহত্তত্ত্ব হয়। তাহা হইতে পূর্ব্বসৃষ্টির অনুরূপ সৃষ্টি প্রকাশ পায়।

৫ অহঙ্কারতত্ত্ব। ভোগকর্ত্তৃত্বস্বরূপ মনাদি সূক্ষ্মদেহ এবং ভোগোপাদানস্বরূপ প্রাকৃতিক-দ্রব্য-ধাতুর প্রতি সার্ব্বভৌমিক হৈরণ্য-গর্ব্ভ-বুদ্ধির যে আত্মাধ্যাস তাহার নাম অহঙ্কার। অতএব মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। অহঙ্কার হইতে ভেদ-বুদ্ধির সহিত অনাদি বাসনা প্রতিপালিত পৃথক্ পৃথক্ ভোগলিঙ্গ-স্বরূপ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পঞ্চতন্মাত্রা ও ইন্দ্রিয়গণ প্রতি-ফলিত হয়। পঞ্চতন্মাত্রাই প্রথম বিকশিত সূক্ষ্মদ্রব্যধাতু-সম্পন্ন ভূতবীজ। তাহাই অশেষ ভোগরাজ্য ও ভোগ্যদ্রব্যের উপাদান। তাহাই পরমাণুস্বরূপিণী বস্তু-ধাতুময়ী প্রকৃতি। তাহা হইতে পঞ্চ-স্থূলভূতবিশিষ্ট ভোগরাজ্য ও স্থূলদেহ অভ্যুদিত হয়। অর্থাৎ মহত্তত্ত্বে অহঙ্কার উদয় হইলেই ব্যষ্টি জৈবিক বুদ্ধিতে অহঙ্কার সঞ্চরিত হইয়া জগতে ভোক্তৃ-স্বাতন্ত্র্য ও ভোগ্যস্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি হয়। কিন্তু যিনি হিরণ্যগর্ব্ভ ঈশ্বর তিনি সমষ্টির অধিষ্ঠাতাই থাকেন। তিনি ব্যক্তিভাবাপন্ন হন না। কেননা তিনি কর্ম্মবন্ধন ও অদৃষ্ট-শূন্য। কেবল জীবেরই অহং বা মম ইত্যাকার জ্ঞানের সহিত মনাদি সূক্ষ্ম-দেহে, স্থূলশরীরে বা পদার্থান্তরে আত্মাধ্যাস হয়। সৃষ্টির অঙ্কুর-কালীন সূক্ষ্মরূপে প্রবোধিত জীবাত্মাসমূহের অহঙ্কার তত্ত্ব সমষ্টিই জীবঘন ব্রহ্মার অহঙ্কাররূপে উক্ত হয়। কেননা ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ব্ভ, জীবগণের সূক্ষ্ম শরীরসমষ্টির অধিষ্ঠাতা এবং সাক্ষী।

৬ সৃষ্টি। পরব্রহ্মের শক্তিই সৃষ্টির উৎস এবং লয়স্থান। "সৃষ্টি" শব্দের অর্থ এরূপ নহে যে, পরব্রহ্ম নানা উপাদান একত্র করিয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক বা ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া কুম্ভকারের ঘটনির্ম্মাণের ন্যায় জগৎ রচনা করিয়াছেন। এবং প্রলয়ের এমত তাৎপর্য্য নহে

যে, পরব্রহ্ম ক্রোধপূর্ব্বক সেই জগৎকে ভগ্ন ও চূর্ণ করিয়া ফেলিবেন। শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, তিনি স্বীয় স্বরূপের অন্যথা না করিয়া আপনার সর্ব্বগুণময়ী শক্তি হইতে যখন নাম রূপের সহিত জগৎ-প্রকাশ করেন তখনই সৃষ্টি হয় এবং ভোগক্ষয়বশতঃ যখন জগৎকে সেই শক্তির মধ্যে রূপ নাম বিহীন করিয়া সমীকৃত বা বিলীন করিয়া লন তখনই প্রলয় হয়। তাঁহার সেই শক্তি হইতে উপযুক্ত ঋতুতে জগৎ উৎসরিত, বিসর্জ্জিত, বিক্ষিপ্ত, উৎক্ষিপ্ত বা উৎপন্ন হয়। এই তাৎপর্য্য। "সৃজ" ধাতু হইতে সৃষ্টি, সর্গ, সর্জ্জন, সৃজন প্রভৃতি শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। এ সমস্ত শব্দেরই অর্থসঙ্গতি একই প্রকার। অর্থাৎ আপনার শক্তির মধ্যহইতে বিক্ষিপ্ত করা। এই সৃষ্টি ভোগাবসানে পুনঃ সেই শক্তির মধ্যে প্রতিগমন করে। প্রলয়, সংহার, সংযমন, প্রভৃতি শব্দ সেই তাৎপর্য্যেই গৃহীত হইয়া থাকে।

ব্রহ্মশক্তিরূপ অনাদি অনন্ত এবং অনির্ব্বচনীয় উৎস হইতে এই বিশ্ব বার বার ব্যক্ত ও তাহাতেই বার বার লুপ্ত হয়। পরব্রহ্মের সৃষ্টি কর্তৃত্বরূপ ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ, ব্রহ্মা প্রভৃতি উপাধি ঐরূপ সৃষ্টি ও প্রলয়ের সহ বার বার আবির্ভূত ও তিরোহিত হন। জীবগণের অনাদি অদৃষ্টরূপিণী প্রকৃতি সেই শক্তিরই রূপবিশেষ এবং তাহারই অন্তর্গত। এই শেষোক্ত উপাধি সকল কেবল অবাস্তব সৃষ্টির হেতু অথচ প্রবাহরূপে নিত্য। পরব্রহ্মই সকলের আশ্রয় এবং সর্ব্বোর্দ্ধ মূলস্বরূপ। তিনি ভিন্ন, পরমার্থতঃ সমস্ত উপাধি, অদৃষ্ট, কর্ম্মফল, কর্ম্মনিষ্পন্ন-প্রকৃতি অসত্য ও ইন্দ্রজাল। পরমার্থতঃ মিথ্যা বলিয়া তাহারা কেবল জীবকেই বন্ধন করে। তাঁহাকে স্পর্শও করে না। রজ্জুর আশ্রয়ে যেমন মিথ্যা সর্প দৃষ্ট হয়, কিন্তু সে সর্প রজ্জুকে স্পর্শ করে না কেবল দ্রষ্টাকেই মোহিত করে, সেইরূপ ব্রহ্মের আশ্রয়ে মিথ্যা উপাধি ও অদৃষ্টাদি, কর্ম্মফলভাগী জীবকে কল্পকল্পান্তর ব্যাপিয়া মোহিত করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু তাহারা সেই ব্রহ্মকে মোহিত করিতে বা তাঁহাতে কোনরূপ কলঙ্কারোপ করিতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞান উদিত হইলে ঐ সমস্ত ইন্দ্রজাল বিদূরিত হয়।

৭ কারণশরীর। স্থূল ও সূক্ষ্মশরীরের অব্যক্ত অথচ নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তি-অদৃষ্টরূপ নিয়মস্বরূপিণী প্রকৃতির নাম কারণশরীর। কারণশরীরই দেহধারণের কারণরূপিণী অনাদি কামকর্ম্ম-বীজময়ী অবিদ্যা নামে উক্ত হয়। প্রলয়কালে এই শরীর ভাবি-দেহব্যাপারের বীজরূপে ব্রহ্মশক্তিতে বিলীন হইয়া থাকে। সর্ব্ব-জীবের সমষ্টি কারণদেহরূপ প্রকৃতির অধিষ্ঠাতৃত্ব উপলক্ষে ব্রহ্মকে ঈশ্বর বলা যায়।

৮ সূক্ষ্মশরীর। কারণশরীর হইতে যে সমস্ত শারীরিক সূক্ষ্ম-শক্তি সৃষ্টিকালে অঙ্কুরিত হয় এবং জন্মজন্মান্তর ও লোক-লোকান্তর ব্যাপিয়া যাহা জীবের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া প্রয়োজনীয় স্থূলদেহ বিধান করে তাহার নাম সূক্ষ্মদেহ। তাহা পঞ্চতন্মাত্রা নামক কেবলমাত্র অনুমানসিদ্ধ অতি সূক্ষ্ম অপঞ্চীকৃত ভূতমাত্রা দ্বারা বির-চিত। সুতরাং তাহা ইন্দ্রিয়-গোচর নহে। মন, বুদ্ধি, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চবিধ প্রাণবায়ু এই সপ্তদশ সূক্ষ্মাঙ্গ অথবা মন-সহিত একাদশেন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও পঞ্চতন্মাত্রা এই সপ্তদশাঙ্গ সূক্ষ্মশরীর শব্দের বাচ্য। সংক্ষেপতঃ প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধিরূপ সূক্ষ্ম আধ্যা-ত্মিকশক্তি-বিরচিত আভ্যন্তরিক তেজোময় দেহকে সূক্ষ্মশরীর কহে। এই শরীরের আশ্রয়ে স্থূলদেহ, স্বর্গীয় কলেবর, নারকী দেহ, স্বপ্নদেহ ও সঙ্কল্পিত বা ঐচ্ছিক দেহ উৎপন্ন হয়। সমষ্টি সূক্ষ্মশরীরের অধিষ্ঠাতৃত্ব উপলক্ষে পরব্রহ্মকে হিরণ্যগর্ভ বা সূত্রাত্মা কহে।

৯ কর্ম্ম। কায়মনোবাক্য দ্বারা কৃতকার্য্যের নাম কর্ম্ম। তাহা শুভ এবং অশুভ এই দ্বিবিধ। কর্ম্মমাত্রেই কর্ত্তার মনেতে শুভ বা অশুভ সংস্কার উৎপন্ন করে। এইরূপ বহুতর সংস্কার ক্রমাগতভাবে কর্ত্তার চরিত্রকে রচনা করে। সেই সংস্কার বা চরিত্রের শুভাশুভ ধাতু অনুসারে নব নব শুভাশুভ কর্ম্ম আচরিত হয়। উক্ত সংস্কার পূর্ব্বকৃত শুভাশুভ কর্ম্মের ফল বিধায় তাহাকে কর্ম্মফলও কহে। এবং ভাবিকর্ম্মের হেতুবিধায় তাহাকে কর্ম্মবীজও কহা যায়। অতঃ-পর তাহাকে সংস্কাররূপী প্রকৃতিও কহে।

কর্ম্ম না করিয়া মনুষ্য থাকিতে পারে না। শুভকর্ম্মের আচরণই বিধি। অশুভাচরণ নিষিদ্ধ। বেদবিহিত ধর্ম্ম-কর্ম্মে রত থাকিলে মনুষ্যকে অশুভকর্ম্ম স্পর্শিতে পারে না। সেই ধর্ম্মকর্ম্ম চতুর্ব্বিধ। নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ও প্রায়শ্চিত্ত। এই সকল শুভকর্ম্ম দ্বারা শুভচরিত্র বিন্যস্ত হয়। অন্তে তাহা হইতে অদৃষ্টভাবে শুভফল ফলিয়া থাকে।

১০ অদৃষ্ট। প্রত্যক্ষের অগোচর প্রাগুক্ত প্রকার কর্ম্ম জন্য সংস্কারের নাম অদৃষ্ট। এই অদৃষ্ট আত্মার অতীন্দ্রিয় গুণস্বরূপ। ইহাকে স্বভাব, উপার্জ্জিতপ্রকৃতি, ভাগ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতিরূপে জন্মান্তরীয় সংস্কারও কহা গিয়া থাকে। এই অদৃষ্ট, প্রলয়কালীন নিরুদ্ধ মনোবৃত্তিস্বরূপ এবং ব্যক্তসৃষ্টিতে ব্যক্তিগত সংস্কাররূপী। ইহা ব্যক্তিগত সংস্কাররূপে নানাবিধ কর্ম্ম, ফল ও ভোগের প্রেরক হইয়া থাকে এবং সর্ব্বপ্রকার ব্যক্তি-ধর্ম্মের নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তী কারণরূপে অবস্থিতি করে।

১১ জ্ঞান। পরমার্থ শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য জ্ঞানের অর্থ সাংসারিক জ্ঞান নহে। দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদিতে আত্মবোধ বা মমতাবুদ্ধি জ্ঞান শব্দের বাচ্য নহে। ভূগোল, জ্যোতিষ, পদার্থবিদ্যা, পুরাবৃত্ত, রাজনীতি, অর্থশাস্ত্র, ধনুর্ব্বিদ্যা, গন্ধর্ব্ব বিদ্যা প্রভৃতির জ্ঞানও জ্ঞান নহে। আমি প্রকৃতির বিকার নহি, শরীর নহি, প্রাণ নহি, মনোবুদ্ধি ইন্দ্রিয় নহি, আমি কাহারো সন্তান বা পিতা নহি, কিন্তু আমি প্রকৃতি ও সংসারের অতীত নিরুপাধিক আত্মা অথবা ব্রহ্মই আমার আত্মা ইত্যাকার যে অনুভব তাহারই নাম জ্ঞান। এতদ্ভিন্ন এ সংসারে যাহা জ্ঞান বলিয়া ব্যবহৃত হয় তাহার নাম অজ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মলাভ একই কথা। কেননা স্বতন্ত্র বস্তুর ন্যায় ব্রহ্ম লব্ধব্য নহেন। তিনি কেবল জ্ঞানস্বরূপ আত্মা।

১২ অজ্ঞান। অজ্ঞান কোন নূতন পদার্থরূপে কাহাকেও আচ্ছন্ন করে না। তাহার বীজ জীবের অনাদি সংসার বাসনার মধ্যগত। তাহা জন্মজন্মান্তর ভেদপূর্ব্বক প্রবাহরূপে ক্রমপরম্পরা চলিয়া আসিতেছে। শাস্ত্রীয় ভাষায় বলিতে গেলে এই বলিতে হয় যে, ঈশ্বরের

সৃষ্টি-শক্তিস্বরূপ জীবের অনাদি কর্ম্মবন্ধনকে অজ্ঞান কহে। উহা সংসারের অনুকূল। সাংসারিক জ্ঞান সমস্ত ঐ অজ্ঞানের রূপবিশেষ। উহা ব্রহ্মদর্শনের প্রতিকূল। শাস্ত্রে উহাকেই অবিদ্যা কহেন।

১৩ বেদ। সমষ্টি নরবুদ্ধিনিহিত প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-ধর্ম্মের নাম বেদ। সমষ্টি নরস্বভাবে উহা প্রতিষ্ঠিত, সমষ্টি নরধর্ম্মের বিকাশে উহার প্রকাশ, এবং সমষ্টি-নরধর্ম্মের প্রলয়রূপ বিশ্রামকালে উহার নিদ্রা। সমষ্টি নর-হৃদয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা। সৃষ্টি সময়ে যখন সমষ্টি নরহৃদয়ের স্ফূরণ হইতে প্রবৃত্তি-ধর্ম্ম ও নিবৃত্তি-ধর্ম্ম বিকশিত হয় তখন সেই ব্রহ্মারই অধিষ্ঠাতৃত্বাধীনে তাহা হইয়া থাকে এবং প্রলয়কালে যখন সমষ্টি নর-হৃদয় বা সমষ্টি নরবুদ্ধির সহিত উক্ত-ধর্ম্মদ্বয় নিদ্রিত হয় তখন তাহাতে ব্রহ্মারই অধিষ্ঠাতৃত্ব থাকে। অতএব সমষ্টি নরস্বভাবের অধিষ্ঠাতৃদেবতা ব্রহ্মাই বেদের আকরস্থান, জন্মস্থান, ও লয়স্থান। কোন এক প্রলয়ান্তে নবসৃষ্টিকালে যখন সেই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-ধর্ম্মরূপী বেদ ব্রহ্মার নিকট হইতে বিকশিত হয় তখন তাহা জীব-সমষ্টির বুদ্ধিবৃত্তি, হৃদয়গত স্বভাব, ও পূর্ব্ব সংস্কারের উদ্বোধকতা সহকারে হইয়া থাকে। অতএব বেদ, প্রবাহ-রূপে নিত্য, সনাতন, এবং হৃদয়গত ধর্ম্মের নিদর্শন ও ব্যবস্থাস্বরূপ। মানব সমাজ সংগঠিত হইলে সেই সনাতন প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিধর্ম্মীয় ভাবরাশি ক্রমে গুরুপরম্পরা মন্ত্র, স্তোত্র, বিধি, নিষেধ ও উপদেশ বাক্যরূপে গীত, পঠিত, শ্রুত, অনুষ্ঠিত ও অনুভূত হইয়া থাকে। তাহাই ক্রমে লিপীকৃত ও বিভক্ত হইয়া ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্বাদি লক্ষণে প্রকাশ পায়। অতএব যে 'বেদের' স্থূলাবয়ব গ্রন্থ, পত্র, লিপি ও শব্দ তাহারই সূক্ষ্মাবয়ব সনাতন নরধর্ম্ম। এই শেষোক্ত দৃষ্টিতে বেদ নিত্য অথবা ব্রহ্মা হইতে আবির্ভূত বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১২	১০	স্থিতিসগান্ত	স্থিতিসর্গান্ত
১২	১৪	পুরুষ	পুরুষ
২৮	২	জীগণের	জীবগণের
৩১	১	বিরাট-মুর্ত্তির	বিরাট-মূর্ত্তির
৩১	৫	ধ্রুবতারই	ধ্রুবতারাই
৩১	১৯	তেজোধতু	তেজোধাতু
৫৯	১৬	হয়তঃ	হয়ত
৬১	১২	যাহারা	যাঁহারা
৭২	১৬	অগ্নুৎপাৎ	অগ্ন্যুৎপাত
৭৩	৮	উৎপাৎ	উৎপাত
৭৬	২	ভোগৈশ্বর্য্য, ভেদে	ভোগৈশ্বর্য্য-ভেদে
১০১	২১	উৎপাৎ	উৎপাত
১১৭	১১	তাঁহারও	তাঁহার
১১৭	২৩	অগ্নিষাত্ত্বা	অগ্নিষাত্তা
১২৯	২৩	পর্য্যণ্য	পর্জ্জন্য
১৩১	২১	পর্য্যণ্য	পর্জ্জন্য

প্রলয়-তত্ত্ব।

প্রকৃতিখণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

প্রলয় ভেদ।

১। প্রলয়ের নামান্তব প্রতিসর্গ, প্রতিসঞ্চর ও সৃষ্টিক্ষয়। বেদ, স্মৃতি, দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রেই প্রলয় স্বীকৃত হইয়াছে। বেদে আছে 'নান্যৎকিঞ্চনমিষৎ' এই সৃষ্টি পূর্ব্বে প্রলয়াবস্থায় ছিল, তখন একমাত্র পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কিছু ছিল না। 'যস্য ব্রহ্মচ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনং। মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং কইত্থাবেদযত্রসঃ।' এই সুব্যক্ত সৃষ্টিতে এক্ষণে সকলের আকার, প্রকার, শরীর, মন, ইন্দ্রিয় ও ভোগ্যদ্রব্যরূপ ক্ষত্র-ধাতু-সম্পাদক যে প্রকৃতি বিরাজমান আছেন এবং সর্ব্বজগতের নিয়ন্তা ও অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হিরণ্যগর্ব্ভ যিনি সকলের মনোবুদ্ধিতে ব্রহ্মধাতুরূপে প্রবাহিত হইতেছেন, যে ক্ষত্র ও ব্রহ্মধাতুর তারতম্য-সূত্রে জগতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও বিষয়নিষ্ঠ মনুষ্যকুল প্রকাশ পাইতেছেন, পুনঃ প্রলয়-কাল উপস্থিত হইলে সেই পরমাত্মা সেই উভয়ধাতুস্বরূপ প্রকৃতি এবং হিরণ্যগর্ব্ভকে সংহারপূর্ব্বক আত্মসাৎ করিবেন। এক্ষণে যে মৃত্যু জগৎ ব্যাপিয়া সঞ্চরণ করিতেছে, সেই সর্ব্বহর মৃত্যুকেও

তিনি তখন আপনাতে বিলীন করিয়া লইবেন। বৈয়াসিকী ব্রহ্ম-মীমাংসা 'অত্তাচরাচরগ্রহণাৎ' ইত্যাদি-সূত্রদ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পরমাত্মা প্রলয়কালে সমস্ত জগৎকে গ্রহণ করেন বলিয়া তাঁহাকে চরাচরের ভোক্তা বলা যায়। 'তস্য ভোক্তৃত্বং নাম সংহর্ত্তৃত্বং' তাঁহার সেই ভোক্তৃত্বের অর্থ সংহার-কর্ত্তৃত্ব। স্মৃতিতে আছে, 'আসীদিদন্তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণং। অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ।' প্রলয়কালে এই জগৎ তমোভূত ছিল, সমস্তই অজ্ঞাত অলক্ষণ অতর্ক্য অবিজ্ঞেয় প্রসুপ্তবৎ ছিল। 'এবং স জাগ্রৎ-স্বপ্নাভ্যামিদং সর্ব্বং চরাচরং। সংজীবয়তি চাজস্রং প্রমাপয়তি চাব্যয়ঃ'॥ যখন পরমাত্মাতে সকলভূত প্রলীন হয় তখন বলা যায় তিনি নিদ্রিত হন। এইরূপে সেই অব্যয় পুরুষ প্রকৃতি-কল্পিত স্বীয় জাগরণ ও নিদ্রাদ্বারা এই চরাচর বারম্বার সৃষ্টি ও সংহার করেন।

২। প্রলয়ের অর্থ চিরবিনাশ নহে। আবির্ভূতা সৃষ্টিশক্তির উপসংহৃত বা অব্যক্তাবস্থার নাম প্রলয়। বেদান্তসূত্রে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 'কারণত্বেন চাকাশাদিষু যথা ব্যপদিষ্টোক্তেঃ। সমাকর্ষাৎ।' প্রলয়কালে নামরূপ ত্যাগপূর্ব্বক সৃষ্টি অব্যক্ত কারণেতে লীন থাকে। প্রকৃতিই সেই অব্যক্ত কারণ, কিন্তু ব্রহ্ম তাহার আশ্রয় এবং মূল কারণ। কপিলসূত্রে আছে, 'শক্তস্য শক্যকরণাৎ' জগৎরূপ কার্য্য স্বকীয় প্রকটন-শক্তিসহকারে স্বীয় কারণে লীন থাকে। 'নাশঃ কারণলয়ঃ' নাশ কেবল কারণে লয় মাত্র। সেই কারণ হইতে নষ্ট পদার্থ পুনরাবির্ভূত হইতে পারে। সৃষ্টি প্রলয়কালে প্রকৃতিতে লীন এবং উদয়কালে প্রকৃতি হইতে আবির্ভূত হয়। গীতাস্মৃতিতে আছে, 'সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাং। কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহং॥' হে কৌন্তেয়! প্রলয়-কালে সকল ভূত আমার প্রকৃতিতে লীন হয়, পুনঃ সৃষ্টিকালে আমি তাহাদিগকে সৃজন করি।

৩। প্রলয় প্রধানতঃ তিন প্রকার। নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক, ও আত্যন্তিক। নৈমিত্তিক প্রলয়ের কতিপয় নাম ও তাৎপর্য্য আছে যথা—'দৈনন্দিন প্রলয়' যে প্রলয় ব্রহ্মার প্রত্যেক দিনমানান্তে উপস্থিত হয়। 'ব্রাহ্ম প্রলয়' যে প্রলয়ে ভূতগণ ব্রহ্মার অধিকার-ভূত থাকে। 'অবান্তর প্রলয়' যাহা প্রাকৃতিক সৃষ্টির স্থিতিকালে বার বার সংঘটিত হয়। 'কল্পান্ত' কল্প শব্দে ব্রহ্মার দিন, সেই দিনের অন্ত নিমিত্ত যে প্রলয় হয়। 'ব্রহ্মনিদ্রা' ব্রহ্মার নিদ্রাকাল যাবৎ যে প্রলয় থাকে। 'ব্রহ্মারাত্রি' যে প্রলয় ব্রহ্মার রজনীকাল। 'কালরাত্রি' যে প্রলয় ত্রৈলোক্যের কালরাত্রিস্বরূপ। 'চতুর্যুগ-সহস্রান্ত' যে প্রলয় চারি সহস্র যুগের অন্তে সংঘটিত হয়। 'ত্রিলোকক্ষয়' যে প্রলয়ে ভূলোক, ভুবলোক ও স্বর্গলোক জলে প্লাবিত হয়। এই সমস্ত লক্ষণ-দ্বারা নৈমিত্তিক প্রলয় কথিত হয়।

৪। প্রাকৃতিক প্রলয়ের নামান্তর মহাপ্রলয়। এই প্রলয়ে প্রকৃতির গুণসমূহ সাম্যাবস্থা লাভ করে। এই সময়ে সমস্ত ভেদ-জাত প্রকৃতির অব্যক্তাবস্থাকে প্রাপ্ত হয়। ইহাতে ব্রহ্মার বিনাশ হয় এবং ইহা বৈষ্ণবী-রাত্রিসদৃশ। ব্রহ্মার প্রতি রাত্রিতে নৈমিত্তিক প্রলয় হয়, কিন্তু এ প্রলয় ব্রহ্মার যে শতবর্ষ পরমায়ু তাহার অন্তে হইয়া থাকে।

৫। আত্যন্তিক প্রলয় মোক্ষকে কহে। সকল প্রকার প্রলয়ান্তে জীবের পুনঃ পুনঃ শরীরধারণ ও কর্ম্মফলভোগ হয়, কিন্তু আত্যন্তিক প্রলয়ের অন্তে মোক্ষপ্রাপ্ত মহাত্মার আর দেহ ধারণ বা সংসার-ভোগ করিতে হয় না।

এতদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র বৃহৎ খণ্ড প্রলয় ও নিত্য প্রলয় সকল আছে যথা যুগান্ত, মন্বন্তর, মৃত্যু ইত্যাদি।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রলয়ের হেতু।

৬। আর্য্যশাস্ত্রানুসারে ভোগশক্তি ও ভোগবাসনার ক্ষয়ই প্রলয়ের প্রধান-হেতু। জাগরণ-রূপ স্থূলভোগের শক্তিক্ষয়ে নিদ্রা উপস্থিত হয়। জীবনরূপ সংসারভোগের শক্তিক্ষয়ে মৃত্যু উপস্থিত হয়। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড-বাসী জীবসমষ্টির সংসার-ভোগ-ক্ষমতা ক্ষয়ে প্রলয় উপস্থিত হয়। সমষ্টি-দৃষ্টিতে সংসার-ভোগ-শক্তি দুই প্রকার। 'সমষ্টি স্থূল-ভোগ-শক্তি' ও 'সমষ্টি সূক্ষ্ম-ভোগ-শক্তি'। তাহার প্রথমটী আমাদের, দ্বিতীয়টী যোগীদের। প্রথমটী ক্ষয় হইলে স্থূলভোগী ও স্থূলভোগরাজ্য সমুদয়েব প্রলয় হয়, কিন্তু সূক্ষ্মভোগী-যোগীরা ও তাঁহাদের ভোগ্য সূক্ষ্মভোগরাজ্যসমূহ রক্ষা পায়। দ্বিতীয়টী ক্ষয় হইলে স্থূল সূক্ষ্ম সমগ্র ভোগ-ভুবনই প্রলয়-গ্রস্ত হইয়া থাকে, কেননা সূক্ষ্ম-শক্তিকে আশ্রয় করিয়াই স্থূল অবস্থিতি করে, সুতরাং সূক্ষ্মেব সংহারে স্থূলও উপসংহৃত হয়।

৭। জীবের ভোগজন্যই ভোগরাজ্যের বিস্তার। ভূলোক ও স্বর্গলোক সমস্তই জীবের ভোগার্থ। জৈবিক ভোগশক্তি ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ঐ সমস্ত লোকই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ইহাই পরমেশ্বরের নিয়ম। ইহার কাবণ এই যে, ভোগশক্তি ও ভোগ্য-পদার্থের স্থিতিশক্তি উভয় শক্তিই মূল সৃষ্টিশক্তির বিকার। যখন সেই মূলশক্তির বিরামকাল উপস্থিত হয়, তখন ভোক্তা ও ভোগ্য, জীব ও জগৎ সমস্তই একেবারে লয় পায়। তখন পরমেশ্বর সমস্ত ব্যবহারিক জীব ও জড় জগৎকে রূপ নাম হইতে আকর্ষণপূর্ব্বক স্বীয় অনির্ব্বচনীয় শক্তিরূপ কারণ-কোষে সংহরণ করেন।

৮। সার্ব্বভৌমিকী ভোগশক্তি ও ভোগ্যশক্তির বিরামে জীব ও জড়-সৃষ্টির বীজান্তধ্বংস হয় না। পরমাত্মা তৎসমূহের অক্ষয় বীজরূপে অবস্থিতি করেন এবং সেই বিরামকালান্তে তাঁহা হইতে পুনঃ সৃষ্টি হইয়া থাকে। ভোগশক্তি ও ভোগ্যশক্তির এইরূপ সার্ব্বভৌমিক বিরাম বাহ্যপ্রলয় মাত্র। তাহা হইতে স্বতন্ত্র এক 'আত্যন্তিক' প্রলয় আছে। তাহা কখন কোন জীবের সম্বন্ধে হইয়া থাকে। ভোগ-বাসনার একান্তক্ষয়ই তাহার হেতু। তাদৃশ জীব প্রকৃতি-বীজের সহিত সর্ব্বপ্রকার দেহত্যাগান্তে পরমাত্মাতে চিরকালের মত স্থান গ্রহণ করেন। আর সৃষ্টির সহিত আবর্ত্তিত হন না।

৯। পরমাত্মা কূটস্থ নিত্যপদার্থ। সৃষ্টি, প্রলয়, জন্ম, মৃত্যু, নিদ্রা, জাগরণ সমস্তই তাঁহার সত্তাকে আশ্রয় করিয়া উপস্থিত হয়। তিনি জগতের আত্মা, জীবাত্মাগণের আত্মা। তাঁহার ক্ষয় নাই, উদয় নাই, পরিবর্ত্তন নাই, পরিণাম নাই। যখন কিছু না থাকিবে তখন তিনি থাকিবেন। যেমন তাঁহার নিদ্রা, মৃত্যু ও প্রলয় নাই, সেইরূপ ভোগবাসনাত্যাগী, পরমাত্মা-সর্ব্বস্ব-ব্রহ্মজ্ঞানী জীবাত্মারও নিদ্রা, মৃত্যু ও প্রলয় নাই। তাদৃশ জীবাত্মার বাসনা ও ভোগরাজ্যের 'আত্যন্তিক-প্রলয়' হয় মাত্র। কিন্তু তিনি স্বয়ং সেই নিত্য আত্মার সহিত অত্যন্ত শান্তি লাভ করেন। তদ্ভিন্ন বাসনাবদ্ধ সমস্ত জীবগণ পরিবর্ত্তনের স্রোতে ভাসমান থাকেন। নিদ্রা, মৃত্যু এবং প্রলয় সেই পরিবর্ত্তনেরই স্বল্প ও দীর্ঘাবস্থা মাত্র। ফলে কোন জীব কোন অবস্থায় বিনাশ প্রাপ্ত হন না। প্রত্যেকেরই বাসনাবৈরাগ্য ও পরমাত্মনিষ্ঠারূপ অন্তকালের পক্ষে সেই পরমাত্মীয় শান্তি অপেক্ষা করিতেছে।

১০। প্রশ্ন এই যে, এমন সময় উপস্থিত হয় কি না যখন সর্ব্বজনীন "আত্যন্তিক প্রলয়" নিবন্ধন আর পুনঃ সৃষ্টির সম্ভাবনা মাত্র

থাকে না? ইহার উত্তর এই যে, এক্ষণে যত জীব প্রকটিত হইয়াছে সে সমস্ত মুক্তি লাভ করিলেও সেই মূল আত্মা হইতে প্রাচীন কর্ম্ম-নিমিত্ত আরো জীব নিঃসৃত হইতে পারে। কেননা সেই আত্মা অনন্ত বিশ্বের 'সৎ' বীজস্বরূপ। তাঁহার স্বরূপ ও শক্তি অনির্ব্বচনীয়। তাহা প্রলয়প্রাপ্ত অসংখ্য জীবাত্মার আধার এবং তাহাদের পুনঃ প্রকটিত হওয়ার হেতুস্বরূপ যে অনাদি কর্ম্মফল ও বাসনা তাহার তিনি সাক্ষী। সুতরাং সৃষ্টির অত্যন্ত উচ্ছেদ অসম্ভব। শারীরক সূত্রে আছে। (২।১।৩৫) 'ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাৎ' সৃষ্টির পূর্ব্বে 'সৎ' ছিলেন এ শ্রুতির অর্থই এই যে, সেই 'সৎ' অসংখ্য জীবাত্মা ও তাহাদের অনাদি কর্ম্মের আধার-সত্তা ও প্রভবস্থানরূপে বিদ্যমান ছিলেন, যেহেতু 'সৃষ্টি আর কর্ম্মের পরস্পর কার্য্যকারণত্বরূপে আদি নাই।' "উপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতেচ।" (২।১।৩৫) জীবাত্মা সকল ও তাহাদের কর্ম্ম অনাদি। তাহাদের সংখ্যা অনন্ত। বেদ হইতে উপলব্ধি হয়, যে সে সকলই সৎপদবাচ্য জগৎ কারণে লীন বা একীভূতবৎ হইয়া থাকে, সৃষ্টিকালে সেই সৎ-আত্মার চেতনসাহায্যে নাম-রূপেতে প্রকাশ পায় মাত্র। এই প্রশ্নের উত্তরে কপিলও কহিয়াছেন, (১।১৫৯) 'ইদানীমিব সর্ব্বত্র নাত্যন্তোচ্ছেদঃ।' ইদানীর ন্যায় সর্ব্বকালই সৃষ্টি থাকিবে। অত্যন্ত উচ্ছেদ হইবে না। কারণ পুরুষ (জীবাত্মা) অসংখ্য অসংখ্য। একেবারে অসংখ্যের মুক্তি অসম্ভব। 'বিরক্তস্য তৎসিদ্ধেঃ' (২।২) সংসার-বিরক্ত পুরুষেরই মুক্তি হয়, নতুবা সর্ব্বসৃষ্টি ব্যাপিয়া একেবারে সকলের মুক্তি হয় না। বিশেষতঃ জীবাত্মার সংখ্যা নাই।

তৃতীয় অধ্যায়।

আত্মা।

১১। বেদে আছে 'আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনমিষৎ সঐক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি স ইমান্ লোকান্ সৃজতেতি।' সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল এক আত্মাই ছিলেন। অন্য পদার্থ মাত্র ছিল না, তিনি সঙ্কল্প করিলেন, আমি লোক সকল সৃষ্টি করিব, পরে তিনি এই লোক সকল সৃষ্টি করিলেন। 'স বিশ্বকৃদ্বিশ্ববিদাত্মযোনিঃ কালকারো গুণী সর্ব্ববিদ্যঃ। প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ।' তিনি বিশ্বকর্ত্তা, বিশ্ববেত্তা, জীবাত্মার জন্মস্থান, কালের কর্ত্তা, সত্ত্ব, রজ, তমোগুণের স্রষ্টা এবং সর্ব্বজ্ঞ। তিনি জীবাত্মা ও প্রকৃতির পতি এবং প্রাকৃতিক গুণসমূহের ঈশ্বর। তিনি এই সংসারের, ইহা হইতে উদ্ধারের, ইহার স্থিতির, এবং বন্ধনের এক মাত্র কারণ। 'যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ। তথাক্ষরাদ্বিবিধাঃ সৌম্যভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিযন্তি।' যেমন প্রদীপ্ত অগ্নি হইতে স্বসদৃশ সহস্র সহস্র বিস্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ ক্ষয়রহিত সেই আত্মা হইতে বিবিধ জীবাত্মা উৎপন্ন হয় এবং অন্তে তাঁহাকেই লাভ করে। আচার্য্যেরা এই শ্রুতির ভাষ্য ও টীকাতে লেখেন যে, জীবসকল পরমাত্মার সত্তা হইতে কারণ ও সূক্ষ্মদেহাদি উপাধির সহিত উৎপন্ন হয়। তাঁহাদের অনাদি কর্ম্ম ও বাসনা তাদৃশ উপাধির হেতু। কর্ম্ম ও বাসনাক্ষয়ই জীবত্ব-ব্যবহারের অন্ত। জীব সকল সেই অন্তকালে উপাধিশূন্য হইয়া তাঁহাকেই মোক্ষরূপে লাভ করেন ইহাই এ শ্রুতির অভিপ্রায়। মনুস্মৃতিতেও ঐ শ্রুতির তুল্যার্থ-বচন আছে, 'অসংখ্যা মূর্ত্তয়স্তস্য নিষ্পতন্তি শরীরতঃ।'

সেই পরমাত্মার স্বরূপ হইতে বিবিধ উপাধি ভেদে অসংখ্য জীবাত্মা নিঃসৃত হয়। জীবাত্মা সকল প্রকৃতির বিকাররূপ জড়পদার্থ নহেন। তাঁহারা তাঁহাদের উদ্ভবস্থানস্বরূপ আত্মারই ন্যায় চেতন পদার্থ; কিন্তু তাঁহাদের উপাধি সমস্ত জড়-বিকার।

১২। (শ্রুতি) 'সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ ব্যক্তাব্যক্তং ভবতে বিশ্বমীশঃ। অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে ভোক্তৃভাবাৎ। জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ।' পরমাত্মা আর জীবত্মা সংযুক্ত হইয়াই আছেন। পরমাত্মা এই ব্যক্ত ও অব্যক্ত বিশ্বকে পালন পরিতেছেন। জীবাত্মা সেই পরীক্ষাক্ষেত্রে ভোগে বদ্ধ হইয়া আছেন। তাঁহাকে জানিলেই বন্ধন মোচন হয। পরমাত্মার সৃষ্টিশক্তিসম্ভূত জীবের অনাদি কর্ম্মানুযায়ী প্রাকৃতিক সংসাব, প্রকৃতি-বিরচিত স্বর্গাদি, প্রকৃতির রূপান্তরস্বরূপ মনোবুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি, এ সমস্ত ক্ষেত্র জীবাত্মার বহুজন্মব্যাপী পরীক্ষাব ও বৈরাগ্য শিক্ষার স্থল। পরমাত্মাকে দর্শনমাত্রে সেই মায়ারাজ্য মিথ্যা হইয়া যায়। শিক্ষা সাঙ্গ হয়, জন্ম সফল হয়, তখন জীবাত্মা স্বীয় পরমাত্মরূপ মোক্ষরাজ্যে প্রবেশপূর্ব্বক নবজীবন লাভ কবেন। সে জীবন পরিবর্ত্তনেব জীবন নহে। তাহা অমৃত, আত্মীয় এবং স্বাধীন। তাহা হইতে আর পরীক্ষাক্ষেত্রে আসিতে হয় না। সুতরাং তাহাই আত্যন্তিক প্রলয় বলিযা অভিহিত হয়। কপিল কহিয়াছেন, 'আব্রহ্মস্তম্ব-পর্য্যন্তং তৎকৃতে সৃষ্টিরবিবেকাৎ' ব্রহ্মা হইতে স্তম্বপর্য্যন্ত তাবৎ সৃষ্টি-জীবাত্মার উপকারার্থে, ফলে তাহা কেবল অজ্ঞানবশতঃ। যখন সেই সকল প্রাকৃতিক ভোগকে মিথ্যা জানিয়া জীবাত্মা স্বতন্ত্র হন তখনই সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল হয়। তাহার পক্ষে সৃষ্টির আত্যন্তিক প্রলয় উপস্থিত হইয়া থাকে। সাংখ্যেরা যত্ন ও অভ্যাস দ্বারা প্রকৃতি ত্যাগে জীবাত্মার বন্ধনমোচন দৃষ্টি করেন, ব্রহ্মজ্ঞানীরা পরমাত্মদর্শনমাত্রে সেই মায়াবন্ধন ছিন্ন হয় কহেন।

১৩। সর্ব্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই, জীবাত্মা মায়া বা প্রকৃতির অতীত পদার্থ। সেই জন্য বাসনার সহিত সর্ব্বসংসারকে প্রলয় করিয়া অন্তে স্বধামে চিরবাস লাভ করেন। জীবাত্মা যে স্বয়ং পরমাত্মাই অনেক স্থলে শাস্ত্রের তাহাই যথাশ্রুত অর্থ। অনেক স্থলে তাহাই আচার্য্যদিগের মত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু অভিপ্রায় তাহা নহে। পরমাত্মাই যে সকলের আত্মা এ বিষয়ে বিপ্রতিপত্তি নাই। তিনি সকলের আত্মা, জীবাত্মারও আত্মা। যদি কেহ সেই ভাবে তাঁহাকেই একমাত্র আত্মা বলে, সে তো উত্তমকল্প। বিশেষতঃ শারীরকে (১।৪।২০) আছে, 'প্রতিজ্ঞাসিদ্ধের্লিঙ্গমাশ্মরথ্যঃ' একমাত্র ব্রহ্মের জ্ঞানে সর্ব্বজ্ঞান হয়, ছান্দোগ্যের এই প্রতিজ্ঞা-সিদ্ধিব নিমিত্তে জ্ঞানীরা জীবাত্মাকে পরমাত্মারূপে দর্শন করিয়াছেন মাত্র, একথা আশ্মরথ্য কহিযাছেন।

১৪। বেদান্তশাস্ত্রে অনেক স্থলে আছে জীবাত্মার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, 'কল্পাদৌ জীবোনোৎপদ্যতে' (শাঃ ২।৩।১১ অধিঃ) জীবাত্মা প্রাকৃতিক সৃষ্টির অন্তর্গত নহেন, এজন্য কল্পের আদিতে তাঁহার উৎপত্তি হয় না। তিনি নিত্যকাল ব্রহ্মসত্তাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। কল্পের আদিতে সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহের জন্মানুসারে তাঁহার জন্ম পরিকল্পিত হয়। ফলে সৃষ্টির আদিতে যে তিনি একেবারে ব্রহ্ম হইয়া থাকেন, বা কল্পকালে ব্রহ্মই ব্যবহারিক জীবাত্মা হন এমন অভিপ্রায় নহে। কেননা তখন জীবাত্মা সকল, অনাদি অবিদ্যাতে বদ্ধ হইয়া থাকেন। সেই অবিদ্যা জন্যই তাঁহাদের উপাধির যোগে জন্ম হয়। বহু-জন্মের পরীক্ষার পর জীবের মোক্ষ হয়। সে সময়ে ঐ অনাদি অবিদ্যা-কৃত উপাধি থাকে না। জীব নিরুপাধিক আত্মারূপে ব্রহ্মাত্মাকে অবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহার সহিত অমৃতানন্দ ভোগ করেন। অতএব ভাবার্থ এই যে, নিরুপাধিক জীবাত্মা ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র।

তিনি সোপাধিকরূপে সৃষ্ট, নিরুপাধিকরূপে মুক্ত। কিন্তু সহস্র নিরুপাধিক হইলেও এমন একটু বিশেষ আছে, যাহা বাক্যদ্বারা শাস্ত্রেও বুঝান নাই, আমরাও বুঝাইতে পারি না। কেবল উত্তমরূপে বেদান্তাদি শাস্ত্র পাঠ করিলেই তাহা সঙ্গতরূপে অনুভূত হইবেক। সংসার-বৈরাগ্যরূপ আত্যন্তিক প্রলয়কালে সেই নিরুপাধিক জীবাত্মা স্বীয় পুরাতন সম্পৎরূপে পরমাত্মার স্বরূপানন্দের ভাগী হন, এবং প্রাকৃতিক ও নৈমিত্তিকাদি প্রলয়ে তিনি পরমাত্মাতে নিদ্রিত থাকেন। তখন তাঁহার উপাধি সমস্ত পরমাত্মশক্তি-স্বরূপিণী অনাদি মায়াতে অভিভূত হইয়া যায়। এই শেষোক্ত দুই প্রকার প্রলয়ে যে জীবের কোন কষ্ট হয় এমত উক্ত হয় নাই। বরং তদ্বিপরীত উক্তি আছে। 'স্বংহারস্য চ সুষুপ্তিবৎ দুঃখাজনকত্বাৎ প্রত্যুত সর্ব্বক্লেশ নিবর্ত্তকত্বাৎ' (শাঃ ২।১।৩৪। অধিঃ ভাষ্যে)। যেমন সুষুপ্তির, সেইরূপ প্রলয়কালেরও, দুঃখজনকত্ব নাহি। প্রত্যুত সর্ব্বক্লেশ-নিবর্ত্তকত্ব আছে। ফলে তৎকালে জীব জাগ্রত থাকেন না। সুতরাং মোক্ষ বা আত্যন্তিক প্রলয়াবস্থার মহাজাগ্রত আনন্দ-ভোগের তুলনায় তাহা হীন।

১৫। উপরি উক্ত দ্বিবিধ প্রলয়ভেদে পরমাত্মা এবং জীবাত্মার দ্বিবিধভাব উপলব্ধি হয়। একভাবে পরমাত্মা মোক্ষনিকেতন তারকব্রহ্ম, অন্যভাবে তিনি জগৎকারণ ও সর্ব্বেশ্বর। প্রথমোক্তভাবে জীবাত্মা তাঁহাতে প্রবেশ করিয়া চিরশান্তি লাভ করেন। সে অবস্থায় জীবের সর্ব্বপ্রকার সাংসারিক উপাধির উপরম হয়। তাঁহার মনপ্রধান ইন্দ্রিয়াদি এবং প্রাকৃতিক বাসনাসহ অদৃষ্ট, প্রকৃতি, কর্ম্মফল, ধর্ম্মাধর্ম্ম সমস্তই ইন্দ্রজালবৎ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। আর কখনই সংঘটিত হয় না। তখন তিনি যেন মোক্ষস্বরূপ পরমাত্মার সহিত একীভূত হইয়া যান। সামান্যবোধে তখন যেন এক আত্মা মাত্র থাকেন। সেই আত্মা নিষ্ক্রিয়, নিরঞ্জন, ধর্ম্ম হইতে

অন্য, অধর্ম্ম হইতে অন্য, এবং প্রাকৃতিক সংসারের অতীত। সেই পরমাত্মীয় রাজ্যই ধ্রুব সত্য, ধ্রুব অমৃত, এবং ধ্রুব আনন্দের রাজ্য। অতঃপর পরমাত্মার দ্বিতীয় ভাব উক্ত হইতেছে। সে ভাবে সৃষ্টির সহিত তাঁহার সম্বন্ধ। তিনি অক্ষয় জগদ্বীজ, এবং জগদীশ্বর। প্রাকৃতিক প্রলযে (অর্থাৎ যে প্রলয়ে প্রকৃতির গুণ সকল সাম্যভাব লাভ করে) জীবাত্মা-সকল তাঁহাতে দীর্ঘ সুষুপ্তি লাভ করে। জীবাত্মাদিগের মনাদি উপাধি তাঁহার তদবস্থাপন্ন প্রকৃতিরূপ শক্তিতে অভিভূত হইয়া একীভূত হয়। জীবগণের সুকৃতি দুষ্কৃতিরূপ অদৃষ্ট, জ্ঞান, বিদ্যা, বাসনা সমস্তই তখন ঐ প্রকৃতিতে গিয়া সাম্যভাব লাভ করে। কাল, দিক্, বায়ু, জ্যোতিঃ, জল, পৃথিবী স্ব স্ব কারণে ক্রম-লয় প্রাপ্ত হইয়া অন্তে ঈশ্বরের সেই শক্তিসাগরে বিলীন হয়। বেদান্ত তাদৃশ প্রলয়ের অবস্থায় তাঁহাকে একমাত্র জগৎকারণ ও সর্ব্বজ্ঞ আত্মা বলেন। তাঁহার অনন্তশক্তি স্বীকার করেন। সেই শক্তির যোগে তাঁহা হইতে ঐ সমস্ত পদার্থের সহিত জীবের পুনঃ সৃষ্টি অঙ্গীকার করেন। বেদান্ত স্পষ্ট-বাক্যে উপদেশ দেন বটে যে, সৃষ্টির আদিতে একমাত্র ব্রহ্মভিন্ন অন্য কিছুই ছিল না। কিন্তু তাহার তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহার সেই শক্তিকে আশ্রয় করিয়া পূর্ব্বসৃষ্টির সমস্ত উপাধি সাম্যাবস্থায় ছিল এবং জীবাত্মা সকলও তাঁহার স্বরূপে একীভূত হইয়া সুষুপ্ত ছিল। এইরূপ বার বার হইয়া আসিয়াছে, 'নাস্তোনচাদি ইত্যাদি শাস্ত্রাৎ' কেননা এই সৃষ্টির আদি অন্ত নাই। তাঁহার সেই মায়াশক্তি এই ভাবে সর্ব্ব-জগতের বীজ এবং তাঁহাতে প্রলীন জীবাত্মাগণ সেই অনাদি মায়ায় চিরবদ্ধ। সেই মায়ার যোগে ঈশ্বর সৃষ্টি করেন। 'ঈক্ষণাচ্চেতনংব্রহ্ম ক্রিয়াজ্ঞানেতু মায়য়া' (শাঃ ১।১।৫ অধিঃ) সেই চৈতন্যময় ব্রহ্ম, জ্ঞানক্রিয়া ও মায়ার দ্বারা সৃষ্টি করেন। এই তাৎপর্য্যে সৃষ্টির আদিতে তিনিই একমাত্র থাকেন বলিয়া

কথিত হইয়াছে। সমগ্র তাৎপর্য্য এই যে, মোক্ষস্বরূপ ও জগৎ কারণ এ উভয় ভাবে তিনি একমাত্র 'সৎ'। 'সৎ' শব্দে সত্য অথবা সর্ব্ব জগতের ও সর্ব্বজীবের সদ্‌ভাব। অথবা ইহাই বল যে, তিনি সকল সত্য ও সদ্ভাবের একাধার। তাঁহার সে ভাব শাস্ত্রে সহস্র প্রকারে বুঝাইয়াছেন; কিন্তু তাহা সামান্য বুদ্ধির অগম্য।

১৬। শারীরক দর্শনে বিক্ষিপ্তরূপে ঐ কথার ভূরি বিচার আছে। তাহার যাহা মর্ম্ম তাহা উপরিভাগে সংক্ষেপে উক্ত হইল। কিন্তু অন্যান্য শাস্ত্রে তাহা বিশদরূপে সংগৃহীত হইয়াছে। বিষ্ণু-পুরাণে কহেন, 'প্রধান-পুরুষ-ব্যক্ত-কালাস্ত প্রবিভাগশঃ। রূপাণি স্থিতিসর্গান্ত ব্যক্তি সদ্‌ভাবহেতবঃ।' ঈশ্বর, মহাপ্রলয়ে প্রকৃতি, জীবাত্মা, মহত্তত্ত্বাদি, এবং কাল এইরূপ বিভাগক্রমে, তাহাদের একাধার হইয়া, সদ্রূপে স্থিতি করেন। এইরূপ ভাবই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং ব্যক্তি-সদ্ভাবের হেতু। ইহাই জগৎকারণ। কিন্তু 'প্রধানপুরুষব্যক্তকালানাং পরমংহি যৎ। পশ্যন্তি সূরয়ঃ শুদ্ধং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।' যে ভাবটি ঐ সমুদয় হইতে পরম-শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সৃষ্টিক্রিয়ার অতীত মোক্ষপদ, জ্ঞানীরা তাহাই দেখেন। বেদান্তশাস্ত্রের বিশিষ্টা-দ্বৈতপ্রস্থানের প্রবর্ত্তক রামানুজস্বামী আদিতে ঈশ্বরকে 'চিদচিদ্বিশিষ্ট' অর্থাৎ জীবাত্মা ও জড়প্রকৃতি-বিশিষ্ট এক অদ্বৈত পরম সত্যাধার বলিয়া প্রকারান্তরে ঐ তাৎ-পর্য্যই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গীতাতেও 'ভূমিরাপোঽনলোবায়ুঃ' প্রভৃতি শ্লোকত্রয়ে পরমেশ্বরের জগৎকারণত্বকে প্রথমতঃ দুই ভাগে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জড়প্রকৃত্যাত্মক এবং জীবভূতা প্রকৃত্যাত্মক। জড়প্রকৃতি হইতে পঞ্চভূত এবং মনোবুদ্ধি প্রভৃতির উৎপত্তি, আর জীবভূতা-প্রকৃতি হইতে ভোক্তারূপ জীবাত্মার উৎপত্তি কথিত হই-য়াছে। দ্বিতীয়তঃ সমাহার করিয়াছেন যে, ঐ উভয় প্রকৃতিস্বরূপে তিনিই একমাত্র এই জগতের প্রভব ও প্রলয়ের কারণ। এস্থলে

শঙ্করাচার্য্য ভাষ্যে কহিয়াছেন 'প্রকৃতিদ্বয়দ্বারেণাহং সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরো জগতঃ কারণমিত্যর্থঃ।' প্রকৃতিদ্বয়দ্বারা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরই একাকী জগৎকারণ।" অতএব আর্য্যশাস্ত্রের এই অভিপ্রায় স্থির হইল যে, প্রলয়াবস্থায় জীবাত্মা, তাঁহার দেহমনাদি ও জড়জগৎ ঈশ্বরের সেই অনির্ব্বচনীয় জীবাত্মক ও প্রকৃত্যাত্মক বিদ্যমানতাতে একীভূত হয় এবং সৃষ্টিকালে তাঁহা হইতেই বিভাগক্রমে নামরূপে ব্যক্ত হইয়া থাকে। প্রলয়াবস্থায় এই সমস্ত পদার্থ বিভাগক্রমে, নামরূপে, ভেদসহকারে থাকে না বলিয়া "নান্যৎকিঞ্চনমিষৎ" এই বেদবাণীটী উক্ত হইয়াছে। আর তদবস্থায় সে সমস্ত সদ্রূপে সৎস্বরূপ ব্রহ্মেতে একীভূত হইয়া থাকে বলিয়া 'সদেব' শ্রুতির অবতারণা হইয়াছে। অর্থাৎ "হে সৌম্য সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র 'সৎ' ছিলেন। তাঁহা হইতে সমস্ত পদার্থ নামরূপেতে প্রকাশ পাইয়াছে।"

চতুর্থ অধ্যায়।

তমোগুণ।

১৭। ভোগশক্তি ও ভোগ্যশক্তি প্রকৃতিরই পরিণাম। প্রকৃতি ঈশ্বরের সৃষ্টিশক্তির এক আবির্ভাব মাত্র। যে বীজ থাকায় ভোগশক্তি ও ভোগ্যশক্তি ক্ষয় হয় তাহাকে তমোগুণ কহে। ফলতঃ তাহা গুণ নহে। তাহা একটী দোষ। তাহা ক্ষয়রোগ। সেই ক্ষয়-বীজ প্রকৃতিতে প্রচ্ছন্নভাবে স্থিতি করে। প্রকৃতি হইতে তাহা জীবদিগের ভোগশক্তিতে এবং ভোগ্য পদার্থের ভোগপ্রদ-শক্তিতে সংক্রমিত হয়। রজোগুণের সৃজন-প্রভাব, জীবন-প্রভাব, চঞ্চলধর্ম্ম, রতিশক্তি, এবং গতিশক্তি। সত্ত্বগুণের প্রভাব শান্তি, স্থিতি, প্রসাদ, স্থৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য এবং যোগৈশ্বর্য্য। এই দুই গুণও সর্ব্বপদার্থে ও সকল ভোক্তাতে স্থিতি করে। এই দুইয়ের প্রভাব মন্দীভূত হইলেই, সংহার-বীজস্বরূপ তমোগুণের কার্য্য আরম্ভ হয়। তখন ভোক্তার ভোগকরার শক্তি ও ভোগ্যের ভোগ দেওয়ার শক্তি যুগপৎ হ্রাস হইয়া আসে। অর্থাৎ ভোগ-ক্ষমতা ও ভোগ্যগুণের মূলে যে সাধারণ প্রকৃতি আছে তাহারই গর্ভ্ভ হইতে সর্ব্বনাশকক্ষয়রোগ-স্বরূপ তমোগুণ ফুটিয়া উঠায় তাহার পরিণামস্বরূপ ভোক্তা ও ভোগ্যের বিনাশ হইয়া থাকে। ভোক্তা ও ভোগ্য, অত্তা ও অন্ন, লইয়াই ব্রহ্মাণ্ড। তাহাদের বিনাশে ব্রহ্মাণ্ড লয় পায়, প্রকৃতির সাম্যাবস্থারূপ ঐশিশক্তিকে লাভ করে, পুনঃ প্রকটিত না হওয়া পর্য্যন্ত পরমেশ্বরেতে একীভূত হইয়া থাকে।

১৮। তাদৃশ প্রলয়কালে ভোগশক্তি ও ভোগ্য-শক্তির অবান্তর দীপ্তি-দাতা ও নিয়ামক ব্রহ্মাদি সমস্ত দেবগণও বিনাশ প্রাপ্ত হন।

পরমাত্মার যে অধিষ্ঠানকে আশ্রয় করিয়া জীবের সাত্ত্বিক বৃত্তি-স্বরূপ মনোবুদ্ধি স্ফূর্ত্তি পায়, রাজসিক বৃত্তিস্বরূপ ইন্দ্রিয় প্রাণাদি স্ব স্ব অধিষ্ঠাত্রী-দেবতার সহিত জীবিত থাকে, জীবের রাজসিক ও সাত্ত্বিক স্থূল সূক্ষ্ম ভোগরাজ্যসকল—ভূলোকাবধি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত প্রকাশ পায়; যে অধিষ্ঠানকে রূপকবর্ণনাসহকারে শাস্ত্রে বিরাট-রূপী কহেন; যাঁহার মস্তক ব্রহ্মলোক, চক্ষু চন্দ্রসূর্য্য, শ্রোত্র দিশঃ, বাক্য বেদ, প্রাণ বায়ু, হৃদয় সমস্ত জগৎ এবং পদতল পৃথিবী; যিনি অগ্রজ, যিনি ইন্দ্রিয়গণের ও তৎসমূহের অধিষ্ঠাতৃ-দেবগণের প্রথমে জন্মিয়াছিলেন, যিনি ব্রহ্মের তপস্যায় অর্থাৎ সৃষ্টিসঙ্কল্পের সর্ব্বপ্রথমে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, পরমাত্মার সেই অধিষ্ঠান—সেই কর্ত্তৃত্ব ব্রহ্মা, হিরণ্যগর্ভ, মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি নামে উক্ত হন। মহা-প্রলয়কালে প্রকৃতির সহিত সেই কর্ত্তৃত্ব পরমাত্মাতে গিযা উপ-সংহৃত হন। তখন ইন্দ্রিয়াদিব অধিপতি সূর্য্য, চন্দ্র, ইন্দ্র প্রভৃতি অবান্তর দেবগণও সেই হিরণ্যগর্ভের সহিত বিনাশপ্রাপ্ত হন। একারণে বেদে হিরণ্যগর্ভকে বিনাশ শব্দে কহিযাছেন। 'বিনাশং বিনশ্বরং হিরণ্যগর্ভং' (বাজসনেয়।) পুনঃ সৃষ্টিকালে সেই সর্ব্বজ্ঞ জগৎকারণ হইতে প্রভু হিরণ্যগর্ভ পুনর্জন্মলাভ করেন। কেননা এই কর্ম্ম ও ভোগক্ষেত্রে তিনিই কর্ত্তা-ভোক্তাগণের নিয়ামক, তাহাদের পার্থিবাদি স্থূলভোগজাতের নিয়ামক, এবং যোগৈশ্বর্য্য-ভোগালয়-ব্রহ্মলোকপর্য্যন্ত সূক্ষ্ম-ভোগসমূহের অধিনায়ক ও নিয়ন্তা।

১৯। ফলে তমোগুণের তারতম্য আছে। জগতে যত ভোগ-শক্তি আছে এবং যত ভোগ্যপদার্থের বীর্য্য আছে, তাহা স্থূল সূক্ষ্মে বিভক্ত। মূল প্রকৃতির প্রথম পরিণাম—সূক্ষ্ম ভোক্তৃত্ব-স্বরূপ মনো-বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি এবং তাহাদিগের উত্তরসাধক সূক্ষ্ম ভোগ্যদ্রব্যসমূহ, যথা—সুখ, বিজ্ঞান, শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধ অথবা আরো উচ্চ ভোগ্য মহত্তত্ত্ব, ধর্ম্মবুদ্ধি, যোগৈশ্বর্য্য প্রভৃতি; এই সমস্ত অতি দীর্ঘস্থায়ী।

স্থূল কমনীয় কায় কুসুমের হৃদয় মধ্যে যেমন সুরভি থাকে; দীর্ঘস্থায়ী সুরা বা তৈলাদিসহযোগে বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেই গন্ধকে রক্ষাকরত পুষ্পের স্থূলভাগের বিনাশ হইতে যেমন তাহাকে পবিত্রাণ করেন; সেইরূপ, স্থূলভোগী ও স্থূলভোগ্যের অর্থাৎ স্থূলদেহ ও স্থূল অন্নাদির বিনাশ উপস্থিত হইলেও, তাহার আধাররূপী মনাদি সূক্ষ্মদেহ ও তাহাদের সূক্ষ্মভোগ্য বিজ্ঞান, মহত্তত্ত্ব, ধর্ম্ম, যোগপ্রভাব প্রভৃতি নষ্ট হয় না। জীব এইখানে স্থূলের সঙ্গে সঙ্গে সে সমস্তকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভোগ করেন, কিন্তু প্রকৃত-সাধক হইলে স্থূল হইতে তাঁহা অভিষবপূর্ব্বক দীর্ঘস্থায়ী হিরণ্য-গর্ব্ভরূপ মহাজীবনসহযোগে অননুভবনীয দীর্ঘকাল সংরক্ষণ করিয়া স্থূলসংসারের সহিত তাহাব কলুষিত পরিবর্ত্তন নিবারণ করিতে পাবেন। স্থূল-শরীর সূক্ষ্মশরীরের অর্থাৎ মনোবুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদিরই পরিণাম। স্থূল-অন্নাদি-ভোগ্যদ্রব্য সূক্ষ্ম পঞ্চতন্মাত্রেরই পরিণাম। অতএব এ উভয স্থূলই প্রকৃতির দ্বিতীয় পবিণাম। এই দ্বিতীয পরিণামের বিনাশে মনাদি সূক্ষ্মদেহ এবং যোগৈশ্বর্য্যাদি সূক্ষ্ম-ভোগ অবশিষ্ট থাকে। তন্মধ্যে অবিবেকী ব্যক্তি-সাধারণের পক্ষে, তৎ-সমূহ, স্থূলের বিনাশকালে, তমোগুণে আচ্ছন্ন হইয়া নিদ্রিত বা মৃতবৎ থাকে। যোগী, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী প্রভৃতি এই স্থূলরাজ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, সূক্ষ্ম অবস্থায় তাহা ভোগ করিয়া থাকেন। সেই সূক্ষ্ম ভোগেচ্ছা, সূক্ষ্মভোগবাজ্য, সূক্ষ্ম ঐশ্বর্য্যভোগ যত দিন থাকে, তাহাই হিরণ্যগর্ব্ভের জীবনকাল।

২০। সূক্ষ্মব্যাপার বিনষ্ট হইবার পূর্ব্বে প্রকৃতির দ্বিতীয় পরি-ণামস্বরূপ স্থূলভোক্তা ও ভোগ্য বার বার তমোগুণকর্ত্তৃক গ্রাসিত হইতে পারে। যেমন সুরক্ষিত গন্ধ বিনষ্ট হওয়ার পূর্ব্বে বার বার পুষ্প সকল গলিত স্খলিত হইতে পারে, তদ্বৎ। পূর্ব্বে উক্ত হই-য়াছে যে, পরমাত্মার হিরণ্যগর্ব্ভ বা ব্রহ্মানামক অধিষ্ঠানকে আশ্রয়-

পূর্ব্বক জীবের স্থূল সূক্ষ্ম ভোক্তৃত্ব, কর্তৃত্ব এবং ভোগ্য দীপ্তি পায়। মহাপ্রলয়কালে, যখন স্থূলের সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্মও বিনষ্ট হয় তখন সেই অধিষ্ঠানেরও বিনাশ বা বিরাম হয়। এখন বিস্তারপূর্ব্বক বলা যাইতেছে যে, যখন কেবলমাত্র স্থূলের বিনাশ হয়, তখন প্রভু হিরণ্যগর্ভের সহিত ব্যক্তসৃষ্টিস্বরূপ স্থূলের সম্বন্ধ রহিত হওয়াতে তাঁহার নিদ্রা পরিকল্পিত হইয়া থাকে। তাহার কথঞ্চিৎ দৃষ্টান্ত এই। মানবের জাগ্রত অবস্থায় স্থূলজগতের সহ সম্বন্ধ। স্বপ্নে ক্ষণিক সূক্ষ্মজগতের সহ সম্বন্ধ। নিদ্রাতে অন্তরাত্মাতে লয়। মৃত্যুতে প্রারব্ধ ক্ষয়। তদন্তে প্রাচীন কর্ম্মফলবিরচিত অদৃষ্টবশাৎ পুনর্জন্ম অথবা স্বর্গাদি ভোগ। স্বর্গাদি ভোগ দীর্ঘ সুখস্বপ্ন। মোক্ষে সূক্ষ্ম-স্থূলাতীত ব্রহ্মানন্দরূপ অনন্ত জীবন। এক্ষণে এই দৃষ্টান্তকে হিরণ্যগর্ভরূপ দার্ষ্টান্তিকে যোজনা করিয়া সংক্ষেপে বুঝ যে, সার্ব্বভৌমিক-স্থূল-ভোগের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ রহিত হইলেই তিনি যেন নিদ্রিত। স্থূল-সূক্ষ্ম সর্ব্বপ্রকার ভোগব্যাপারের সহিত তাহা রহিত হইলেই তিনি যেন মৃত। পুনঃ সৃষ্টিকালে তাঁহার যেন পুনর্জন্ম। অধিকন্তু মহত্তত্ত্বাবধি সূক্ষ্ম প্রপঞ্চের অঙ্কুরকালে তাঁহার যেন স্বপ্নাবস্থা। জীবের মোক্ষকালে তাঁহার বিদ্যমানতার অনাবশ্যক বিধায় তাঁহার যেন নির্ব্বাণ। উপাধিসম্বন্ধের অভাব হেতু তখন যে ব্রহ্ম সেই ব্রহ্ম।

২১। আলস্য, নিদ্রা, ভ্রম, মৃত্যু এ সমস্তই তমোগুণের প্রভাব। সর্ব্বপ্রকার প্রলয়ই তমোগুণের কার্য্য। ব্রহ্মার মৃত্যু ও নিদ্রাও সেই তমোগুণের অনুগত। এই তমোগুণ পদার্থমাত্রেই আছে। যথাসময়ে তৎকর্ত্তৃক সমস্ত পদার্থই অভিভূত হয়। প্রকৃতি সমস্ত লোকমণ্ডলের গর্ভে যেমন তমোগুণ-পরিপালিত সংহারবীজস্বরূপ সঙ্কর্ষণাগ্নি পোষণ করিতেছে, সেইরূপ এক রেণু বালুকা—একটী দর্ভতৃণে পর্য্যন্ত তাহা আহিত করিয়া রাখিয়াছে।

প্রত্যেক জীবদেহে তাহা ভয়ঙ্কররূপে অবস্থিতি করিতেছে। তাহার প্রভাবে ব্যক্তি-পুরঃসরে দিন দিন বিস্তর জীবজন্তু মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতেছে। সেই কালানলকর্তৃক কালেতে প্রত্যেক লোকমণ্ডলই বিনষ্ট হইবে। কিন্তু নিদ্রা, তমোগুণের কার্য্য হইলেও যেমন জীবের পক্ষে মহোপকারী, সেইরূপ তমোগুণ, প্রলয়ধর্ম্মী হইলেও প্রকারান্তরে পুনঃসৃষ্টি, নবজীবন ও কল্পান্তর প্রারম্ভের হেতু।

পঞ্চম অধ্যায়।

শক্তি।

২২। সংসারে যত শক্তি আছে পরমাত্মাই তাহার প্রেরক। তাঁহাকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া শক্তিই জগতের উপাদান হইয়াছে। ভৌতিক জগতে তাহাই পদার্থমাত্রের আদি দ্রব্যবীজ। 'নাবস্তু নোবস্তু সিদ্ধিঃ' (কঃ সূ ১।৭৮) যাহা বস্তু নহে তাহা হইতে বস্তু উৎপন্ন হইতে পারে না। মানসিক জগতেও তাহাই উপাদান। সাংখ্যেরা উহাকেই প্রকৃতি বলেন। উহাই একদিকে বাহ্যবস্তু, অন্যদিকে মানব-প্রকৃতি। মনোবুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদির সমষ্টি সূক্ষ্মদেহ উহারই রূপান্তর এবং স্থূলদেহ উহারি বাহ্য পরিণাম। জগতে যত ভৌতিক ও জৈবিক শক্তি আছে সমস্তই উহার গুণত্রয়ের অন্তর্গত। শক্তিই বাহ্যবস্তু ও মানসিক প্রকৃতি, এবং শক্তিই চেতনাচেতন সমুদয় পদার্থের তেজ, বল, বীর্য্য, ধর্ম্ম। 'শক্তি শক্তিমতোরভেদঃ' শক্তি আর শক্তিমানে ভেদ নাই, এই ন্যায় অনুসারে ভৌতিকশক্তি ভূত পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র নহে, জৈবিকশক্তি মনোবুদ্ধি ইন্দ্রিয় ও স্থূলদেহ হইতে স্বতন্ত্র নহে। শক্তিই বাহ্য ও মানসিক পদার্থরূপে আবির্ভূত, শক্তিই তাহাদের জীবন, এবং শক্তিই তাহাদের অন্তিম পরিণাম। বেদান্তও প্রকারান্তরে এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়াছেন। (যথা উপদানাধিকরণে শাঃ সূঃ) 'প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুরোধাৎ।' ছান্দোগ্যের প্রতিজ্ঞা এই যে 'একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানম্ প্রতিপাদ্যতে।' একমাত্র পরমাত্মার জ্ঞান হইলে সকল তত্ত্বের জ্ঞান হয়, যেমন এক মৃত্তিকার জ্ঞান হইলে মৃত্তিকানির্ম্মিত তাবদ্বস্তুর তত্ত্ব জানা যায়।

এই প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত সিদ্ধির অনুরোধে শ্রুতিতে একমাত্র ব্রহ্মই নিমিত্ত-কারণ ও প্রকৃতিরূপ উপাদান কারণরূপে কথিত হইয়াছেন। প্রকৃতিরূপ উপাদানশক্তি তাঁহারই প্রেরিত। তিনি সে শক্তির আধার। উপরি উক্ত ন্যায়ানুসারে তাঁহা হইতে সে শক্তির ভেদ নাই। একমাত্র তাঁহাকেই উপাদানরূপী প্রকৃতির আধার ও প্রেরয়িতা বলিলেই বেদের প্রাগুক্ত প্রতিজ্ঞা সফল হয়, কেননা এক তাঁহাকে জানিলে যেমন সমগ্র ভৌতিক ও মানসিক জগতের তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় সেইরূপ জীবাত্মারও তত্ত্ব জানা যায়। কিন্তু প্রকৃতিকে মূল কারণ বলিলে জীবাত্মতত্ত্বের জ্ঞানপক্ষে উক্ত শ্রুতি সফল হয় না। এস্থলে বেদান্তমতেও নিশ্চয় হইল যে, পরমাত্মার প্রেরিত প্রকৃতিশক্তিই জগতের স্থূল-সূক্ষ্ম দ্রব্যের, জীবের স্থূল-সূক্ষ্ম শরীরের এবং সমুদয় ভৌতিক ও জৈবিক শক্তির মূল উপাদান। মূলে তাহাই, দ্রব্য, বীর্য্য, তেজঃ ও ধর্ম্মাধর্ম্মের বীজধাতু।

২৩। পরমাত্মার প্রেরিত ঐ প্রকৃতিশক্তি জীবগণের অনাদি বন্ধনস্বরূপ। সৃষ্টিচক্রের আদি অন্ত নাই। অসংখ্য প্রলয়—অসংখ্য জন্ম মৃত্যু সহিত এই সৃষ্টিচক্র বুদ্ধির অগম্য। জীবগণের পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধর্ম্মাধর্ম্ম, পর পর প্রকৃতি সাধক। তাহাই দেহ, মন, ও ভোগ্যপদার্থের বীজ। তাহাই নব নব কার্য্যের হেতু। অতএব এইরূপ স্থির কর যে, জীব আপনার ভোক্তৃত্বশক্তি ও ভোগ্যদ্রব্য-বীজের সহিত চিরকাল হইতে ঐ শক্তির অধিকারে আছেন। পরমাত্মা জীবের কর্ম্মানুসারে তাহার প্রেরক ও নিয়ন্তা। ঐ শক্তি নিত্য অথচ বিকারী, অব্যয় অথচ পরিণামী, তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও কখনও লুপ্ত হয় না। তাহার এক রূপের অন্তর্দ্ধান হইলেও তাহা অন্যরূপে অবস্থিতি করে। সাক্ষাৎ কর্ম্ম পরক্ষণেই অদৃষ্টরূপ ধারণ করে। অদৃষ্ট শুভাশুভ ফলরূপে পরিণত হয়।

বৃক্ষ-শক্তি ফলরূপে, ফল বীজরূপে, বীজ আবার বৃক্ষরূপে পরিণত হয়। জীবের স্থূলদেহ গলিত হইয়া উদ্ভিজ্জ্য বা অন্য জীবদেহে পরিবর্ত্তিত হয়। অন্নজলাদি ভুক্ত হইয়া স্থূলদেহে অবস্থান্তরিত হয়। উদক ঘনীভূত হইয়া তুষার হয় এবং তুষার পুনর্ব্বার জলাকৃতি ধারণ করে। এইরূপে সাগর শুষ্ক হইয়া বাস্প হইয়া যাইতে পারে, বাস্প পুনরায় সাগরে পরিণত হইতে পারে। পৃথিবী ও অন্যান্য লোকমণ্ডল শক্তিরূপ মূল দ্রব্যবীজে উপসংহৃত হইতে পারে। আবার সেই দ্রব্যবীজ হইতে শত শত লোকমণ্ডল অবতীর্ণ হইতে পারে। এইপ্রকার পরিবর্ত্তন অনাদিকাল হইতে হইয়া আসিয়াছে এবং চিরকাল হইবে, কিন্তু তাহাতে গুণবতী প্রকৃতির একবিন্দুও কখনও বিনষ্ট হইবে না।

২৪। বিনষ্ট না হউক, কিন্তু তাহার পরির্ত্তন বিস্ময়জনক। এই সংসারে অসংখ্যাসংখ্য পদার্থ, তাহাদের বিচিত্রশক্তি; অসংখ্যাসংখ্য জীব, তাহাদেব অনির্ব্বচনীয় মানসিক শক্তি, ইন্দ্রিয়-শক্তি, দৈহিক-শক্তি, দৃষ্ট হইতেছে; কিন্তু সকলই পরিবর্ত্তন-প্রবাহে ভাসিতেছে। কখন এক একটি জড় পদার্থের—এক একটি জীবদেহের শক্তি বিকৃত হইয়া তাহার বিনাশ সাধন করিতেছে। কখনও বা একেবারে অনেক পদার্থ ও অনেক দেহব্যাপী শক্তি বিকৃত হইয়া সাধারণ উৎপাত সকল উপস্থিত করিতেছে। কোন পদার্থ ও কোন জীব একাদিক্রমে কোন অবস্থাকে ভোগ করিতে পারিতেছে না। ইহার কারণ এই যে, ভোগে শক্তি রুগ্ন, দূষিত, মলিন, বিকৃত, কলুষিত ও নিস্তেজ হইয়া যায়, এই নিমিত্তে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। এইরূপ পরিবর্ত্তন দ্বারা প্রকৃতি সংশোধিত হইয়া থাকে।

২৫। এক একটী জড়পদার্থের বা জীবদেহের শক্তির যে পরিবর্ত্তন হয় তাহার নাম ব্যষ্টি-পরিবর্ত্তন। তাহা দ্বারা তত্তৎ পদার্থ

বা জীবব্যাপী প্রকৃতিই সংশোধিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক পদার্থ বা প্রত্যেক জীবগত প্রকৃতিকে ব্যষ্টি প্রকৃতি কহে। কোন এক স্থানস্থিত জল-বায়ু দূষিত হইলে তাহা কৃত্রিমোপায়ে সংশোধিত হইতে পারে। একটী বৃক্ষের সামান্য রোগ জন্মিলেও কৃত্রিম উপায়ে তাহা পুনঃ প্রকৃতিস্থ হয়। কিন্তু দুরারোগ্য রোগে তাহার জীবন ভঙ্গ হয়। তাহার স্থূলকায় মৃত্তিকায় পরিণত হয়। ফলে মৃত্তিকারূপ আভ্যন্তরিক প্রকৃতি সংযোগে সেই উদ্ভিদ্‌প্রকৃতি পুনঃ সংশোধিত হয়। সেই মৃত্তিকাগত সংশোধিত প্রকৃতি পশ্চাৎ উদ্ভিজ্জান্তরে জীবনী-শক্তি দান করে। কিছুতেই সে প্রকৃতির বিনাশ হয় না। তাহা যেমন মৃত্তিকা প্রাপ্তে সংশোধিত হয়, সেইরূপ, বীজাশ্রয় করিয়াও প্রবহমান হইয়া থাকে। কোন এক মনুষ্যের স্থূলদেহ সামান্য রোগগ্রস্ত হইলে ঔষধিদ্বারা তাহা প্রকৃতিস্থ হয়। কিন্তু তাহার জীবনী-শক্তি ক্ষয় হইলে মৃত্যু উপস্থিত হয়। স্থূলদেহই মানবের সর্ব্বস্ব নহে। স্থূলদেহের বিনাশে তাঁহার মনাদি সূক্ষ্মদেহের ও তদবচ্ছিন্ন জীবাত্মার বিনাশ হয় না 'বায়ুর্গন্ধ-নিবাশয়াৎ' (গীঃ ১৫।৮) কুসুম-স্বস্থান হইতে গন্ধবৎ সূক্ষ্মাংশ গ্রহণপূর্ব্বক বায়ু যেমন গমন করে তাহার ন্যায় জীবাত্মা স্থূল-দেহের আভ্যন্তরিক প্রকৃতিরূপ সূক্ষ্মশরীর লইয়া লোকান্তরে যান। তাহা জীবাত্মার নিমিত্তে সংশোধিত নূতন কলেবররূপে পরিণত হয়।

২৬। অনেক পদার্থও অনেক জীব-ব্যাপী শক্তির এক এক-বারে যে সকল পরিবর্ত্তন হয় তাহার নাম সমষ্টি-পরিবর্ত্তন। এই সকল পরিবর্ত্তন প্রথমতঃ দৈনিক, পাক্ষিক, মাসিক, বার্ষিক, বা বহুবর্ষান্তজ। দ্বিতীয়তঃ একদেশী, বহুদেশ-ব্যাপী, পৃথিবী-ব্যাপী, কতিপয় লোকমণ্ডল-ব্যাপী বা বহুলোকমণ্ডল-ব্যাপী। সূর্য্যাস্তের সঙ্গে প্রতিদিন জীবগণের জাগরণশক্তি-ক্ষয়ে নিদ্রোপস্থিত হয়।

নিদ্রান্তে নবতর বীর্য্য সহকারে পুনঃ জাগরণ দেখা দেয়। অমাবস্যা ও পূর্ণিমার অন্তে পৃথিবীর, বৃক্ষলতার, নরদেহের ও সাগরের জলধাতু হ্রাসাবস্থ হয়; পুনঃ উক্ত তিথিদ্বয়ের সমাগমপ্রভাবে বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বৃক্ষাদির পত্রপুষ্প ফলধারণের শক্তি বর্ষে বর্ষে যথাঋতুতে সংশোধিত হইয়া থাকে। পৃথিবীর উৎপাদিকা শক্তিক্ষয় অথবা প্রকৃতির পর্জ্জন্যবর্ষণের শক্তিক্ষয়-নিবন্ধন কতিপয় বর্ষ যাবৎ অল্প শস্য উৎপন্ন হয়, আবার সেই সমস্ত শক্তি সংশোধিত হইয়া কতিপয় বর্ষ যাবৎ প্রচুর ফল শস্য জন্মে। প্রকৃতির স্বাস্থ্যশক্তিক্ষয়ে কখন পৃথিবীর একদেশে, কখন বা বহুদেশে পীড়ার উপদ্রব দৃষ্ট হয়, কখনও বা সেই শক্তি সংশোধিত হইয়া তথা পুনর্ব্বার আরোগ্য বিরাজ করে। কোন কোন সময়ে প্রকৃতির বিশেষ বিশেষ দোষজন্য বিশেষ বিশেষ পীড়া পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হয়, আবার সে শক্তি সংস্কৃত হইয়া পূর্ব্ববৎ স্বাস্থ্য সম্পাদন করে। এইরূপে যখন ত্রিলোকব্যাপী বা সমগ্র সৌর জগৎব্যাপী জীবগণের ভোগশক্তি, জীবনী-শক্তি, ক্রিয়া-শক্তি এবং ভোগ্য ও ব্যবহার্য্য ঐশ্বর্য্যের স্থিতি-শক্তি, ভোগদানের শক্তি, ও সুখপ্রদ-শক্তিসমূহের আধারস্বরূপ সমষ্টিপ্রকৃতি বিকৃত হইয়া উঠে তখন ত্রিলোক অথবা চতুর্দ্দশ ভুবনব্যাপী প্রলয় উপস্থিত হয়। যখন ত্রিলোকব্যাপী হয় তখন ত্রিলোকস্থ লোকমণ্ডলসমূহ জলদ্বারা আবৃত হয়। যখন চতুর্দ্দশ ভুবনব্যাপী হয় তখন সমগ্র দ্রব্যময়ী ও সর্ব্ব-শক্তি-ময়ী প্রকৃতি আপনার উদ্ভব-স্থান-স্বরূপিণী ব্রহ্মশক্তিতে বিলীন হইয়া যায়। তখন সমস্ত জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ প্রকৃতি, মনোবুদ্ধি আদি সূক্ষ্ম দেহ, কর্ম্মের ও কর্ম্মফলভোগের বাসনা, সুখের প্রার্থনা, সুখদুঃখপ্রদ স্বভাব, দেবাধীনতা, পঠিত বিদ্যার ও কৃতকর্ম্মের সংস্কার প্রভৃতি বৃত্তিসমূহ সেই একই প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া বিরাম প্রাপ্ত হয়। কিন্তু চির বিনাশ লাভ করে না। শাস্ত্রের

উপদেশ এই যে, ঈশ্বরনিয়মিত কালান্তে তাহা সংশোধিত হইয়া জীবের সহিত সৃষ্টিরূপ কার্য্যে বিচিত্রভাবে পুনঃ পরিণত হইয়া থাকে। পুনরায় চতুর্দ্দশ ভুবনে প্রকৃতির নব-রাগ বিরাজ করে।

২৭। এইরূপে জগৎ-রূপিণী ও জগৎ-ব্যাপিনী দ্রব্য-শক্তি ও কার্য্য-শক্তিময়ী প্রকৃতি পরমাত্মাকর্ত্তৃক অনাদিকাল অবধি প্রেরিত ও উপসংহৃত হইতেছে। অবিমুক্ত জীবগণ তাহারই আবর্ত্তে নিপতিত হইয়া ভোগার্থ যাতায়াত করিতেছে। এই প্রকৃতি কখনও চিরবিশুদ্ধভাবে থাকিতে পারে না। সৃষ্টিতে অনবরত ভৌতিক পদার্থ ও জীবদেহাদিতে ব্যবহৃত হওয়ায় সর্ব্বদাই অল্পবিস্তর মলিনতা লাভ করে। এই কারণে শাস্ত্রে ইহাকে সমলা শক্তি কহেন। উহা তমোগুণমিশ্রিত সত্ত্বপ্রধান, মলিন সত্ত্বগুণবিশিষ্ট, এবং নিকৃষ্টা প্রকৃতি। উহার নামান্তর অবিদ্যা, স্বভাব, কারণদেহ, অপূর্ব্ব, ইত্যাদি।—জীবরাজ্যে ইহাই মানসিক প্রকৃতি, বুদ্ধিশক্তি, স্মৃতিশক্তি, মেধাশক্তি, চিন্তাশক্তি, দয়া, ক্ষমা, সরলতা, ধর্ম্মাধর্ম্ম, সুকৃতি, দুষ্কৃতি, ব্যক্তিস্বভাব ও অদৃষ্ট। জীবের স্থূলদেহে তাহাই গতিশক্তি, বতিশক্তি, দানশক্তি, গ্রহণশক্তি প্রভৃতি।

২৮। পরমাত্মার শক্তি অনন্ত। কর্ম্মসূত্রদ্বারা জগৎরূপ কার্য্যে যাহা প্রেরিত হইয়াছে, তাহা তাঁহার অনন্ত শক্তির একবিন্দু প্রভাবমাত্র। আর তাঁহার স্বীয বশে যে অনন্ত শক্তি আছে তাহা অতি পবিত্র। তাহার নাম বিমলা শক্তি। তাহা নির্ম্মল সত্ত্বগুণবিশিষ্ট। তাহাকে মহামায়া বা মূল প্রকৃতিও কহা যায়। সমলা শক্তি, ভৌতিক জগতে কঠোর ভৌতিক নিয়মে এবং জীব-রাজ্যে অবশ্য-ভোক্তব্য অদৃষ্টে বদ্ধ। সেই পর্য্যন্তই তাহার প্রভাব। তদ্ভিন্ন তাহা এক তিলও ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে না। তাহা ঈশ্বরনিয়মিত দেশ, কাল, পদার্থ, জীব, অদৃষ্ট প্রভৃতিতে বদ্ধ। সে নিয়ম লঙ্ঘনে তাহা অসমর্থ। অতএব তাহাদ্বারা

জগতের যে সকল দুঃখের প্রতিবিধান অসম্ভব, ঈশ্বর প্রাগুক্ত স্বীয় বশীভূত নির্ম্মলা মায়াদ্বারা তাহা সাধন করিয়া কালে কালে অদ্ভূত কীর্ত্তি দেখাইয়া থাকেন। ইহাই অবতারের হেতু।

২৯। জগতের স্থূলাংশ প্রলয়ে ব্রহ্মার নিদ্রা এবং স্থূল সূক্ষ্ম উভয় প্রলয়ে তাঁহার যে বিনাশ কল্পনা, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এখন বলা যাইতেছে, যে, প্রাগুক্ত সমলা প্রকৃতিই জগতের সেই স্থূল সূক্ষ্ম ধাতুস্বরূপিণী এবং পরমাত্মার ব্রহ্মানামক কর্ত্তৃত্বের অধিষ্ঠানক্ষেত্র। সুতরাং ব্রহ্মার নিদ্রা ও মৃত্যু তাহারই অবান্তর ও অন্তিম পরিবর্ত্তনের অনুগত।

৩০। অতঃপর পরমাত্মার যে অধিষ্ঠান বিমলাশক্তিস্বরূপিণী মায়াতে উপহিত তাহা চতুর্দ্দশ ভুবনের অনাদি অনন্ত যন্ত্রী। সেই অধিষ্ঠানের নাম বিষ্ণু। যখন মহাপ্রলয় দ্বারা স্থূল সূক্ষ্ম প্রপঞ্চাত্মক চতুর্দ্দশ ভুবন তত্রত্য সমলা প্রকৃতি ও তদুপরিস্থ বিমলা প্রকৃতির সহিত পরমাত্মাতে প্রবেশ করে সেই কাল ঐ বিষ্ণু-নামক কর্ত্তৃত্বের নিদ্রা বা রাত্রিরূপে কল্পিত হয়। স্বয়ং পরমাত্মা সম্বন্ধে কোন কল্পনা নাই। শক্তিরূপ উপাধিই কল্পনার হেতু। ‘বিকারাবর্ত্তিচ তথাহি স্থিতিমাহ।’ (শাঃ সূঃ) পরমাত্মা বিকারী-প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা হইয়াও শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত-স্বভাব।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অণ্ডকটাহ।

৩১। আর্য্যশাস্ত্রানুসারে জীবকে অনাদি কর্ম্মসূত্রে ও বাবস্থারের সাধ্য কর্ম্মদ্বারা ফলভোগী কবিবার অভিপ্রায়ই বিশ্বসৃষ্টির হেতু। জীব অনাদি, তাঁহার প্রচীন কর্ম্মজ অদৃষ্ট অনাদি, অদৃষ্টানুযায়ী ভোগপ্রদা সমলা প্রকৃতি অনাদি। উক্ত অদৃষ্ট ও প্রকৃতি সমষ্টিভাবে ‘অজ্ঞান’ নামে কথিত হয়। এই অদৃষ্ট ও ভোগ্যরূপী অজ্ঞানেব অনির্ব্বচনীয় শক্তি। তাহাব লোভে অনাদিকাল অবধি জীবাত্মা মোহিত। তাহা তাঁহাকে আপনাব মুখ্য আত্মারূপ ব্রহ্মের জ্ঞান হইতে ভুলাইয়া রাখিযাছে। তাহাব এই প্রভাবকে ‘আবরণশক্তি’ কহে। তাহা তাঁহাব আপনাদই অনাদি কর্ম্মফল। পরমাত্মার মাযাশক্তি তাহাব মূল। উক্ত অজ্ঞান যেমন জীবাত্মাব মোক্ষপথের অবরোধক, সেইরূপ ফলবাজ্যেব প্রকাশক। তাহার এই শেযোক্ত প্রভাবেব নাম ‘বিক্ষেপশক্তি’। জীবেব ভোগাযতন ও ভোগ্য দ্রব্যেব প্রকাশার্থ তাহা দ্রব্যধাতুবিশিষ্ট। তাহার দ্রব্যবীজত্ব পরমার্থতঃ সত্য নহে। তাহা স্বতঃ ও বস্তুতঃ দ্রব্যবীজ নহে। কেবল পরমাত্মাব মায়াশক্তিপ্রভাবে এবং জীবাত্মাব অদৃষ্টানুযাযী দ্রব্যের আকার ধাবণ কবিযাছে। সুতবাং তাহা মাযিক। সেই অজ্ঞানবীজরূপিণী সমলা প্রকৃতি এই জগতেব উপাদানকারণ। এবং যে পরমাত্মাকে জীবেব দৃষ্টি হইতে উহা আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে তিনি নিমিত্তকাবণ। সমস্তই তাঁহাব মায়াশক্তির অধিকারভূত।

৩২। সমলা প্রকৃতিস্বরূপিণী উক্ত অজ্ঞানের বিক্ষেপশক্তি হইতে এই সৃষ্টি বিস্তৃত হইয়াছে। তাহার প্রভাব অচিন্ত্য। পর-

মাত্মাই তাহার আশ্রয়। পরমাত্মার আশ্রয়ে এবং নিয়ন্তৃত্বাধীনে তাহাই এই কোটি কোটি গ্রহ উপগ্রহ সহিত বৃহৎ সংসারের হেতু। 'অনন্তস্য ন তস্যান্তঃ সংখ্যানঞ্চাপি বিদ্যতে। তদনন্তমসংখ্যাতং প্রমাণং ন্যাপি বৈ যতঃ। হেতুভূতমশেষস্য প্রকৃতিঃ সা পরা মুনে। অণ্ডানান্ত সহস্রাণাং সহস্রাণ্যযুতানিচ। ঈদৃশানাং তথা তত্র কোটি কোটি শতানিচ।' (বিঃ পুঃ ২।৭।২৬)। প্রকৃতি অনন্ত, তাহার পরিমাণ করা যায় না। সেজন্য তাহা অনন্ত, অসংখ্যাত, অপরিমিত ও সর্ব্বব্যাপী বলিয়া কথিত হয়। ইহা অশেষ জগতের উপাদানকারণ। এই পৃথিবী, যে ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত তাহার ন্যায় সহস্র সহস্র কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের উহা বীজ। সেরূপ ব্রহ্মাণ্ড শত শত কোটি কোটি আছে। এই সকল ব্রহ্মাণ্ড উক্ত প্রকৃতির মায়িক আবির্ভাবমাত্র। সর্ব্বত্রই জীবগণ অনাদি অজ্ঞানবশে তাহার ভোক্তা। জীবের ভোগশক্তি নিস্তেজ হইলে সর্ব্বত্রই প্রলয় এবং সে শক্তি পুনরুদ্দীপ্ত হইলে সর্ব্বত্রই সৃষ্টি আবির্ভূত হয়।

৩১। উপরি উক্ত এক এক ব্রহ্মাণ্ডের যে আয়তনস্থান তাহাকে অণ্ডকটাহ বলে। 'এতদ্‌ব্রহ্মাণ্ডং সচ্ছিদ্রং কটাহদ্বযস্য গোলাকারসম্পুটতুল্যং। যত্র ভূর্ভুবঃস্বর্মহোজনতপঃসত্যসংজ্ঞকানি সপ্তভুবনানি সন্তি।' (শঃ কঃ ৯১২ পৃ) গোলাকার সম্পুটতুল্য কটাহদ্বয়ের মধ্যভাগে এই ব্রহ্মাণ্ড। তন্মধ্যে ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্গলোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক এবং সত্যলোক এই সপ্তভুবন আছে। কটাহশব্দে পাকপাত্র। অর্থাৎ যেখানে কালেতে পঞ্চভূত পাক হয়। পাক হইয়া ক্রমে ব্যবহারোপযোগী হয়। পশ্চাৎ জীবের ভোগদ্বারা ক্ষযপ্রাপ্ত হয়। এই ব্যবহারোপযোগী পৃথিবীকে এইক্ষণে যেপ্রকার স্থূল ও কঠিন দৃষ্ট হইতেছে, এই অণ্ডকটাহস্থিত সমুদয় লোকই তদ্বৎ। তাহাদের মধ্যে সত্ত্বরজঃতমঃ প্রভৃতি

স্থূল সূক্ষ্ম উপাদানের তারতম্য থাকিলেও, তাহাবা স্ব স্ব নিবাসী জী গণেব প্রকৃতি অনুসারে ব্যবহারোপযোগী হইয়া আছে। সূক্ষ্ম ভূতগণ তন্মাত্র মাত্র। তাহা এই ভুবন-কোষের কুত্রাপি ব্যবহারিক লোকমণ্ডল হয় নাই। তাহারা আদিতে পঞ্চীকৃত অর্থাৎ ব্যবহারিক অবস্থা লাভ কবিষা পরে নানা লোকমণ্ডলরূপে ক্রমে পরিণত হইয়াছে। 'এতেভ্যঃ পঞ্চীকৃতেভ্যো ভূতেভ্যো ভূর্ভুবঃ স্বর্ম্মহর্জ্জনস্তপঃ সত্যমিত্যেতন্নামকানামুপর্য্যুপরি বিদ্যমানানাং * * * লোকানাং * * উৎপত্তির্ভবতি।' (বেঃ সাঃ) এই সকল পঞ্চীকৃত ভূত হইতে উপরি উপরি বিদ্যমান ভূর্লোক, ভুবর্লোক,স্বর্গলোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক, ব্রহ্মলোক প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছে। মূলে এ সমস্তই সমলা প্রকৃতির বিক্ষেপশক্তির পরিণাম। 'বিক্ষেপশক্তির্লিঙ্গাদি ব্রহ্মাণ্ডান্তং জগৎ সৃজেদিতি' (বেঃ সাঃ) অজ্ঞানের বিক্ষেপশক্তিই ব্রহ্মলোক হইতে স্তম্বপর্য্যন্ত জগদুৎপত্তির হেতু।

৩৪। উপবি উক্ত লোক সমস্ত তাহাদের বর্ত্তমান ব্যবহারিক আকৃতির পূর্ব্বে 'কাবণজল'নামক তরল জলময় পদার্থ ছিল। বিশেষ বিশেষ রূপধারণ করে নাই। তাহাব অব্যবহিত পূর্ব্বে সমস্তই জলজনক অগ্নিময় দ্রব-পদার্থ ছিল। তৎপূর্ব্বে অগ্নিরুদ্গীরণসমর্থ বায়বীয পদার্থরূপে বিস্তৃত ছিল। তাহাব পূর্ব্বে বায়ুবীজসমন্বিত ব্যোমাকাবে ভাসমান ছিল। তাহাব পূর্ব্বে তেজোময সূক্ষ্মপ্রপঞ্চ বা পঞ্চতন্মাত্ররূপে ছিল। তাহার পূর্ব্বে মনাদি ইন্দ্রিযসমন্বিত মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও ইদংকাব তত্ত্বরূপে ছিল। এই তত্ত্বসকল জীবেব ভোগকর্ত্তৃত্ব ও ভোগ্যদ্রব্যের সহিত তাঁহার ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের মূল। এই অবস্থাব পূর্ব্বে অজ্ঞানাবৃত সমষ্টি জীবেব পবিপালিকা আনন্দময কোষস্বরূপিণী প্রলযকালীনা সমলা শক্তি বিরাজমান ছিল। সেই শক্তি পরমাত্মার শক্তির একবিন্দু প্রভাবমাত্র। তাহা জীবের

মনাদি ইন্দ্রিয়গণের তৈজসবীজ, ভোগায়তনদেহ ও উপভোগ্য ব্রহ্মাণ্ডের দ্রব্যবীজ। তাহারই ক্রমপরিণামস্বরূপ আকাশাদি সূক্ষ্মভূতগণ ঐ অণ্ডকটাহে আবর্ত্তিত হইয়া ক্রমে অগ্নিময় অবস্থায়, অগ্নিময় অবস্থা হইতে ক্রমে তরলাবস্থায়, তাহা হইতে অবশেষে স্থূলপার্থিব অবস্থায় ঘনীভূত হইয়াছে। সার্ব্বজনীন শক্তিক্ষয়ে ঐরূপ ক্রমের বিপরীত ক্রমপূর্ব্বক ধরণী জলে, জল অনলে, অনল অনিলে, অনিল আকাশে, আকাশ ক্রমে প্রকৃতিতে সমীকৃত হইবে। প্রকৃতি গুণসাম্যাবস্থায় পরমাত্মশক্তিতে বিলীন হইয়া জীবের কারণদেহ ও ভাবিভোগ্যরূপে অবস্থিতি করিবে।

৩৫। অণ্ডকটাহের অন্তর্গত পঞ্চীকৃত ভূতগণ সমবেত হইয়া আদিতে একটীমাত্র তেজোময় অণ্ড উৎপন্ন করে। (মনু ১।১২) পশ্চাৎ তাহা ব্রহ্মাকর্ত্তৃক বিভক্ত হইয়া নানা অণ্ড, নানা লোকমণ্ডল ও গ্রহতারারূপে পরিণত হয। তাহার সূক্ষ্ম ও সাত্ত্বিক অংশ হইতে তেজোময় লোকসকল, রাজসিক অংশ হইতে অপেক্ষাকৃত অল্প জ্যোতির্ম্ময় ও শীতল-প্রভাবমণ্ডলসমূহ, এবং তামসাংশ হইতে হীনলোকসকল পরিণত হইয়াছে। (ইহার অতিরিক্ত বিবরণ হরিবংশে ২২৩ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।)

৩৬। সেই প্রথম অণ্ডই প্রথম সূর্য্য। তাহা হেমবর্ণ ও সহস্র সূর্য্যের প্রভাতুল্য ছিল। এই কথা মন্বাদি শাস্ত্রে আছে। তাহাতে ব্রহ্মা অধিষ্ঠিত থাকায় তাঁহারও নাম যেমন হিরণ্যগর্ভ হইয়াছে, সূর্য্য তাহারই দীপ্তিমান অংশবিধায় সূর্য্যেরও নাম তদ্রূপ হিরণ্যগর্ভ হইয়াছে। এই ভাব ছান্দোগ্যে (৩প্র, ১৯ অঃ) এবং ভাগবতে (৫।২০।৩৬) আছে। সেই প্রথম সূর্য্য সে অবয়বে এখন না থাকিলেও, ব্রহ্মলোকই এইক্ষণে তাহার সুবর্ণতুল্য উৎকৃষ্টাংশস্বরূপ, এবং তৎস্থানীয়। ব্রহ্মলোকই আমাদের অণ্ডকটাহের মধ্যে সমগ্র ভুবনের তেজ, বীর্য্য, সুখ, যোগৈশ্বর্য্যের প্রস্রবণ। তাহাই কল্পিত

বিরাট-মূর্ত্তির মস্তকরূপে গৃহীত হইযাছে। তাহারই নাম অগ্নি-লোক। 'অগ্নির্মূর্দ্ধা' ইত্যাদি শ্রুতি। 'অগ্নিঃ' দ্যুলোকঃ অর্থাৎ ব্রহ্মলোক—'মূর্দ্ধা' শিবঃ।

৩৭। আদিম অণ্ডটীব অগ্নিধাতু হইতে যে সকল উৎকৃষ্ট ভোগস্থান প্রথমে নিঃসৃত হইয়াছে তাহা চারি ভাগে বিভক্ত। প্রথমতঃ। যথোক্ত লক্ষণসম্পন্ন ব্রহ্মলোক, দ্বিতীয়তঃ ব্রহ্মলোকের তুলনায় যোগবল ও উপাসনাব পরিপক্কতাসম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত হীন অথচ সর্ব্বোর্দ্ধ তপোভূমিস্বরূপ তপোলোক। তৃতীয়তঃ তদপেক্ষা নিকৃষ্ট কিন্তু প্রেম, বৈরাগ্য ও বিদ্যাতে অত্যুন্নত জনসমাকীর্ণ জন-লোক। চতুর্থতঃ তন্নিম্নভাগে অপেক্ষাকৃত অল্পভোগী মহর্ষিদিগের স্বর্গস্বরূপ মহর্লোক। এই স্বর্গচতুষ্টয়ই জ্যোতির্ম্ময় ভোগরাজ্য। মহাসৌভাগ্যবান্ সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ, নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচারী ও তপস্বী-দিগের ভোগার্থ তাহাব আবির্ভাব। এই চতুঃস্বর্গের মধ্যে জনলোক হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্তকে সাধারণতঃ 'অকৃতক' কহে। কেননা তাহা ব্রহ্মার নিদ্রাকালে প্রলয় প্রাপ্ত হয় না এবং প্রতিকল্পে ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ কৃত বা রচিত হয় না। একেবারে ব্রহ্মাব বিনাশ-রূপ মহাপ্রলযে মূল প্রকৃতিতে বিলীন হয। মহর্লোককে 'কৃত-কাকৃতক' কহে। কেননা ব্রহ্মনিদ্রাস্বরূপ প্রত্যেক কল্পান্তে তাহা সম্পূর্ণ লয় হয না, কেবল প্রাণীশূন্য হইয়া থাকে। অর্থাৎ ব্রহ্মার প্রত্যেক দিনমানে তাহাতে তপস্বীগণের বাসারম্ভ হয়। সুতরাং সে বিষয়ে তাহা কৃতক। কিন্তু ব্রহ্মরাত্রিতে তাহা নষ্ট হয় না এজন্য অকৃতক।

৩৮। সেই আদিম অণ্ডটীব স্বুবর্ণ বা অগ্নিধাতুর অন্তর্গত ('ধ্রুব সূর্য্যান্তরং' সূর্য্যমণ্ডলাবধি ধ্রুব নক্ষত্র পর্য্যন্ত প্রসারিত) আর এক শ্রেণী লোকমণ্ডল আছে তাহার নাম দেবলোক। তাহা উপরি উক্ত স্বর্গচতুষ্টয়ের অপেক্ষা হীন। তাহা দেবজ্ঞানী, দেবো-

পাসক, ও দৈবকর্ম্মী মহাত্মাগণের ভোগস্থান। এই দেবলোক সপ্তবিংশতি সংখ্যক নক্ষত্র-মণ্ডলের উত্তর ও ঊর্দ্ধ বহির্ভাগে বিস্তৃত আছে। তাহা সূর্য্য চন্দ্র মঙ্গল বুধ প্রভৃতি অনেক গ্রহ-তারার সহিত সপ্তর্ষিমণ্ডল ও ধ্রুবলোক পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধে আয়ত। 'মেধীভূতঃ সমস্তস্য' ধ্রুবতারই সমুদয় জ্যোতিশ্চক্রের মেধি অর্থাৎ নাভিস্বরূপ। ত্রৈলোক্যের অন্তর্গত সমস্ত লোকমণ্ডল তাহাকে আশ্রয় করিয়া স্থিতি করে। 'ইজ্যাফলস্য ভূবেষা' এই ত্রৈলোক্য যাগযজ্ঞেব ফলভোগস্থানমাত্র। সে সমস্ত ভোগ প্রকৃতির স্থূলাংশের পরিণাম বিধায় এই সূর্য্যাদি লোকমণ্ডলসমূহ ব্রহ্মার প্রত্যেক রাত্রিতে বিনষ্ট ও প্রত্যেক দিনমানে কৃত হয়, এজন্য পশ্চাদুক্ত ভূলোক ও পিতৃলোকের সহ তাহারা সমাসে 'কৃতক' শব্দে কথিত হয। তথাকার নিবাসীগণ প্রত্যেক কল্পের মধ্যে বাব বার যাতাযাত কবেন। তাঁহাদেব মধ্যে যাঁহারা অত্যুন্নত তাঁহাবা ক্রমে ঊর্দ্ধ ঊর্দ্ধ লোকে উত্থান কবেন।

৩৯। ঊর্দ্ধে ব্রহ্মলোকাবধি নিম্নে দেবলোক পর্য্যন্ত এই পঞ্চস্বর্গই তেজোধাতু-প্রধান। তজ্জন্য তৎসমুদয সাধারণতঃ অগ্নিলোক, অর্চ্চিব-ভুবন, সূর্য্যদ্বাব, দেবযান, ইত্যাদি নামে উক্ত হয়। ইহাদের উপাদানস্বরূপ যে তেজোধাতু ব্রহ্মলোকই তাহাব আকর। ফলে সে তেজোধতু ব্রহ্মলোকেব বস্তুতন্ত্র গুণ মাত্র নহে। মূলতঃ তাহা জীবের মহাবীর্য্যবান্ কর্ম্মফলস্বরূপ ভোগবাজ্য। অনাদি শুভকর্ম্ম, ও তপস্যা সকলই তাহার উপাদান। সুতবাং সে সমস্তই জীবের কর্ত্তৃতন্ত্র-ফলরাজ্য। সর্ব্বজীবের তাদৃশ সমষ্টি প্রকৃতি সমলা শক্তিরই অন্তর্গত। এই পঞ্চ স্বর্গেব মধ্যে দেবলোক সর্ব্বাপেক্ষা অল্প পরমায়ুবিশিষ্ট। তদুপরিস্থ লোকচতুষ্টয়ের ধাতু যত সাত্ত্বিক ও সূক্ষ্ম, ইহার ধাতু তত তেজোময নহে। সুতরাং ব্রহ্মরাত্রি উপস্থিত হইলে তাহা সঙ্কর্ষণাগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইয়া

যায়। সেই অগ্নির উত্তাপ মহর্লোককে আহত করে। তত্রত্য ভৃগু-প্রভৃতি মহর্ষিগণ তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া জনলোকে গমন করেন।

৪০। মূল সৌর অণ্ডেতে যেমন সূর্য্য বা অগ্নিধাতু ছিল সেইরূপ তাহাতে চন্দ্র বা জলধাতুও ছিল। তাহার সেই শেষোক্ত ধাতু চন্দ্রলোকরূপে পরিণত হইয়াছে। চন্দ্রলোকই পিতৃলোকের নামান্তব। তাহা পিতৃযান শব্দে উক্ত হয়। জলধাতুপ্রধান বিধায় শাস্ত্রে এই লোককে 'উদক-বন্ত' বিশেষণ দিয়াছেন। 'পঞ্চপাদং পিতরং দ্বাদশাকৃতিং দিব আহুঃ পরে অৰ্দ্ধে পুরীষিনং' (প্রশ্নোপিনষদে, ১ প্র। ১১) ব্রহ্মলোকই সেই সৌর অণ্ডস্বরূপ মূল-আদিত্যস্থানীয। 'এতদ্বৈ প্রাণানামাযতনং' তাহা সমুদয় প্রাণের আয়তন। এই পিতৃলোক বা চন্দ্রলোক তাহারই শীতল আকৃতি। তাহা এই আকৃতিতে 'সৰ্ব্বস্য পিতরং জনয়িতৃত্বাৎ' সকলের পিতৃধাতু। তাহা প্রজা ও ফলশস্য বৃদ্ধিকর পৰ্জ্জন্যের আকরস্থান বিধায় পঞ্চঋতুপাদ (হেমন্ত ও শিশিরকে এক ধরিয়া) ও দ্বাদশ মাসাকৃতিতে বিভক্ত। তাহা অন্তরীক্ষ অর্থাৎ ভুবর্লোক হইতে উৰ্দ্ধে স্থিত। এবং 'পুরীষিণং উদকবন্তং আহুঃ' জলধাতুপ্রধান বলিযা কথিত হয়। প্রজাপত্যব্রতপরাযণ পুণ্যাত্মাগণ; প্রজা, পুত্র, ধনধান্যকামী সাধুব্রত পুরুষেরা; জনসমাজের শ্রীবৃদ্ধিকামী মহাত্মারা; এই লোকে স্থান প্রাপ্ত হন। তাঁহারা ভোগক্ষয়ে বার বার তথা হইতে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ব্রহ্মরাত্রি উপস্থিত হইলে তাঁহারা এবং তাঁহাদের সেই জলধাতুপ্রধান লোকমণ্ডল সংকর্ষণানলকর্তৃক বিনষ্ট হইয়া যায়। ইহাও সেজন্য কৃতক শব্দে কথিত হয়। দেবলোক ও পিতৃলোক উভয়েই স্বর্গলোক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এজন্য সপ্তস্বর্গের গণনায় উভয়ই উপরি উক্ত পঞ্চের অন্তর্গত।

৪১। পিতৃলোকের নিম্নে ভুবর্লোক। তাহা নভোমণ্ডল বা অন্তরীক্ষমাত্র। এবং 'ভূমি সূর্য্যান্তরং' ভূমি হইতে সূর্য্যমণ্ডলপর্য্যন্ত বিস্তৃত। তাহা সূক্ষ্মদেহাবচ্ছিন্ন প্রেতাত্মা ও সিদ্ধগণের যমালয় ও অন্যান্য ভোগালয়ে গমনের পন্থা বা অপেক্ষাক্ষেত্র। এ লোকও উক্ত 'কৃতক' শব্দের অন্তর্গত। ব্রহ্মরাত্রিতে বিনাশশীল।

৪২। ভুবর্লোকের নিম্নে ভূর্লোক অর্থাৎ পৃথিবী। আদিম অণ্ডের যেমন অগ্নি ও জলধাতু ছিল সেইরূপ ভূ-ধাতুও ছিল। ভূ ধাতুই রজোধর্ম্মী, তাহাই অন্নস্বরূপ। এই পৃথিবী সেই অন্ন-ধাতুতে বিরচিত। ইহাও 'কৃতক' শব্দের অন্তর্গত। ইহাই গণনায় প্রথম লোক। ইহা হইতে গণনা করিয়া ব্রহ্মলোক সপ্তম। এই সপ্ত উৎকৃষ্ট লোক এবং ভূতলের অধঃ অপকৃষ্ট লোক যাহা আছে এ সমস্তই ব্রহ্মলোক-নিঃসৃত সূক্ষ্ম, স্থূল, স্থূলতর ধাতুতে বিরচিত। পৃথিবীর ধাতু অন্ন; পিতৃলোকের ধাতু সূক্ষ্মতর অর্থাৎ জল; দেব-লোকাবধি ব্রহ্মলোকের ধাতু তদপেক্ষা সূক্ষ্ম অর্থাৎ জ্যোতিঃ। তম্মধ্যে জন, তপঃ ও সত্য এই লোকত্রয়ের ধাতু মহাসূক্ষ্ম ও সাত্ত্বিক। তাহা কেবল যোগী ও সন্ন্যাসীগণের ভোগ্য। ভূতলের অধোস্থিত লোকসমূহের ধাতু তমঃ। প্রেতগণের অপেক্ষাক্ষেত্র-স্বরূপ ভুবর্লোক বায়ুধাতু-প্রধান।

৪৩। এই সমস্ত লোকমণ্ডল একই অণ্ডকটাহস্থিত। তদীয় "গোলাকার সচ্ছিদ্র সম্পুটতুল্য আকাশকক্ষ্যামধ্যে" নক্ষত্রচক্র স্থিতি করে। তাহার চতুর্দ্দিক জলীয় তন্মাত্রদ্বারা, জলীয় তন্মাত্রার উপরিভাগ তৈজসতন্মাত্রদ্বারা, তৈজসতন্মাত্রার চতুর্দ্দিক বায়বীয় তন্মাত্রদ্বারা, বায়বীয়তন্মাত্র আকাশ-তন্মাত্রদ্বারা, সূক্ষ্ম আকাশ সমলা প্রকৃতিদ্বারা পরম্পরা আবৃত হইয়া আছে। সেই প্রকৃতি যখন বিরাম গ্রহণ করে তখন ব্রহ্মলোকাবধি সমগ্র ভোগ-রাজ্য প্রলয়ে কবলিত হয়। তখন ভূর্লোকাবধি প্রত্যেক অণ্ড স্ব স্ব

চিরপোষিত, অভ্যন্তরনিহিত সঙ্কর্ষণাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া যায়। সেই তেজে প্রভূত জলবাশি উৎপন্ন হইযা প্রত্যেক অণ্ডকে জলমগ্ন করিয়া ফেলে। ক্রমে পঞ্চ মহাভূত পঞ্চীকৃতাবস্থা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একমাত্র শব্দতন্মাত্র অর্থাৎ সুক্ষ্মাকাশ হইযা যায়। সেই সুক্ষ্ম আকাশ গিযা সমলা প্রকৃতিব অতিসূক্ষ্মাবস্থাকে লাভ করে। সমলা প্রকৃতি তখন গুণসাম্যাবস্থায় পবমাত্মশক্তিতে পুনঃ প্রবেশ করেন। তখন আর কিছুই সৃষ্ট হয না, ব্রহ্ম একমাত্র সকলের সৎ-বীজরূপে অবস্থিতি কবেন। জীবগণ রূপনাম পরিত্যাগপূর্ব্বক স্ব স্ব সঞ্চিত অদৃষ্টেব সহিত তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া নিদ্রাভিভূত হন।

৪৪। একটি অণ্ডকটাহস্থ অণ্ডরূপী গ্রহ, তাবা, পৃথিব্যাদির সৃষ্টি ও প্রলয়েব যেরূপ নিয়ম উক্ত হইল, সকল অণ্ডকটাহই সেই নিযমদ্বারা শাসিত হইযা থাকে। একটি অণ্ডকটাহস্থ অণ্ডসমূহ যখন পরিপক্ক হইতে থাকে, তখন শত শত অণ্ডকটাহ সৃজিত বা বিনষ্ট হইতে পারে। এইরূপে সেই মহান্ পরমাত্মার মাযাশক্তি-প্রভাবে শত শত অণ্ডকটাহ সৃষ্ট হইতেছে, শত শত পরিপালিত হইতেছে, এবং শত শত বিনষ্ট হইযা যাইতেছে। তাঁহার সেই ভোগরাগসমন্বিত মহামায়াকে কেহই একাদিক্রমে ভোগ করিতে পাবিতেছে না। অথচ তাহাব এতই মিষ্টতা, এতই সৌন্দর্য্য, এতই স্নেহ, এমনি বন্ধন যে, প্রলযকালে জীবাত্মাসমূহ স্ব স্ব সাধারণ অন্তরাত্মাস্বরূপ পবমাত্মাকে আশ্রয় করিযাও তাহা হইতে উদ্ধাব পান না। তাহা তাঁহাদেব ভাবি স্থূল সূক্ষ্মদেহ, ভোগশক্তি, ভোগ্যশক্তি, ভোগবাসনা ও ভোগোপকবণেব বীজস্বরূপে তাঁহাদের অদৃষ্টকে আশ্রয করিয়া থাকে। পরমাত্মা স্বীয় স্বরূপাধিকারে জীবাত্মাসমূহকে এবং মাযাশক্তির অধিকারে ঐ ভোগবীজকে রক্ষা করেন। সেই অদৃষ্টরূপী প্রকৃতির বলে পরমাত্মার জগৎসৃষ্টির তপস্যা হয়।

'স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা। ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ।'
(শ্রু) সেই পরমাত্মা প্রাণিকর্ম্মাদি নিমিত্ত বিশ্বসৃজনের তপস্যা-
পূর্ব্বক এই সমস্ত যাহা কিছু সৃষ্টি করিলেন।

পাতালখণ্ড।

সপ্তম অধ্যায়।

পাতাল।

৪৫। পাতালের অর্থ পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ গর্ত্তসমূহ। ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণে পাতালকে ভূবিবর কহিয়াছেন, 'পাতালং ভূবিবর-মিত্যর্থঃ' (টীঃ স্বামী ২।৫।) এই সকল গর্ত্তের সামান্য অথবা লাক্ষণিক তাৎপর্য্য স্থলবিশেষে গৃহীত হইয়া থাকে। 'পাতালানি সমস্তানি স দগ্ধ্বা জ্বলনো মহান্। ভূমিমভ্যেত্য সকলং বভস্তি বসুধাতলং।' (বিঃ পুঃ ৬।৩।২৫) প্রলয়কালে সেই প্রচণ্ড সঙ্কর্ষণাগ্নি (অর্থাৎ পৃথিবীর অভ্যন্তরবর্ত্তী প্রলয়াগ্নি) অগ্রে সমুদয় পাতাল দগ্ধপূর্ব্বক ভূতলে উপস্থিত হইয়া সমস্ত ভূমণ্ডল দগ্ধ করে। এই কারণে বিশেষতঃ প্রলয়ধর্ম্মী তামসী ভোগপুরী বিধায় পাতালের যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ এই অধ্যায়ে উপস্থিত করা যাইতেছে।

৪৬। পাতালের সামান্য তাৎপর্য্য মৃত্তিকার নিম্নদেশের গর্ত্ত-সমূহ যাহাতে সর্পাদি ক্রূর জন্তু সকল বাস করে। সেই সমস্ত গর্ত্ত যেন তাহাদের রম্য হর্ম্ম্যবিশেষ। তাহার স্থানে স্থানে যেন তাহা-দের নগর, প্রাচীর, গোপুর, সভা, চৈত্য, চত্বর, প্রভৃতি আছে। সুতরাং পৃথিবীর উপরিভাগে যেমন মানবের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত, তাহার নিম্নভাগে সেইরূপ ক্রূর ও খল জন্তুদিগের রাজ্য। মানব-গণের ধাতু যেমন রজোগুণ ও সত্ত্বগুণপ্রধান এবং শুভসাধন-পর, ঐ সকল জন্তুগণের ধাতু তদ্বিপরীত তমোগুণে আচ্ছন্ন। তমোগুণে আচ্ছন্ন জন্তু সকল কিছুতেই প্রলয় হইতে উদ্ধার পায় না। কিন্তু উন্নত মানবকুল সত্ত্বগুণের সাধন দ্বারা নৈমিত্তিক প্রলয় হইতে এবং ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা প্রাকৃতিক প্রলয় হইতে নিস্তার পাইতে পারেন।

৪৭। পাতালের আর এক তাৎপর্য্য অতি-গভীর-ভূগর্ত্ত যেখানে সঙ্কর্ষণনামক প্রলয়াগ্নি স্থিতি করে। ভূগর্ত্ত মধ্যে নানাদিকে তাহার স্রোত প্রবাহিত আছে। তাহা কালানল, তমোগুণের অনন্ত ও শেষ মূর্ত্তি, যেন তমোগুণের উৎসস্বরূপ। অতএব এভাবেও পাতালপুরী প্রলয়ধর্ম্মী-তমোগুণের ক্ষেত্র। ঐ তমোমূর্ত্তিটী প্রাগুক্ত বিবরবাসীগণের অধোভাগে বিরাজিত, সুতরাং তাহা যেন সকল তমোভোগির ভোগদ ঈশ্বর।

৪৮। এক্ষণে পাতালের লাক্ষণিকার্থ নিরূপিত হইতেছে। পৃথিবীতে যেমন শুভাচারী, সাত্ত্বিক ও রাজসিক মনুষ্য আছে, সেইরূপ, অশুভকারী, ইন্দ্রিয়সুখপরায়ণ, কামোপভোগবিলাসী, হিংসা-দ্বেষক্রোধাদিরিপুপরবশ, তমোগুণবিশিষ্ট, অন্ধকারস্বভাব, অসুর-ভাবাপন্ন মনুষ্য সকলও আছে। তাহারা মনুর সন্তানের যোগ্য নহে—মানবনামের উপযুক্ত নহে বলিয়া পুরাণে তাহাদিগকে দনু ওদিতির সন্তান অর্থাৎ দৈত্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাহারা ভারতীয় আর্য্যদিগের যাগযজ্ঞতপস্যাপূত উন্নত সমাজের যোগ্য ছিল না। এইজন্য তাহারা প্রায়ই পার্ব্বতীয় উপত্যকা, গিরিগহ্বর, সমুদ্র-মধ্যস্থ দ্বীপ, ভয়ঙ্কর অন্ধকারাচ্ছন্ন কানন, ইত্যাদি আশ্রয় করিয়া থাকিত। লাক্ষণিক প্রয়োগ দ্বারা শাস্ত্রে তাহারাই অজ্ঞান-অন্ধকার-ময় পুরীস্বরূপ পাতালবাসী বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

৪৯। পুরাণশাস্ত্রে পাতালের যে প্রকার বর্ণনা আছে তাহা অলঙ্কারে পূর্ণ। তাহা অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল এবং পাতাল এই সপ্তশ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম চারিটী দৈত্যদানবগণের এবং শেষ তিনটী নাগগণের স্থান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কোন কোন স্থানে ঐ সপ্তশ্রেণী সপ্তস্তররূপে কথিত হয়। যথা 'শুক্লাকৃষ্ণারুণাপীতা শর্করাশৈলকাঞ্চনা' (বিঃ পুঃ ২৷৫৷৩) ঐ সপ্তপাতালে যথাক্রমে শুক্লাভূমি, কৃষ্ণাভূমি, অরুণা-

ভূমি, পীতাভূমি, শর্করাভূমি, শৈলীভূমি, ও কাঞ্চনীভূমি এই সাত প্রকার মৃত্তিকা আছে।

৫০। উপরি উক্ত সপ্ত পাতালের মধ্যে যে প্রথম চারিটী দৈত্যগণেব স্থান বলিযা বর্ণিত হইয়াছে তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে পৃথিবীর নিম্নভাগে থাকা অভিপ্রেত নহে। তাহা তমোগুণের স্থান ইহাই তাৎপর্য্য। এক্ষণে তমঃস্বভাববিশিষ্ট চণ্ডাল (সাঁওতাল) আভীর, ভিল, কোল, আণ্ডমানী, কুকী, আবর, সিকমী প্রভৃতি পার্ব্বতীয় ও আরণ্য-জাতিসমূহ যেরূপ স্থানে ও যেপ্রকার ব্যবহারে বাস কবে, তাহাই ঐরূপ পাতালেব প্রতিরূপ। পূর্ব্বকালে এই ভারতবর্ষে অনেক তমোস্বভাব, কামলোলুপ, দস্যুবৃত্তিপরায়ণ, ইন্দ্রিয়ভোগবিলাসী মনুষ্য ছিল। তাহারা মহাসমৃদ্ধশালী ও বহুজনপদের অধিকাবী ছিল। তাহাবাও সকলে দৈত্য, দানব, রক্ষ, নিষাদ, ইত্যাদি নামে অভিহিত হইত। তাহাদের তামসিক ভোগপরাযণতা প্রতিপন্ন করাব জন্য শাস্ত্রে আছে যে, তাহাদের পাতালপুবীসমূহ ভবন, উদ্যান, ক্রীড়াস্থান, বিহারস্থান, প্রভৃতিদ্বারা রম্য। কাম, ভোগ. ঐশ্বর্য্য, সুখ, সন্ততি দ্বারা অতিশয় সমৃদ্ধ।

৫১। উপরি উক্ত সপ্ত পাতালের যে শেষ তিনটী ভূবিবর তাহাই নাগ প্রভৃতি জন্তুব পুরী। তাহা ইতিপূর্ব্বে বলা গিয়াছে। ইহাও বলা গিযাছে যে, সর্ব্ব-নিম্নভাগে সঙ্কর্ষণাগ্নি আছে তাহা তমোগুনের অনন্ত মূর্ত্তি। অতএব সেই প্রচণ্ডতমোমূর্ত্তিস্বরূপ সংকর্ষণাগ্নি, নিববচ্ছিন্ন তমোধাতু-প্রতিপালিত সর্পাদি বিবরবাসী জন্তুগণ, এবং তমোধর্ম্মী দৈত্যগণ,—এ সমুদয়ের একত্রীকরণে যে একটী ভয়ানক অন্ধরাজ্যের ভাব পাওয়া যায়, শাস্ত্রে তাহাই সপ্ত পাতালরূপে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। অগ্নিস্বভাব, সর্পস্বভাব ও দৈত্যস্বভাব উহার উপাদান। উহা সমস্তই তমোগুনের প্রভাব। ঐ গুণ এতই ভয়ানক যে, তাহার ধর্ম্ম আরোপিত হইয়া কখন সঙ্কর্ষ-

গাগ্নি, স্বয়ং-বিষ্ণুর তামসী মূর্ত্তিরূপে অভিহিত হইয়াছেন, কখনও মনুষ্য, দৈত্যরূপে বর্ণিত হইয়াছেন, কখনও উভয়ই সর্পরূপে প্রদর্শিত হইয়াছেন।

৫২। ভাগবতে (৫।২৪) কথিত আছে "অতলনামক ভূবিবরে ময়দানবের পুত্র বলনামা অসুর বাস করে। ঐ বলাসুর হইতেই ছেয়ানব্বুই প্রকার মায়া সৃষ্ট হয়, কোন কোন মায়াবী অদ্যাবধি সেই সকল মায়ার কতক কতক ধারণ করিতেছে। ঋগ্বেদ সংহিতায় (৬১৯ ঋ) বৃত্রাসুর-বধ-বিবরণে এই বলনামক অসুরের উল্লেখ আছে। তাহাকে ইন্দ্র বধ করিয়াছিলেন। উক্ত শাস্ত্রে অসুরদিগের মায়ার কথাও লিখিত আছে (৬৩৬ ঋ) এবং তাহাদের জনপদ ও পুরী সকল থাকা উক্ত হইয়াছে (৬৩৭ ও ৬৩৮)। পুরাণশাস্ত্রে নিন্দার্থবাদ অবলম্বনপূর্ব্বক সেই সমস্ত পুরীকে পাতালে স্থাপন করিয়াছেন। (বিঃ পুঃ ২।৫) পাতালবাসী দৈত্যগণ বিবিধ ভক্ষ্য, পেয় সেবন করে। পাতালে রমণীয় বন, উপবন, নদী ও সরোবর আছে এবং তথায় দৈত্যগণ বীণা, বেণু, মৃদঙ্গ, তূর্য্য প্রভৃতি বাজাইয়া সতত প্রমোদযুক্ত থাকে। পুরাণের এই সমস্ত গুণবাদ তমঃস্বভাব ব্যক্তিগণের প্রমোদপ্রিয়তার পরিচায়কমাত্র। এখনও যদি কেহ বিন্ধ্যাচলের উপত্যকা ও গহ্বরবাসী অরণ্যজাতিদিগের সন্ধ্যাকালীন মধুপানোন্মত্ত গভীর-ধ্বনি মর্দ্দল-নির্ঘোষিত প্রমোদ দর্শন করেন, তাহা হইলে শাস্ত্রোক্ত পাতালপুরীস্থ দৈত্যসমাজসম্বন্ধীয় কথঞ্চিৎ ভাব লাভ করিবেন। তথাকার মধুবন, পাতালস্থ ভোগবতী-নিঃসৃত শীতলজল, ও আরণ্যশোভা দর্শনে শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত হইবেন।

৫৩। স্থূলকথা এই যে, পাতালবর্ণনের ব্যপদেশে প্রলয়ধর্ম্মী তমোগুণের ও তত্রস্থিত সঙ্কর্ষণাগ্নির মূর্ত্তি চিত্র করাই পুরাণের উদ্দেশ্য। সমস্ত বর্ণনার মধ্য হইতে নির্ব্বাচনপূর্ব্বক ঐ তমোগুণটী

এবং সঙ্কর্ষণানলকে অবগত হওয়া প্রলয়তত্ত্ববোধের উপকারী। পুরাণ-শাস্ত্রে দর্শন-শাস্ত্রের ন্যায় বিচার নাই। সুতরাং বিচাররূপ অবয়বদ্বারা পৌরাণিক কোন তত্ত্বকে বুঝান কঠিন। তৎসম্বন্ধে যে কোন বিচাব উপস্থিত কবা যাইবে, তাহাই স্বকপোল-কল্পনা বা অনুমানোপন্যাসমাত্র হইয়া দাঁড়াইবে। বিচারপূর্ব্বক তত্ত্ব বিজ্ঞাপন করা দর্শনের কার্য্য। অলঙ্কার, আখ্যায়িকা, দৃষ্টান্ত, রূপক প্রভৃতি দ্বারা বেদার্থ প্রতিপাদনপূর্ব্বক সর্ব্বসাধারণের চিত্তরঞ্জন করা পুরাণের কার্য্য। পূর্ব্বকালে ভারতীয় আর্য্যগণ পাঠ বা শ্রবণ মাত্রে তাহার গভীর তাৎপর্য্য অবধারণ ও তাহার মনোহারিতা গ্রহণ করিতেন। সম্প্রতিকার হেতুবাদে বিমোহিত জনগণ তাহা বুঝিবার নিমিত্তে ইউরোপীয় যুক্তি চান।

অষ্টম অধ্যায়।

সঙ্কর্ষণাগ্নি।

৫৪। সৃষ্টি, প্রলয়, মন্বন্তর, পরলোক প্রভৃতি তত্ত্বসমূহ পুরাণ-শাস্ত্র হইতেই পাওয়া যায়। কিন্তু পুরাণে অর্থবাদ বিস্তর। শাস্ত্র-বিচারে অর্থবাদ প্রমাণ হইতে পারে না। অর্থবাদ-বাক্যসমূহকে ব্যতিরেকপূর্ব্বক সারতত্ত্ব সংগ্রহ করা বড়ই কঠিন। পুরাণশাস্ত্রে পৃথিবীর অভ্যন্তরনিহিত সঙ্কর্ষণনামক তমোগুণপ্রতিপালিত এক মহা ভয়ানক কালাগ্নির উল্লেখ আছে এবং বিশ্বের ও বিশ্বের প্রাণ-স্বরূপ ব্রহ্মানামক ঈশ্বরাধিষ্ঠানের স্থিতি ও প্রলয়কালসম্বন্ধে বিস্তর অঙ্কপাত আছে। সে সমস্ত তত্ত্ব সামান্য বুদ্ধি বা বিজাতীয় বুদ্ধির অনুগত নহে। ভারতীয় শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাব্যতীত তাহা ভাল লাগে না। শ্রদ্ধাবান্ পাঠক বা শ্রোতার নিকট অর্থবাদ প্রতিবন্ধক হয় না। অশ্রদ্ধালুর নিকটে অর্থবাদ ভাঙ্গিয়া দিলেও ফল হয় না। তথাপি শাস্ত্রানুরাগী বিষয়ী জনগণের বোধ সুলভার্থে আমরা উক্ত তত্ত্বসমূহের মর্ম্মোদ্ভেদে যথাসাধ্য প্রবৃত্ত হই।

৫৫। উপরি উক্ত তত্ত্বদ্বয়ের মধ্যে 'সঙ্কর্ষণাগ্নি' নামক তত্ত্বটী এই অধ্যায়ের বিচার্য্য বিষয়। এই অগ্নিই প্রলয়ের একপ্রকার কারণরূপে উক্ত হইয়াছে। 'সঙ্কর্ষণ' শব্দের অর্থ আকর্ষণ। ভাগবতে কহেন (৫।২৫।১) 'সাত্বতীয়া দ্রষ্টদৃশ্যয়োঃ সঙ্কর্ষণমহমিত্যভিমানলক্ষণং সঙ্কর্ষণমিত্যাচক্ষতে।' ভগবদ্ভক্ত জনগণ তাঁহাকে সঙ্কর্ষণ বলেন, কেননা 'আমি' ও 'আমার' ইত্যাদি সংসারাভিমান দ্বারা তিনি দ্রষ্টা ও দৃশ্যের আকর্ষণ করিয়া থাকেন। তাৎপর্য্য এই যে, সেই সঙ্কর্ষণনামক কালাগ্নির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তমোময় অধোভুবন হইতে সকলকে তামসিক প্রলোভনে আকর্ষণ করিতে-

ছেন। তাহাতে স্বার্থপরতা উৎপন্ন হইয়া সংসার স্বীয় প্রভাব প্রকাশ করিতেছে। তিনিই সংসারের মলবৃদ্ধির হেতু। এই প্রলোভনরূপ মলহেতুত্ব জ্ঞাপনার্থ শাস্ত্র তাঁহাকে মদোন্মত্ত বিশেষণ দিয়াছেন। 'নীলবাসা মদোৎসিক্তঃ' (বিঃ পুঃ ২। ৫। ১৭) তাঁহার পরিধান নীলবসন এবং তিনি সর্ব্বদা মদোৎসিক্ত। পুনশ্চ 'উপাস্যতে স্বয়ং কান্ত্যা যো বারুণ্যাচ মূর্ত্তয়া' (ঐ ১৮) কান্তি এবং সুরাদেবী তাঁহার উপাসনা করেন। প্রলয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রলোভনরূপ সেই মল অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া এই ভূমণ্ডল ঐ সঙ্কর্ষণদ্বারাই দগ্ধ হইয়া যায়, তখন সেই অগ্নি হইতে জলোৎপন্ন হইয়া সংসারকে গ্রাস করিয়া ফেলে। সাধনাদ্বারা উক্ত প্রলোভনকে ত্যাগ করিতে পারিলে প্রলয় হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। কেবল যোগীগণই তাহার অধিকারী।

৫৬। 'সঙ্কর্ষণ' শব্দের আর এক অর্থ 'সম্যক্ প্রকারেণ লাঙ্গলাদিনা ভূম্যাদিকর্ষণং' অর্থাৎ ভূমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধিকরণ। ঐ অগ্নিকে এস্থলে তদীয় অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে পরিকল্পনাপূর্ব্বক তাঁহার লক্ষণ নিরূপণ করিতেছেন। তিনি যেমন প্রলোভনের মূর্ত্তি বড়বানলরূপ পাতালাগ্নির অধিষ্ঠাত্রীদেবতা, সেইরূপ তিনি কৃষিকর্ম্মেরও অধিষ্ঠাতারূপে কথিত হন। তাৎপর্য্য এই যে, এই সংসারের স্থিতিকালে পৃথিবীর অভ্যন্তর-বর্ত্তী ঐ মহা অনল কৃষিকর্ম্মের উত্তরসাধকরূপ উর্ব্বরাশক্তি-সম্পাদক। প্রলয়কালে তৎকর্ত্তৃক পৃথিবী দগ্ধ হয় সত্য, কিন্তু তদ্দারা বিশুদ্ধ হইয়া পুনঃ সৃষ্টিতে অধিকতর উর্ব্বরা হইয়া থাকে। তাঁহার এই লক্ষণটী জ্ঞাপন করিবার জন্য বলরামরূপে তাঁহার মূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে। 'সঙ্কর্ষণঃ বলদেবঃ' ইত্যমরঃ। 'লাঙ্গলাসক্তহস্তাগ্রো' (বিঃ পুঃ ২। ৫। ১৮) তাঁহার একহস্তে লাঙ্গল আছে। এই লাঙ্গল-চিহ্নটি তৎসম্পাদ্য কৃষি-শক্তি ও উর্ব্বরাশক্তির জ্ঞাপক।

৫৭। সঙ্কর্ষণাগ্নির আরো কয়েকটী লক্ষণ আছে। তাহা প্রধানতঃ প্রলয়াগ্নিস্বরূপ; দ্বিতীয়তঃ তাহা ভূমণ্ডলের শূন্যে স্থিতিকরার শক্তিস্বরূপ, ভূতলের উন্নয়ন-শক্তিরূপী ও তাহার দার্ঢ্যসম্পাদক। এই লক্ষণসমূহ জ্ঞাপনার্থ তাহা অনন্তদেব বা শেষনাগরূপে কথিত হয়। শুকদেব কহিলেন, 'তস্য (পাতালস্য) মূলদেশে ত্রিংশতযোজন সহস্রান্তর আস্তে, যা বৈ কলা ভগবতস্তামসী সমাখ্যাতা অনন্ত ইতি' (ভাঃ বঃ ৫।২৫।১)। পাতালের মূলদেশে সহস্রযোজনের অন্তরে ত্রিংশতযোজন মধ্যে ভগবানের তামসীনামে বিখ্যাতা এক কলা (অংশ) আছে তাহার নাম অনন্ত। 'সঙ্কর্ষণমিত্যাচক্ষ্যতে', তাহার আর এক নাম 'সঙ্কর্ষণ'। 'পাতালানামধশ্চাস্তে বিষ্ণোর্যা তামসী তনুঃ।' (বিঃ পুঃ ২।৫।১৩।) পাতালের অধোদেশে বিষ্ণুর এক তামসী মূর্ত্তি আছে। 'শেষাখ্যা যদ্‌গুণান্ বক্তুং ন শক্তা দৈত্যদানবাঃ।' (ঐ)। তাঁহার নাম শেষ। পুনশ্চ 'যোঽনন্তঃ' তিনিই অনন্ত নাগ। তিনি 'নীলবাসা' অর্থাৎ নীলবর্ণ। 'কল্পান্তে যস্য বক্তে্‌ভ্যো বিষানলশিখোজ্জ্বলঃ। সঙ্কর্ষণাত্মকোরুদ্রো নিষ্ক্রম্যাত্তি জগত্ত্রয়ম্।' (ঐ ১৯) প্রলয়কালে তাঁহার মুখ হইতে বিষানলশিখা-সমুজ্জ্বলিত সঙ্কর্ষণাত্মক রুদ্রমূর্ত্তি অগ্নি নিষ্ক্রান্ত হইয়া ত্রিলোক গ্রাস করিয়া থাকে। এস্থলে তাঁহার মুখ ও সেই মুখ হইতে রুদ্রমূর্ত্তির উদ্‌ভব ঔপচারিক ভেদমাত্র। স্থূলতঃ অগ্নিপ্লবনই তাৎপর্য্য। ভূগর্ব্ভে নানাবিধ ধাতুরূপ উপাধিতে স্থিতি করায় উহা নীলবর্ণ অগ্নি—তমোগুণে প্রতিপালিত কালানলস্বরূপ। সেই অগ্নির আর এক লক্ষণ এই যে, তাহার মস্তকে এই অবনীমণ্ডল ধৃত আছে। 'সবিভ্রচ্ছেখরীভূতমশেষংক্ষিতিমণ্ডলং। আস্তে পাতালমূলস্থঃ শেষোঽশেষসুরার্চিতঃ॥' অশেষ সুরগণকর্ত্তৃক সমর্চ্চিত শেষমূর্ত্তি ভগবান্ পাতালতলে অবস্থিতিপূর্ব্বক মস্তকের শেখরস্বরূপ সমুদয় অবনীমণ্ডল ধারণ করিয়া আছেন। (বিঃ পুঃ ২।৫।২০)।

'ত্রেনেয়ং নাগবর্য্যেণ শিরসা বিধৃতা মহী' (ঐ ২৭) সেই নাগরাজের ফণাদ্বারা এই অবনীমণ্ডল বিধৃত হইয়া আছে। 'যদা বিজৃম্ভতে হনন্তো মদাঘূর্ণিতলোচনঃ। তদা চলতি ভূরেষা সাদ্রিতোয়াব্ধিকাননা।' (ঐ ২৩) এই অনন্ত যখন মদঘূর্ণিতলোচন হইয়া জৃম্ভা পরিত্যাগ করেন তৎকালে পর্ব্বত, সমুদ্র, কাননসমূহের সহিত ভূমি-কম্প হইয়া থাকে। তাৎপর্য্য এই যে, প্রলয়কালে যে সঙ্কর্ষণানলে ভূমণ্ডল দগ্ধ হয়, তাহা রুদ্রমূর্ত্তি অতিভয়ানক। তাহা সেই অনন্ত নাগাগ্নির গ্রাসরূপী; কিন্তু জলকম্প বা ভূমিকম্পকালে যে অগ্নি সাগরের তলদেশে বা ভূগর্ত্তমধ্যে বিলোড়িত হয় বা আগ্নেয়গিরি-বিবর ভেদপূর্ব্বক উত্থিত হয়, তাহা সেই সঙ্কর্ষণেরই জৃম্ভাস্বরূপ। অর্থাৎ তাহা স্বতন্ত্র অগ্নি নহে, ঐ সঙ্কর্ষণাগ্নিরই শাখাপ্রশাখাবিশেষ। তাহা আগ্নেয় ভূধরতলস্থ গভীর বিবরসমূহে অবস্থিতিপূর্ব্বক নীলবর্ণ বা তমোময় অবযবে অহরহ প্রজ্বলিত থাকিয়া পাতালস্থ জলকে উত্তপ্ত করত প্রভূত বাস্পসহকারে অবনীপৃষ্ঠে উৎক্ষিপ্ত করে এবং কখন কখন ভূধর বিদারণ, তরল ধাতুপদার্থ উদ্‌গীরণ, উৎক্ষিপ্ত ভস্মরাশীদ্বারা গগনমণ্ডলে মেঘমালা উৎপন্ন, পয়োধিকম্প ও ভূমিকম্প প্রভৃতি উৎপাত উপস্থিত করিয়া থাকে। এ সমস্তই সেই পাতালস্থিত অনন্ত নাগাগ্নির ক্রিয়া। অতএব ভারতবাসীগণ শাস্ত্রানুসারেই বলিযা থাকেন যে, সেই নাগরাজ বাসুকির জৃম্ভা বা মস্তক বিলোড়ন দ্বারা ভূমিকম্প হইয়া থাকে। পৌরাণিক অলঙ্কার বর্জনপূর্ব্বক বুঝ, জানিতে পারিবে যে, ভূমিকম্প বা জলকম্প ভূগর্ত্তস্থ অগ্নিরই কার্য্য। ঐ তাৎপর্য্য সংবৃত রাখিয়া উষ্ণকুণ্ড বা আগ্নেয়-জলকে নাগ-কূপও কহা গিয়া থাকে। ঐ অগ্নির স্থূলাংশ ধরণীর অভ্যন্তরে গভীর বিবর মধ্যে বাস করে, এবং তাহার জ্বালাজিহ্বা সহস্র সহস্র শাখাপ্রশাখা আগ্নেয় গিরিগহ্বরে ও সাগরগর্ত্তে নির্গমনপথ অন্বেষণ করে

বলিয়া তাহাকে সহস্র ফণাযুক্ত অনন্ত সর্পরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। জ্বালামুখী, বাড়বানল, সীতাকুণ্ড প্রভৃতি উষ্ণ জলাশয়সমূহ সেই ভূগর্ভোত্থিত সহস্র-মুখ নাগানলের উদ্গীরিত আগ্নেয় শাখাপ্রশাখাকর্তৃক উত্তপ্ত উদকরাশিমাত্র। অতি পূর্ব্বকালে ভারতের জ্ঞানী লোকেরা যোগবলে এসকল গভীর ভূতত্ত্ব-বিদ্যা অবগত ছিলেন। তৎসমস্ত সহজ কথায় লিখিত থাকিলে এখন এত সন্দেহ জন্মিত না। কিন্তু তখন বিচার-শাস্ত্রসমূহব্যতীত সহজ লেখার কোন গৌরব ছিল না। এখনও ভট্টাচার্য্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে সহজ বর্ণনার যশ নাই; তাহা অনেকে জানেন। এই কারণে বিশেষতঃ সর্ব্বসাধারণের চিত্তরঞ্জন নিমিত্ত ঋষিরা পুরাণশাস্ত্রে অত অলঙ্কার রূপক ও অর্থবাদ গ্রহণ করিয়াছেন।

৫৮। এস্থানে জিজ্ঞাসা করিতে পার যে, উক্ত সঙ্কর্ষণাগ্নিকে 'অনন্তনাগ' কহিয়া কেন আবার 'শেষ নাগ' কহিয়াছেন? বরং 'অশেষ নাগ' বলিলে অনন্তের অর্থবোধক হইত। এ কথার উত্তর এই যে, নৈমিত্তিক প্রলয়কালে ঐ অগ্নি, সমস্ত দগ্ধপূর্ব্বক পৃথিবীর তমোবীজস্বরূপে অবশিষ্ট থাকে। তাহাতেই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে তখন ব্রহ্মা সেই অবশিষ্ট বীজকে আশ্রয়পূর্ব্বক শয়ন করেন। 'একার্ণবে ততস্তস্মিন্ শেষশয্যাস্থিতঃ প্রভুঃ। ব্রহ্মরূপধরঃ শেতে ভগবানাদিকৃদ্ধরিঃ।' তখন আদিদেব বিষ্ণু ব্রহ্মার রূপ অবলম্বনপূর্ব্বক একার্ণবে ঐ শেষশয্যায় শয়ন করেন। সেই সময়ে তিনি একার্ণবে শেষশয্যায় ভাসমান থাকেন বলিয়া তাঁহার নাম নারায়ণ হয়। কুল্লুকভট্ট মনুস্মৃতিতে 'আপোনারা' প্রভৃতি শ্লোকের টীকায় ঐ অর্থকে এইরূপে স্পষ্টীকৃত করিয়াছেন। 'আপোঽস্য পরমাত্মনো ব্রহ্মরূপেণাবস্থিতস্য পূর্ব্বময়নমাশ্রয় ইত্যসৌ নারায়ণ ইতি।' প্রলয়কালীন জল সকল ব্রহ্মারূপে অবস্থিত পরমাত্মার অয়ন অর্থাৎ স্থান হয়েন, এইজন্য তিনি নারায়ণশব্দে কথিত হইয়া-

ছেন। তথাচ কৌর্ম্মে (৪৮ অঃ) 'দ্বিতীয়া কালসংজ্ঞান্যা তামসী শেষসংজ্ঞিতা।' উপরি উক্ত শেষমূর্ত্তিটী ভগবানের কালরূপী তামসী শক্তি। তাহা ঐশি-শক্তির তমঃপ্রভাব। তাহা প্রলয়-কালে সমস্ত সংহারপূর্ব্বক নিদ্রাগত ব্রহ্মার প্রলয়পয়োধিবক্ষে শয্যারূপ হইয়া থাকে। তখনও তাহার তমোময়রূপের অন্তর্ধান হয় না। অতএব তাহা তখনও সর্পরূপী থাকে বলিয়া কথিত হয়। ফলে পৃথিব্যাদি পদার্থের অভাব বশতঃ তখন তাহার কালানল ও মহাবিষ নিস্তেজ হইয়া যায়। অন্যান্য জলবাসী সর্প যেরূপ নির্ব্বিষ হয়, তখন ঐ সংহারানল, জলবাসী হওয়াতে তাহার আর বিষ থাকে না। কেবল সৃষ্টির শেষরূপে, ভাবি সৃষ্টির ধারণশক্তি ও প্রলয়বীজরূপে অবস্থিতি করে।

৫৯। সঙ্কর্ষণাগ্নির কয়েকটি অবয়ব প্রদর্শিত হইল। প্রলোভন, কর্ষণ, ভূধারণ, ভূতলোন্নয়ন, ভূতলদ্রটীকরণ, প্রলয়করণ, অনন্ত-শক্তিত্ব ও শেষবীজত্ব এই সমস্ত উহার মূর্ত্তি। এই সমস্ত মূর্ত্তিতেই উহা হয সর্প না হয় অগ্নির স্বভাব প্রকাশ করে। প্রলোভন মূর্ত্তিতে উহা যেন খলসর্প। কর্ষণে উহা অগ্নি। ভূমণ্ডল ধারণে সঙ্কর্ষণাগ্নি যেন অনন্ত তেজ-শক্তি। অর্থাৎ বিনা আধারে ভূমণ্ডল যে আকাশে স্থিতি করে তাহার শক্তি ভূমণ্ডলেই আছে। ঐ অগ্নিই সেই শক্তিরূপী। অতঃপর উহাই ভূপৃষ্ঠকে নিম্নদেশে প্রোথিত হইতে না দিয়া কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় সদা উত্তোলন করিয়া রাখিয়াছে। এবং পৃথিবীর সুশীতল ঘনীভূত কঠিন বহিঃস্তরকে ধারণ করিতেছে। প্রলয়সম্বন্ধে উহা অগ্নি ও বিষরূপী এবং প্রলয়পয়োধিতে উহা শেষ তামস বীজ।

৬০। অপরঞ্চ, অনুমান হয় পূর্ব্বকালে জ্যোতিষের কোন-রূপ গণনাসূত্রে সঙ্কর্ষণাগ্নির দ্বারা সামান্য সামান্য শুভাশুভ সংঘটনের কাল এবং প্রলয়ঘটনার কাল নির্ণীত হইত। পক্ষান্তরে উক্ত

অগ্নির উৎপাত সকল দেখিয়া জ্যোতিষ্কগণের শুভাশুভ ফলও নিরূপিত হইত। এক্ষণে সে বিদ্যা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। (বিঃ পুঃ ২।৫।২৬।) উক্ত আছে, 'যমারাধ্য পুরাণর্ষিঃ গর্গো জ্যোতীংষি তত্ত্বতঃ। জ্ঞাতবান্ সকলঞ্চৈব নিমিত্তং পঠিতং ফলং।" পুরাণ মহর্ষি গর্গ, সঙ্কর্ষণ নাগের আরাধনা করিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রের তত্ত্ব ও গ্রহনক্ষত্রাদি-নিমিত্ত ভাবি শুভাশুভ ফলজনক সুনিমিত্ত ও দুর্নিমিত্তাদি অবগত হইয়াছেন। এস্থলে গণিত ও ফলিত উভয় জ্যোতিষই অভিপ্রেত হইয়াছে। উল্লিখিত সুনিমিত্ত ও দুর্নিমিত্তাদির জ্ঞান যেমন গ্রহ-নক্ষত্রের সঞ্চার গণনায় লব্ধ হয়, সেইরূপ পশুপক্ষির গতিবিধি ও রবাদি হইতেও পাওয়া যায়। মানব দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশের স্পন্দন হইতেও অবগত হওয়া যায়। (বিঃ পুঃ উইলসন্ কৃত ইং টীকাঃ ২।৫)। মহর্ষি গর্গ সঙ্কর্ষণ-অগ্নির ভাবগতিক হইতে ঐ সমুদয় লাভ করিয়াছিলেন ইহাই তাৎপর্য্য। পুরাণশাস্ত্রের এই উক্তিটী অর্থবাদ বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষ তত্ত্ব অবগত না হইলে নির্যাস করিয়া বলা অসম্ভব।

নবম অধ্যায়।

খৃষ্টিয় প্রলয়াগ্নি।

৬১। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে কেবল সৃষ্টি, প্রলয়, ঈশ্বর, প্রকৃতি, কাল, জীবাত্মা, প্রভৃতি তত্ত্বসমূহের বিচারমাত্রই আছে। তাহা হইতে ভূতত্ত্ব, ভূগোল, খগোল, অণ্ডকটাহ, স্বর্গাদিলোক-সংস্থান, সৃষ্টি ও প্রলয়ের বিবিধরূপ, মন্বন্তর, কল্প, যুগ, প্রভৃতি সম্বন্ধে কোন জ্ঞান লাভ হইতে পারে না। কিন্তু পুরাণশাস্ত্রে সে সকল তত্ত্বের বিস্তারিত বিবরণ আছে। তৎসমূহের সত্যতা স্থাপনার্থে তাহাতে কোন বিচার বা তর্ক উপস্থিত হয় নাই। কেবল মহর্ষি বলিতেছেন, বিনীত শ্রোতা অবিতর্কিতভাবে মানিয়া লইতেছেন, এইমাত্র তাহার ভাব। ফলে এখন আর সে কালও নাই, সে গুরুও নাই, সে শ্রোতাও নাই। আমরা তাহা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পাঠ করি বটে, কিন্তু সম্যক্‌প্রকারে বুঝিতে পারি না। তাই বলিয়া যে অমান্য করিব এমত নহে।

৬২। ঋষিরা একটু একটু শ্লোকে স্মৃতিতে, পুরাণে, তন্ত্রে, নানাবিধ বসনভূষণে ভূষিত করিয়া ঐরূপ অনেক নিগূঢ়তত্ত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন। দর্শনের বিচারে সে সমস্ত গৃহীত হয় নাই। এখন সাহেবেরা আমাদিগকে বহুবিধ বিদ্যায় দীক্ষিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে আমাদের দর্শনশাস্ত্রের ন্যায় ব্রহ্ম, জীব, কর্ম্মফল, প্রকৃতি, যোগবিদ্যা, ন্যায়পদার্থবিচার প্রভৃতি উন্নত জ্ঞান নাই বটে, কিন্তু, ভূতত্ত্ব, ভূগোল, তড়িৎ-বিজ্ঞান প্রভৃতি পদার্থবিদ্যার উপদেশ বিস্তর আছে। এখনকার কৃতবিদ্যগণের মধ্যে যাঁহারা ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের বিবৃত ঐ সকল তত্ত্বের কোন তত্ত্ব পাঠপূর্ব্বক,

স্বদেশীয় শাস্ত্রে তত্তুল্য তত্ত্ব সকল পাঠ করিতেছেন, তাঁহারা প্রায়ই উভয়ের মধ্যে কিছু কিছু ঐক্য লাভ করিতেছেন। আমার পরম-বন্ধু মৃত বাবু সীতানাথ ঘোষ বৈদেশিক পদার্থবিদ্যা হইতে লব্ধব্যুৎপত্তিবলে তিন চারিটী স্মৃতি-বচনের মর্ম্মভেদপূর্ব্বক আর্য্যঋষিগণের তাড়িৎবিষযক জ্ঞান যেপ্রকারে প্রচার করিয়াছেন, এবং সেই জ্ঞানকে ইউরোপীয় কৃত্রিম তাড়িৎ-যন্ত্রে প্রয়োগপূর্ব্বক তাহার দ্বারা নানাবিধ রোগারোগ্যপক্ষে যেরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন তাহা অতি বিস্ময়জনক।

পক্ষান্তরে কর্ণেল্ অল্‌কট্ ভারতীয় যোগ ও বেদান্তশাস্ত্রের জ্ঞান যেপ্রকার ইংরেজি ভূষণে দেশমধ্যে প্রচার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইযাছেন, তাহাও অল্প আনন্দকর নহে। ভারতীয় শাস্ত্রের জ্ঞান যদিও বিজাতীয় ভাষায় ও বিজাতীয় লোকের মুখে সম্যক্ স্ফূর্ত্তি পায় না, তথাপি তদ্দ্বারা অনেক অস্থির প্রকৃতি সুস্থির হইবেক এবং ঋষি-শাস্ত্রেরই জয় হইবেক।

৬৩। পূর্ব্ব অধ্যায়ে আমরা পৌরাণিক সঙ্কর্ষণাগ্নির বিষয় যাহা বলিয়াছি তাহা যদি আমরা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক মানি তবেই তাহার সম্মান থাকিবে। কিন্তু তাহা সত্য বলিয়া মানিবার জন্য এখন বৈদেশিক পণ্ডিতগণের সাক্ষ্য প্রয়োজন। সীতানাথ বাবুর স্মৃতি যদি ইংরাজি তড়িৎ-বিদ্যার সহিত কিঞ্চিৎ ঐক্য না হইত, ও অল্‌কট্ যাহা করিতেছেন তাহা যদি কোন ভারতবাসী করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, তবে কি তাহা সমাজে স্থান পাইত? এইজন্য আমরা আমাদের বুদ্ধিমান্ যুবা পাঠকগণকে বলিতে ইচ্ছা করি যে, সহস্র সহস্র বর্ষের পূর্ব্বে পুরাণশাস্ত্রে সঙ্কর্ষণাগ্নিরূপ যে তত্ত্বটী স্থান পাইয়াছে, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম-পুস্তকে সেই তত্ত্বের স্পষ্ট আভাস রহিয়াছে! খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রচারক-গণ তাহা অনেকবার প্রচার করিয়াছেন, এবং অধিক আশ্চর্য্যের

বিষয় এই যে, আধুনিক ইউরোপীয় বিজ্ঞানশাস্ত্রে তাহার অল্পবিস্তর সত্যতা প্রমাণ করিতেছে। আমরা বাইবেল ও বিজ্ঞানশাস্ত্রের দোহাই দিয়া পাঠকগণকে ঐ তত্ত্বটি যে মানিতে বলিতেছি এমত নহে, কেবল ইহাই দর্শাইতেছি যে, ভারতীয় কোন কোন প্রাচীন তত্ত্ব কেমন আশ্চর্য্যরূপে বিজ্ঞানশাস্ত্র দ্বারা পুনরাবিষ্কৃত হইতেছে। আমাদের ইহা দেখান অভিপ্রায় নহে যে, পূর্ব্বকালীন ঋষিগণ এখনকার ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিৎ গণের ন্যায় পদার্থতত্ত্বের অনুসন্ধান করিতেন এবং পুরাণাদি শাস্ত্রে যাহা লিখিত আছে তাহা তাঁহাদের অনুসন্ধানের ফল; কিন্তু আমাদের এইমাত্র বক্তব্য যে পদার্থবিদ্যার যতই উন্নতি হউক শাস্ত্র যে সেই।

৬৪। সকলেই জ্ঞাত আছেন যে, যেমন পুরাণশাস্ত্রে একটী জলপ্লাবনের ইতিহাস লেখা আছে, সেইরূপ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তকেও একটী জলপ্লাবনের বিবরণ আছে। শাস্ত্রানুসারে সত্যব্রত মনু নৌকারোহণপূর্ব্বক তাহা হইতে রক্ষা পান এবং বাইবেলমতে পয়গম্বর নুঃ সেইরূপে পরিত্রাণ পান। সম্ভবতঃ উহা একই জলপ্লাবন এবং মনু ও নুঃ একই তত্ত্ব। ভাবী প্রলয়বার্ত্তালেখক সুবিখ্যাত রেবরণ্ড জন কমিং কহেন, যে ঐ জলপ্লাবনের পূর্ব্বে এই ভূমণ্ডল যেপ্রকার ছিল তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তিনি পিটরের দ্বিতীয় গ্রন্থের তৃতীয় বচন উদ্ধৃতপূর্ব্বক লিখিয়াছেন যে, ঐ জলপ্লাবন হইতে স্বর্গ ও পৃথিবীরূপ গোলাকার অণ্ডটীমাত্র রক্ষা পাইয়াছিল। অর্থাৎ পৃথিবীর অণ্ডটী জলদ্বারা প্লাবিত হইয়াও অবশিষ্ট ছিল। পিটরের উক্ত বচনের অর্থ এই যে, পূর্ব্বভূমণ্ডল ঐ প্রলয়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হইলেও তাহা 'অগ্নির সহিত' অবশিষ্ট রহিল। অর্থাৎ পুনঃ প্রলয়কালে ঐ প্রলয়বীজরূপ শেষ-অগ্নিতে তাহা আবার দগ্ধ হইবে। এস্থলে কমিং বলেন যে, এই তাৎপর্য্য সম্প্রতিকার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান দ্বারা সপ্রমাণিত হইয়াছে। কেননা বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত-

গণ নিরূপণ করিয়াছেন যে, পৃথিবীর অভ্যন্তরে অধো অধোভাগে ক্রমেই উত্তাপের বৃদ্ধি। যদি আমরা তাহার মধ্যে অধিক দূর প্রবেশ করিতে পারিতাম, তবে বুঝিতে পারিতাম যে, এই পৃথিবীর উপরিভাগ যাহাতে আমাদের পদতলসংলগ্ন আছে তাহা কেবল এক, অথবা সার্দ্ধ একক্রোশপরিমিত বেধবিশিষ্ট কঠিন স্তর মাত্র। কিন্তু তাহার অধোদেশে এই পৃথিবীর অভ্যন্তরাংশ অতি উত্তপ্ত, অস্থির ও আবর্ত্তনশীল তবলপদার্থ-পূর্ণ। পিটরের লেখা অনুসারে ভাবি-প্রলয়েব নিমিত্তে তথা ঐ শেষ অগ্নি সঞ্চিত রহিয়াছে, কেবল সময়ে সময়ে তাহার কিয়দংশ আগ্নেয়-গিবিগহ্বব প্রভৃতি ভেদ-পূর্ব্বক নিক্রান্ত হইয়া থাকে। পিটবের উক্তিব প্রতি নির্ভব করিয়া ডাক্তার কমিং আরো লিখিয়াছেন যে, ভাবি-প্রলযকালে ঐ সঞ্চিত প্রলয়বীজাগ্নি দ্বারা স্বর্গ ও এই পৃথিবী উভয়ই ধ্বংস হইয়া যাইবে। এখানে ডাক্তার কমিং স্বর্গ শব্দে কেবল অন্তরীক্ষ বুঝিযাছেন। কিন্তু আর্য্যশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, প্রলয়কালে স্বর্গলোকও নষ্ট হইবে, কেননা তাহা বিনশ্বর কর্ম্ম-ফলভোগের প্রদেশ। তবে নৈমিত্তিক প্রলযে ব্রহ্মার ভুবন-চতুষ্টয় থাকিবেক। সে যাহা হউক, পিটরের উক্তি এই যে, “প্রলয়সময়ে স্বর্গসমূহ তুমুল শব্দসহকারে নষ্ট হইবে, পঞ্চভূত-গণ ভয়ানক অগ্নিতেজে গলিয়া যাইবে, এবং পৃথিবী স্বীয় বক্ষঃস্থিত (সমস্ত মহামহা মন্দির ও অভ্রভেদী হর্ম্ম্য প্রভৃতি) কীর্ত্তিকলাপের সহিত দগ্ধ হইয়া যাইবে।” (২।৩।১০) এস্থলে স্মবণে রাখা উচিত যে, পিটর এই প্রলয়টির যে লক্ষণ কহিলেন তাহা প্রায়ই শাস্ত্রোক্ত নৈমিত্তিক প্রলয়ের লক্ষণের ন্যায়। এবং ভূগর্ত্তসঞ্চিত প্রাগুক্ত অগ্নিটি অবিকল শাস্ত্রোক্ত সঙ্কর্ষণাগ্নি। তাহাই আসপ্ত-পাতাল স্বর্গের সহিত পৃথ্বীমণ্ডলকে প্রলয়কালে দগ্ধ করিয়া থাকে এবং আগ্নেয়গিরি প্রভৃতি ভেদপূর্ব্বক কখন কখন অল্প মাত্রায়

নির্গত হয়। আর্য্যশাস্ত্রে ভুমিকম্পের হেতুস্বরূপ যাহাকে সঙ্কর্ষণের জৃম্ভন বলিয়া গ্রহণ করেন, তাহা বিজ্ঞানশাস্ত্রানুসারে ভূগর্ভস্থ অগ্নিরই অংশ।

৬৫। ডাক্তার কমিং আরো লেখেন যে, ইহা অতি বিস্ময়-জনক যে, বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণকর্তৃক অগ্নি, পৃথিবীর উর্ব্বরা-শক্তি বৃদ্ধির একটী কারণরূপে স্থিরীকৃত হইয়াছে। এদিকে বাই-বেল অনুসারেও অগ্নিসংস্কারসূত্রেই প্রলয়ের পর নববিধ স্বর্গ ও পৃথিবী পুনরুদিত হইবে। তখন তাহাতে জ্ঞানধর্ম্ম নবতর বীর্য্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে। ঐ ভয়ানক অগ্নি-প্রলয় এই ভূমণ্ডলকে পুনরায় স্বর্গতুল্য এবং অধিকতর উর্ব্বরা করিবে। এস্থলে কমিং কহেন যে, বাইবেলের এই উক্তি বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের সহ এক। কিন্তু আমরা পূর্ব্বাধ্যায়ে সঙ্কর্ষণের যে শাস্ত্রসিদ্ধ হলধরমূর্ত্তিটী চিত্র করিয়াছি এইস্থলে তাহা ধ্যান করিয়া দেখ, বোধ হয় সে ঐক্য আরো বিস্ময়জনক বোধ হইবে। এস্থলে বক্তব্য এই যে, উপরি উক্ত সিদ্ধান্ত যদি সঙ্গত হয়, তবে বাইবেল ও বিজ্ঞান উভয় মতেই প্রলয়ান্তে পুনঃ সৃষ্টি আছে। আর্য্য-শাস্ত্রে সৃষ্টির প্রলয় প্রলয়ান্তর-ব্যাপী প্রবাহরূপ নিত্যত্ব বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। তাহা বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, দর্শন, তন্ত্র প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেরই সিদ্ধান্ত।

৬৬। আমরা পূর্ব্বাধ্যায়ে প্রলয়পয়োধি ও তাহাতে নারায়ণের শয়নের কথা বলিয়াছি। এই উভয় তত্ত্বের মধ্যে প্রলয়-পয়োধিটি বাইবেল ও বিজ্ঞানে স্বীকৃত হয়। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা কহেন যে, ভূতলস্থ জল, প্রলয়কালীন ভূগর্ভস্থ বর্দ্ধনশীল অগ্নির উত্তাপে বাষ্পাকার হইয়া পরে ধরণীকে প্লাবিত করিয়াছিল। সেই জলে নারায়ণের শয়ন যেমন আমাদের শাস্ত্রে আছে সেইরূপ বাইবেলেও আছে। বাইবেলে আছে পূর্ব্ব-মহাপ্রলয়াবসানে সৃষ্ট্যা-রম্ভসময়ে এই ভূমণ্ডল আকৃতিবিহীন, পদার্থবিহীন জলময় ও

অন্ধকারময় ছিল। সাগরবক্ষে ঘোরতর অন্ধকার বিরাজমান ছিল এবং ঈশ্বরের প্রাণ (আমাদের হিরণ্যগর্ভরূপী নারায়ণ) সেই সাগর-বক্ষে ভাসমান্ ছিলেন। তিনি কহিলেন আলোক হউক, তখনি আলোক হইল। তিনি অন্ধকার ও আলোককে বিভাগক্রমে রাত্রি ও দিবা কহিলেন। তাহার পর তিনি আকাশ হইতে জলকে বিভাগ ও জল হইতে মৃত্তিকাকে স্বতন্ত্র করিলেন। এসমস্ত কথাই আমাদের শাস্ত্রের সঙ্গে মিলিতেছে। বেদে আছে, 'ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ সমুদ্রাদর্ণবাদধি সম্বৎসরোঽজায়ত। অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়দ্দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ।' পূর্ব্ব মহাপ্রলয়সময়ে একমাত্র পরমাত্মা ছিলেন। তৎকালে কেবল অন্ধকার জন্মিয়াছিল। পরে সৃষ্টি-আরম্ভসময়ে অদৃষ্টবলে (ইহার অর্থ পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে আছে) সমুদ্র উৎপন্ন হইল ('মহদহঙ্কারতন্মাত্রক্রমেণ' মনু কুল্লুক ১।৮। অর্থাৎ একেবারেই সমুদ্র হয় নাই, কিন্তু মহদাদি ক্রমে হইল।) সেই জলে তাহার অধিষ্ঠাতৃরূপ সৃষ্টিকর্ত্তা ধাতা বিরাজমান্ হইলেন। তিনি সূর্য্য চন্দ্র সৃষ্টি করিয়া সম্বৎসর কল্পনা করিলেন।• পূর্ব্বকল্পের অনুরূপে তিনি এই সমস্ত এবং ক্রমে মহর্লোকাদি ব্রহ্মভুবন, দেব ও পিতৃস্বর্গ, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী উৎপন্ন করিলেন। চিন্তাশীল পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, শাস্ত্রের এই সৃষ্টিপ্রণালীটী শুদ্ধ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তকের সৃষ্টিবিবরণের• সহিত মিলিতেছে এমত নহে, কিন্তু তাহা হইতে কত সম্পূর্ণ ও বিশুদ্ধ।

৬৭। পূর্ব্বাধ্যায়ে আরো উক্ত হইয়াছে যে, সঙ্কর্ষণাগ্নি সর্প-রূপী, নীল-বাসা, মদোৎসিক্ত, সুরাদেবীর নায়ক, এবং প্রলোভনের দেবতা। অধিক ব্যাখ্যায় গ্রন্থ বৃদ্ধি হইবে এই ভয়ে সংক্ষেপে কহিতেছি যে, এভাবে ঐ অগ্নিটী খ্রীষ্টান ও যবনদিগের সয়তানের

মূর্ত্তি। ঐ মূর্ত্তিটী নীলবর্ণ নরকাগ্নি ও প্রলোভনাদির অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা। ইহা সঙ্কর্ষণের লাক্ষণিক অর্থাৎ আধ্যাত্মিক অর্থমাত্র। ইহার সহিত বিজ্ঞানের কোন সম্বন্ধ নাই।

দশম অধ্যায়।

ভারতীয় ও বৈদেশিক সূক্ষ্ম তত্ত্ব।

৬৮। আমাদের আর্য্যশাস্ত্রে আছে 'অজ্ঞানোপহিত চৈতন্যাদাকাশঃ আকাশাদ্বায়ুর্ব্বায়োরগ্নিরগ্নেরাপঃ অদ্ভ্যঃ পৃথিবীচোৎপদ্যতে।' প্রকৃতিতে উপহিত পরমেশ্বর হইতে প্রথমতঃ সূক্ষ্ম-আকাশ, সূক্ষ্মাকাশ হইতে সূক্ষ্ম বায়ু, সূক্ষ্ম বায়ু হইতে সূক্ষ্ম তেজ, সূক্ষ্ম তেজ হইতে সূক্ষ্ম জল, সূক্ষ্ম জল হইতে সূক্ষ্ম ক্ষিতি উৎপন্ন হইল। 'ইমান্যেব সূক্ষ্মভুতানি তন্মাত্রান্যপঞ্চীকৃতানিচোচ্যন্তে। এতেভ্যঃ সূক্ষ্মশরীরানি, স্থূলভূতানিচ উৎপদ্যন্তে।' এই অবস্থার আকাশাদি পঞ্চভূতকে সূক্ষ্মভূত, মহাভূত, পঞ্চতন্মাত্র (ন্যায়মতে পরমাণু) এবং অপঞ্চীকৃত (অস্থূল, অব্যবহার্য্য,) কহে। মানবের সূক্ষ্মদেহ ঐ সকল সূক্ষ্ম-ভৌতিক উপাদানে বিরচিত। অপব সেই সকল সূক্ষ্মভূতই পঞ্চীকৃত (অর্থাৎ পরস্পরমিলিত ও স্থূলত্বপ্রাপ্ত) হইয়া ব্যবহারোপযোগী স্থূল পঞ্চভূতরূপে ক্রমে পবিণত হয়। 'যথাক্রমং কাবণতামেকৈকস্যোপযান্তিবৈ।' ঐ আকাশাদি ভূতগণ ক্রমপূর্ব্বক অর্থাৎ প্রথম ভূত দ্বিতীয় ভূতের, দ্বিতীয় ভূত তৃতীয় ভূতের, তৃতীয় ভূত চতুর্থ ভূতের, চতুর্থ ভূত পঞ্চম ভূতের কাবণতা লাভ করে। পরপর ভূতগণ স্ব স্ব অসাধারণ গুণের অতিরিক্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব জনক ভূতের গুণ প্রাপ্ত হয়। এতাবন্মাত্র ঋষির উপদেশ। ইহাতে কোন বাক্যাড়ম্বর নাই। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ যদি এই কয়েকটী তত্ত্ব বিজ্ঞাপন করিতেন, তাহা হইলে ব্রহ্মাণ্ডের বিদ্যুতীয়-শক্তি, চৌম্বকাকর্ষণ, রাসায়নিক তত্ত্ব, মাধ্যাকর্ষণ,

প্রভৃতির সঙ্কলন ব্যবকলনপূর্ব্বক বহুবাগাড়ম্বরসহকারে বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থ লিখিয়া ফেলিতেন।

৬৯। ফলতঃ সৃষ্টি, প্রলয়, এবং ভূগর্ত্তস্থ অগ্নিসম্বন্ধে ভারতীয় শাস্ত্রে যেরূপ বিবরণ আছে, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিলে, তাহার মধ্য হইতে বিস্তর আধুনিক বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব অবগত হওয়া যাইতে পারে। শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, এই সৃষ্টি আদিতে ব্রহ্মশক্তিতে বিলীন ছিল। কেননা তাহাই মূলশক্তি। যাহা মূলশক্তি তাহাই মূল কারণ। সেই শক্তি হইতে সূক্ষ্মআকাশ, সূক্ষ্মআকাশের মধ্য হইতে সূক্ষ্মবায়ু, সূক্ষ্মবায়ুর মধ্য হইতে সূক্ষ্মতেজ, সূক্ষ্মতেজের মধ্য হইতে সূক্ষ্মজল, সূক্ষ্মজলের মধ্য হইতে সূক্ষ্মমৃত্তিকা উৎপন্ন হইল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রত্যেক তত্ত্বের মধ্যে পর পর সমুদয় তত্ত্ব অবচ্ছিন্ন ছিল। এই সূক্ষ্মভূতগুলিকে তন্মাত্র কহে। তন্মাত্র সকল কেবল পঞ্চভূতের অনুমানসিদ্ধ সূক্ষ্ম অবয়ব। তাহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে। স্থূল চক্ষু যেমন ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পদার্থ, চক্ষুর দর্শনশক্তিটি সেরূপ নহে। তাহাকে কেহ দেখিতে পায় না। তথাপি তাহা আছে ইহা সকলেই মানেন। সুতরাং তাহা অনুমানসিদ্ধ হইল। পরমাণু অর্থাৎ তন্মাত্র সকল ঐরূপ অনুমানসিদ্ধ। জ্যোতি-পদার্থটী স্থূল হইলেই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয়, কিন্তু সেই স্থূল জ্যোতির বীজরূপী তৈজস-শক্তি যাহা সর্ব্বপদার্থে আগ্নেয় ধাতু-রূপে প্রবিষ্ট হইয়া আছে, যাহাকে দেখা যায় না, অথচ যাহা উপযুক্ত আশ্রয়রূপ ও উত্তর-সাধকরূপ উপাধি লাভ করিবামাত্রে ব্যক্ত হয়, তাহাকে রূপতন্মাত্র বা তৈজস-পরমাণু বলে। তাহার সেরূপ সূক্ষ্ম সত্তা কেবল অনুমানসিদ্ধ। প্রত্যেক জাতীয় তন্মাত্রই এইরূপ অতিসূক্ষ্ম ভূতপদার্থ। প্রকৃতপ্রস্তাবে তৎসমূহ ভৌতিক-শক্তির আদিম বিশুদ্ধ অবয়ব। তাহাই জগদুৎপত্তির পক্ষে সূক্ষ্ম উপাদানস্বরূপ।

৭০। প্রাকৃতিক প্রলয়ের অন্তে যখন প্রথম সৃষ্টি হয় তখন ঐ সকল উপাদানে জীবের সূক্ষ্মদেহ বিরচিত হইয়া থাকে। ঐ সকল তন্মাত্র, সৃষ্টিকরণোন্মুখী ঐশি-শক্তিস্বরূপিণী প্রকৃতিরই স্ফুরণমাত্র। তৎসমূহ জীবের অনাদি ভোগ-শক্তি ও তদীয় উত্তর-সাধকরূপ ভোগ্যপদার্থীয়-শক্তির ধর্ম্মবিশিষ্ট। জীবের ভোক্তৃত্ব-শক্তি ও বাহ্যসৃষ্টির ভোগদানের শক্তি এ উভয় শক্তিই মূলে প্রকৃতি-রূপী। সূক্ষ্মতত্ত্বের প্রকটনকালে সেই প্রকৃতি ভোক্তৃমাত্রা ও ভোগ্যমাত্রায় বিভক্ত হইয়া পড়েন। উহার মধ্যে এক ভাগ জীবরূপ প্রার্থীর ধর্ম্মকে রচনা করে, অন্য ভাগ সেই প্রার্থনা পূর-ণার্থ ভোগ্য পদার্থকে বিন্যাস করিয়া থাকে। রসতন্মাত্ররূপ শক্তি, জীবের রসনেন্দ্রিয়কে রচনা করে, পক্ষান্তরে তাহারই দ্বিতীয় মূর্ত্তি জলীয়পরমাণু সেই রসনাকে চরিতার্থ করিবার জন্য জলরূপে পরিণত হয়। এইরূপে সমস্তই তন্মাত্র-শক্তির কার্য্য। সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ তাহাদেরই রচনা। মন, তাহাদের সমষ্টি সাত্ত্বিক-শক্তি হইতে উৎপন্ন হইয়া কূর্ম্মের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধারণের ন্যায় ঐ সকল সূক্ষ্ম অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে আপনার মধ্যেই ধারণ করিয়া রহিয়াছে। যে সকল ইচ্ছাসূত্রে মন স্বীয় সূক্ষ্মদেহকে পরিচালন করে তাহা প্রকৃতিরই সূক্ষ্মদেহনির্ব্বাহক শক্তিমাত্র। এই সমস্ত ব্যাপার কেবল অনুমানসিদ্ধ। মন, ইন্দ্রিয়, এবং ভোগ্যদ্রব্যের সূক্ষ্মশক্তি এসকল কিছুই ইন্দ্রিয়গোচর নহে।

৭১। সম্প্রতি অনেকগুলি পাশ্চাত্য গ্রন্থে আর্য্য-শাস্ত্রীয় ঐ সকল প্রাচীন সিদ্ধান্তের বিস্তর আভাস পাওয়া যাইতেছে। ইউরোপীয় ও মারকিন পণ্ডিতগণ ঐ সমস্ত সিদ্ধান্ত ভারতীয় শাস্ত্র হইতে গ্রহণ করিয়াছেন কি না, এস্থলে আমরা সে বিচার করিব না। পক্ষান্তরে তদ্দ্বারা ভারতীয়-শাস্ত্রের প্রাচীন-সমীচিনতা

বিন্দুমাত্র আহত বা পুষ্ট হইয়াছে এমনও মনে করা উচিত নহে। প্রাগুক্ত শাস্ত্রীয় সুক্ষ্ম-সৃষ্টিতত্ত্ব ও প্রলযতত্ত্বের সহিত যে সকল পাশ্চাত্য সিদ্ধান্তের ঐক্য বোধ হইতেছে আমরা নব্যগণের বোধ-সুলভার্থে বক্ষ্যমান কতিপয় পঙ্‌ক্তিতে তাহা দেখাইয়া স্থূল জগতের বিবরণে প্রবৃত্ত হইব।

৭২। আমবা ইতিপূর্ব্বে জানিতাম যে, জর্ম্মন্ দেশে দর্শন-বিৎ কাণ্টেব সময হইতে ক্রমেই নানা সম্প্রদাযের মধ্যে 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' এই ভারতীয তত্ত্বটী প্রচার হইয়া পড়িতেছে। নবেলিস্ বলেন যে, জর্ম্মণীয সমস্ত বাদীগণের মধ্যে ঐ মত সংক্রমিত হইয়াছে। তাঁহারা সকলেই এই মূলতত্ত্ব গ্রহণ কবিযাছেন যে, ভৌতিক পদার্থ ধ্রুব সত্য নহে। বিসপ বাবকেলী সম্ভবতঃ স্বীয় ধর্ম্মমতের মধ্যে উহা গ্রহণ কবিযাছেন এবং ফাদাব বস্‌কোবিক্ গণিত তত্ত্বেব মধ্যেও ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হইযাছেন। নবেলিস্ আবো লেখেন যে ভূমণ্ডলের সীমান্তভাগে ভারতবর্ষে তথাকাব ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতসমাজে অতি প্রাচীনকাল হইতে ঐ প্রকাবেব মত প্রচলিত আছে। অধিকন্তু অধ্যাপক ষ্টুয়ার্টও কহিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি স্বীয় জীবনকালের মধ্যে কোন সমযে 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা', এই মতটী গ্রহণ না কবিতে পারিয়াছে, সে, দর্শনশাস্ত্রে কোন ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারে নাই। নবেলিস্ কহেন যে, যাঁহাবা ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা বলেন, তাঁহাদের মতে বাহ্যজগৎ না আছে এমন নহে, কিন্তু তাহা স্বযং সিদ্ধ নহে। তাহা কেবল ব্রহ্মশক্তিব আবির্ভাবমাত্র। এস্থলে আমাদেব বক্তব্য এই যে. এই মতটী বৈদান্তিক মতেব সহিত সম্পূর্ণ এক। কিন্তু বেদান্তের মূল তাৎপর্য্য এই যে, এই সৃষ্টি, প্রবাহরূপে নিত্য। প্রবাহের মধ্যগত অসংখ্য জীবের প্রাচীন-কর্ম্ম-নিমিত্ত মায়া বা অজ্ঞান ব্রহ্মশক্তির অন্তর্গত। সেই কর্ম্ম জন্য অজ্ঞান বা মায়া,

বাসনা-বীজরূপী। তাহাই ভোগ-কর্ত্তৃত্ব ও ভোগ্য পদার্থের অন্তর্ভাগ। সৃষ্টিকালে তাহা হইতে ভোগকারী মন ও ভোগ্য-ভৌতিক পদার্থ আবির্ভূত হয়। মনই ইন্দ্রিয়গণের গর্ভক্ষেত্র। তাহা তখন জীবাত্মাকে আশ্রয় করে। জীবাত্মা তাহাতে অধ্যস্ত হন, আর ভোগ্যরূপ সৃষ্টি, সেই ইন্দ্রিয় মনোবিশিষ্ট জীবের সন্নিধানে স্বীয় মহিমা ও প্রলোভন, সৌন্দর্য্য ও ভোগ্যশক্তি প্রকাশ করে। এতাবতা মন ও ভৌতিক পদার্থ সেই অজ্ঞান ও মায়ারূপী ব্রহ্মশক্তির আবির্ভাব মাত্র। তাহারা সত্য নহে; কেননা ব্রহ্ম-জ্ঞানের উদয়মাত্রে রজ্জুতে আবির্ভূত ভ্রম সর্পের ন্যায় তিরোহিত হইয়া যায়। এই সিদ্ধান্ত ভারতীয় সমস্ত জ্ঞানী ঋষিগণ প্রকাশ করিয়াছেন। বেদার্থপ্রতিপাদক পুরাণশাস্ত্রে অর্থাৎ বেদান্ত ও সাংখ্যের মিলনক্ষেত্রে, উহা শোভা পাইতেছে।

৭৩। সম্প্রতিকার কয়েকখানি পাশ্চাত্য গ্রন্থেও ঐরূপ সিদ্ধান্ত দৃষ্ট হইতেছে। অধ্যাপক টিণ্ডল বলেন যে, ভৌতিক পদার্থমাত্রেই শক্তির বিকার। শক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে পদার্থ কিছুই নহে। টিণ্ডল হয়তঃ ঐ শক্তিটিকে সাংখ্যের প্রধানের ন্যায় অন্ধ-শক্তি কহেন। কিন্তু ধর্ম্মবাদিরা উহাকে ঈশ্বরের শক্তি কহিয়া থাকেন। এণ্ড্রু জ্যাক্সন ডেবিস কহেন যে, ভৌতিক পদার্থসমূহ অতিসূক্ষ্ম আকাশবৎ চিরস্থায়ী ভৌতিক তত্ত্বের বিকার মাত্র। বিজ্ঞানশাস্ত্র প্রতিপন্ন করিতেছে যে, ভৌতিক জগৎ কেবল সূক্ষ্মতত্ত্বের স্থূল পরিণাম। উহা প্রকৃত প্রস্তাবে অন্য কিছুই নহে কিন্তু এক পরিপূর্ণ অনন্তশক্তিমান্ পুরুষের মূর্ত্তিমাত্র। তুমি যাহা দেখ বা স্পর্শ কর, তাহা কেবল ছায়া মাত্র, বাহ্য আকৃতিমাত্র। তোমার ইন্দ্রিয়গণের নিকটে তাহা সত্য বটে। কিন্তু সত্য কি? উত্তর, সত্য আবির্ভাবমাত্র। ডেবিস আরো কহেন যে, এইক্ষণে এই পৃথিবী ও গ্রহতারাগণ

যেরূপ কঠিন-পৃষ্ঠ, ইন্দ্রিয়গোচর স্থূলপদার্থ হইয়া আছে, পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। বিজ্ঞানশাস্ত্রে প্রমাণ করিতেছে যে, অতি পূর্ব্বে এই সকল লোকমণ্ডল এপ্রকার সুসূক্ষ্ম আকাশবৎ অবস্থায় ছিল যে, তাহাতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণ সকল অভিব্যক্ত হয নাই। তখন কোন আকৃতি বা দেহ প্রকাশ পায নাই। সে সমস্ত সেই সূক্ষ্ম আকাশবৎ অবস্থা হইতে ক্রমে ঘনীভূতরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। অপব, এই ব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষ্মতম বিভাগে এক সুসূক্ষ্ম অন্তরতম-প্রকৃতি বিবাজমান্ আছে। এই ভূলোক ও গ্রহতারাগন সেই শক্তিরই স্থূল আবির্ভাব। তাঁহাদেব গতি-পবিক্রমও সেই শক্তি-রই কার্য্য। উক্ত মহাত্মা, স্পাইনোজাব এই উক্তি উদ্ধৃত করিয়া-ছেন যে, একমাত্র ব্রহ্মই সদ্বস্তু। আর সমুদয পদার্থ তাঁহারই আবির্ভাব। তিনি আবো লেখেন যে, ডাক্তার জুল অগ্নিকে শক্তি-বই আবির্ভাবমাত্র বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। এতাবতা ডেবিস কহেন যে, ভৌতিক পদার্থেব ভৌতিকত্ব সম্পূর্ণরূপে উড়িযা যাই-তেছে। কেবলমাত্র ব্রহ্মশক্তি অবশিষ্ট থাকিতেছে। এস্থলে আমাদেব একমাত্র বক্তব্য যে, এ সকল পাশ্চাত্য সিদ্ধান্ত ভারতীয় শাস্ত্রেব সিদ্ধান্তেব তুল্য। ডেবিসের উক্ত যে আকাশবৎ চিরস্থাযী সূক্ষ্ম ভৌতিক-শক্তির উল্লেখ ইতিপূর্ব্বে করা গিযাছে তাহা আমাদের 'পঞ্চতন্মাত্র' এবং 'পবমাণু' স্থানীয।

৭৪। ডেবিস আবো বলেন যে, মানবদেহ কেবল একটা আভ্যন্তরিক কারণের বিকার। আমাদের ভারতীয শাস্ত্রানুসারে মনই সেই কারণ। মনেব দেহ-প্রকটনশক্তি প্রসিদ্ধই আছে। যেমন স্বপ্নে, সেইরূপ জন্মে জন্মে পারে। বাসনাই হেতু, ঘটনা সকল ভোগ্যমাত্র। ডেবিস কহেন, এই জগতের দুই উপাদান। উভয়ই নিত্য। বস্তুতঃ উভযে এক, কিন্তু নিত্যকাল ধরিযা কার্য্য ও কারণ-ক্ষেত্র সম্বন্ধে দুই। উহার একটি মন, অন্যটি ভৌতিক

পদার্থ। উভয়ে যোগবদ্ধ। উহারা উভয়ে একই ব্রহ্মশক্তিমাত্র। কেবল তাহাদের আবির্ভাব দ্বিবিধ। এতাবতা মনও একেবারে অভৌতিক নহে, এবং ভৌতিক পদার্থও মূলতঃ স্থূল নহে। তাৎপর্য্য এই যে, উভয়ে এক মূলশক্তির আবির্ভাব। সেই মূলশক্তি অদৃশ্য। ডেবিসের এই কয়েকটি কথায় আর্য্যশাস্ত্রেরই অভিপ্রায় প্রকাশ পাইতেছে। কেননা শাস্ত্রে কহেন যে, অনাদি কাম-কর্ম্ম বীজস্বরূপিণী মায়া, যাহা ঈশ্বরের সৃষ্টি শক্তি, তাহা হইতে অনাদি কর্ম্মসূত্রে জীবের নিমিত্তে মন-ইন্দ্রিয়াদি ভোগকর্ত্তৃত্ব এবং সৃষ্টিরূপ ভোগ্যবস্তু উভয়েই আবির্ভূত হয়। অতএব একমাত্র ঐশি শক্তিই ভোক্তৃমাত্রারূপ মন ও ভোগ্যমাত্রারূপ ভৌতিক-পদার্থের আবির্ভাব-বীজ। সৃষ্টিকালে মন ও ভোগ্য পৃথক্ পৃথক্; কিন্তু মহা প্রলয়ে তদুভয়ই এক ঐশি শক্তি। যাহারা পাশ্চাত্য গ্রন্থ সকল পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহারা যদি একটু ধীর হইয়া ভারত-সেবিত পবিত্র বুদ্ধিযোগপূর্ব্বক শাস্ত্র পাঠ করেন তবে কিছুদিনের মধ্যে তাঁহাদের নিশ্চয় বোধ হইবে যে, পাশ্চাত্য দর্শন সকল কেবল খদ্যোত-তুল্য, কিন্তু শাস্ত্র মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডসদৃশ।

আমরা সূক্ষ্মতত্ত্বস্বরূপ পঞ্চতন্মাত্র ও ইন্দ্রিয়শক্তিযুক্ত মনের বিষয়ে বলিলাম। এক্ষণে ঐ পঞ্চতন্মাত্রনামক সূক্ষ্ম ভৌতিক পরমাণুগণ পঞ্চীকৃত বা সমবেত হইয়া কিরূপে একদিকে জীবদেহ এবং অন্যদিকে ব্যবহারিক স্থূল জগদুৎপন্ন করে এবং সে সম্বন্ধে ভারতের মতের সহিত অন্য কোন মতের ঐক্য আছে কি না, তাহা বলিব।

একাদশ অধ্যায়।

ভারতীয় ও বৈদেশিক স্থূল তত্ত্ব।

৭৫। পূর্ব্বাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, 'এতেভ্যঃ স্থূলভূতানিচ উৎপদ্যন্তে'। সূক্ষ্ম ভূতগণ যেমন মনাদি সূক্ষ্মদেহের হেতু, সেইরূপ তাহা স্থূল ভূতগণকেও উৎপন্ন করিয়াছে। সূক্ষ্ম ভূতগণ ইন্দ্রিয-গ্রাহ্য নহে, অব্যবহার্য্য, এবং প্রত্যেক ভূতেব 'মাত্রা' অর্থাৎ সূক্ষ্মতম বীজরূপী তাহা শাস্ত্রেব সিদ্ধান্ত। ডেবিস অবিকল সেইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। কেননা তিনি কহেন যে, জগতের সূক্ষ্মাবস্থাতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণ সকল অভিব্যক্ত হয় নাই। ইহা পূর্ব্বাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। শাস্ত্রেও স্পষ্টই আছে 'তদানীমাকাশে শব্দোঽভিব্যজ্যতে, বায়ৌ শব্দস্পর্শৌ, অগ্নৌ শব্দস্পর্শরূপাণি, অপ্সু শব্দস্পর্শরূপরসাঃ, পৃথিব্যাং শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাশ্চ।' ইহার সংক্ষেপ তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বে সূক্ষ্মভূতগণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ছিল না। ক্রমে তাহারা সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণের সহিত সুব্যক্ত হইল। তাহারই সঙ্গে সঙ্গে দেহ, আকৃতি, অন্নপান, এবং বসতির জন্য লোকমণ্ডল সকল তদীয় উপাদানে বিরচিত হইয়া উঠিল। 'এতেভ্যঃ * * * ব্রহ্মাণ্ডস্য তদন্তর্গত * * স্থূলশরীরাণাং অন্নপানাদীনাঞ্চ উৎপত্তির্ভবতি।' স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, ব্যবহার্য্য, সুব্যক্ত, পঞ্চীকৃত ভূতগণ অভিব্যক্ত হইলে পর তাহারা ক্রমে সৌরজগৎ-প্রভৃতি ব্রহ্মাণ্ড, তদন্তর্গত মনুষ্যাদি জীবগণের স্থূলদেহ, এবং তাহাদের ভোগ্য অন্নপানরূপে পরিণত হইল।

৭৬। ইতিপূর্ব্বে 'তদানীমাকাশে' প্রভৃতি যে বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত-বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা প্রমাণ করিতেছে যে, এই

স্থূলদৃশ্য কঠিনপৃষ্ঠ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভূরাদি সপ্তলোক উদয় হওয়ার পূর্ব্বে, তাহা শব্দেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য আকাশমাত্র ছিল। পরে তাহা শব্দ ও স্পর্শেন্দ্রিযের গ্রাহ্য বায়বীয় পদার্থরূপে ছিল। তাহার পব তাহা শব্দ স্পর্শ ও দর্শনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য অগ্নিময় ভয়ানক পদার্থ ছিল। তাহার পশ্চাৎ উহা শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রসনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য জলবৎ তরল পদার্থ ছিল। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল একাকার হইয়া এক মিশ্রপদার্থরূপে অবস্থিত ছিল। তাহার জলভাগের মধ্যে পৃথিবীজ অব্যক্ত ছিল। কালেতে তাহা হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পঞ্চেন্দ্রিযেব গ্রাহ্য গুণগ্রামের সহিত অণ্ড অভিব্যক্ত হইল। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, ইহারা মৃত্তিকা অপেক্ষা অধিক তেজোময়, বীর্য্যবান, ব্যাপক। যখন এই ব্রহ্মাণ্ড তাহাদের মিশ্রিত ব্যাপারাবচ্ছিন্ন ছিল, তখন সমস্ত সৃষ্টি, সেই সমস্ত ব্যাপক তেজো-ধাতুর সহিত এক বৃহৎ সূর্য্যরূপে জীবন্ত ছিল। এই কারণে ঐ অণ্ডটী মনু প্রভৃতি শাস্ত্রে সহস্র সূর্য্যেব প্রভাতুল্য হিরণ্যবর্ণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। সুর্য্যাদি সমস্ত লোকমণ্ডল সেই অণ্ডেরই অংশ। সেই আদি সৌর-অণ্ডেব সূক্ষ্মজ্যোতিঃ প্রভৃতি ধাতু ঊর্দ্ধদেশে ব্রহ্ম-লোকাদি গঠন করিল এবং নিম্নে স্বর্লোক ও পৃথিবী উৎপন্ন করিল। সমস্ত স্বর্লোক সূর্য্য চন্দ্র তারাগণে খচিত হইল। ব্রহ্ম-ভুবনচতুষ্টয়ে সূক্ষ্ম তেজ ও বীর্য্য বিবাজিত থাকিল। নিম্নস্থ লোক সকল স্থূলধাতুপ্রধান হইল। (ছাঃ ৩ প্রপাঃ ১৯ অঃ) এই সমস্ত স্থূলমণ্ডলে ক্রমে ক্রমে তেজোভাগ হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। তাহাতেই তাহারা মৃত বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। "মৃত" অর্থাৎ শীতল, ঘনীভূত, স্থির, ব্যাপ্য (ব্যাপক নহে,) এবং অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ। সেই প্রথম সহস্র সূর্য্যোপম অণ্ডের তুলনায় অথবা তাহার সুসূক্ষ্ম উৎকৃষ্ট মূর্ত্তিস্বরূপ ব্রহ্মলোকের সম্বন্ধে আমাদের সূর্য্যও মৃত। যিনি আমাদের সূর্য্য, তিনি সৌর জগতের তেজ, বীর্য্য, আকর্ষণের

কর্ত্তা হইলেও আদি অবস্থা অপেক্ষা তাঁহার অগ্নিত্ব অনেক হ্রাস হইয়াছে। সমগ্র স্বর্গলোকে এবং এই ভূলোকে যত তেজ ও বীর্য্য আছে, যত সমবাস্ত্র আছে, যত ধাতুপদার্থ আছে সে সমুদয়ই সূর্য্যতেজসম্ভূত। জগতেব স্থষ্টি অবধি সূর্য্যতেজ নানা পদার্থে পীত ও পরিণত হওযায় ক্রমে তাঁহার অগ্নিত্ব বিস্তর পরিমাণে হ্রাসাবস্থ হইযাছে। এ বিষয়ে (বিঃ পুঃ ৩।২।৯ প্রভৃতি)। এই রূপক আছে যে, বিশ্বকর্ম্মা সূর্য্য-তেজের সাত ভাগ চাঁচিয়া লইয়াছিলেন। তদ্দাবা বিষ্ণুব চক্র, রুদ্রের ত্রিশূল, কুবেবেব শিবিকা এবং অন্যান্য নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ করিযাছিলেন। এক্ষণে সূর্য্যের কেবল অষ্টমাংশ তেজমাত্র অবশিষ্ট আছে। এইরূপে সূর্য্যতেজের ন্যূনতা হওযায ঋষিবা তাঁহাকে "মৃত অণ্ড" বলিয়াছেন (ভাঃ ৫।২০।৩৫)। মৃত অণ্ড বলিযা শাস্ত্রে তিনি "মার্ত্তণ্ড" নামে অভিহিত হযেন। যখন সূর্য্যই "মার্ত্তণ্ড" হইলেন তখন পৃথিবীরতো কথাই নাই। ইহা একেবাবে শীতল নির্ব্বাপিত ও মৃত বিধায "মৃত্তিকা" নামে কথিত হইযাছে। আমবা অণ্ডকটাহের বিবরণে ভূবাদি সপ্তলোকেব এবং তাহার পর পাতালাধ্যায়ে সপ্ত পাতালের বিস্তাবিত শাস্ত্রীয তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছি; এজন্য এস্থলে ক্ষান্ত হইলাম।

এক্ষণে ইহার জলময তরল অবস্থা, অগ্নিময দীপ্তিমানবস্থা, এবং অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মতর বাযবীয অবস্থা সকল সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান কি বলেন আমবা তাহারই কিঞ্চিৎ নিবেদন কবিব। তাহার সহিত পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রীয় মতের সহিত তুলনা করিলেই সুধীর পাঠক আশ্চর্য্য ঐক্য সকল অনুভব করিতে পাবিবেন এবং শুদ্ধ তাহাও নহে কিন্তু অনাযাসে বুঝিতে পাবিবেন যে, ভারতীয সিদ্ধান্তের শৃঙ্খলা, পাবিপাট্য, ও যৌক্তিকতা কত গভীর অথচ কেমন সারগর্ভ ও সংক্ষিপ্ত।

৭৭। সম্প্রতিকার প্রেততত্ত্ববাদী অলনকার্ডিক স্বীয় পুনর্জ্জন্ম-বিষয়ক গ্রন্থে একটী প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন যথা, "যে সকল জীবগণ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিযাছে তাহাবা কোথা হইতে আগমন করিয়াছে"? এই প্রশ্নের তিনি আপনি এই উত্তব লিখিয়াছেন, যথা—এই সকল জীবের বীজ পৃথিবীতে অর্থাৎ মৃত্তিকাবচ্ছিন্ন ছিল। তাহাবা উপযুক্ত সময়ে প্রকটিত হইবাব জন্য তথা অবস্থিতি করিতেছিল। এই সকল জীব-বীজ বৃক্ষ-বীজ-সমূহের অভিব্যক্ত নিমিত্ত ঋতুকাল অপেক্ষা করার ন্যায়, মৃত্তিকাগর্ব্ভে নিরুদ্ধবৃত্তিতে আবদ্ধ ছিল। তাহাবা যথা ঋতুকালে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিযাছে। পৃথিবী উৎপন্ন হওয়ার পূর্ব্বে তাহারা তদীয় তরল প্রাগবস্থাব মধ্যে অবচ্ছিন্ন ছিল। তথা হইতে পৃথিবীর ক্রমপবিণতিব সঙ্গে সঙ্গে আসিযা পৃথিবীতে স্থূল কলেবর পাইয়াছে। এসম্বন্ধে শাস্ত্রেব যে উপাদেয় সিদ্ধান্ত আমরা এস্থলে তাহার কিঞ্চিৎ বলিতেছি।

৭৮। শাস্ত্রানুসারে জীবেব তিন ভাগ। স্বযং জীবাত্মা, তাঁহার সূক্ষ্মদেহ এবং সেই সূক্ষ্মদেহেব বাহ্যমূর্ত্তি স্থূলদেহ। জীবাত্মা স্বয়ং নির্ম্মল পদার্থ। সুতরাং আপনাব নির্ম্মল অন্তবাত্মাকে তিনি সর্ব্বদাই আশ্রয করিযা থাকেন। ছান্দোগ্যোপনিষদে "স্বপিতি" শ্রুতিতে সিদ্ধান্ত করিযাছেন যে, সুষুপ্তিকালে যখন জীবের স্থূল সূক্ষ্ম উভযদেহ নিষ্পন্দ হয তখন জীবাত্মা পবমাত্মাতেই নিদ্রিত হয়েন। তাঁহার স্থূল সূক্ষ্মদেহস্থ প্রাকৃতিক শক্তি প্রকৃতিকে আশ্রয করে বটে, কিন্তু তিনি স্বযং অন্তরাত্মাতে প্রবেশ করেন। অর্থাৎ যাহার যেখানে সমতা বা জাতিত্বসম্বন্ধ, যেটি যে কাবণেব কার্য্য, তাহা সেই তত্ত্বকে আশ্রয করে। জীবাত্মা পবমাত্মস্বরূপোৎপন্ন, অতএব তিনি পবমাত্মাতে এবং সূক্ষ্ম ও স্থূলদেহ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, অতএব তদুভয় প্রকৃতিতে স্থান গ্রহণ করে। অথচ সুষুপ্তি-

কালে জীবাত্মা স্বীয় বাহ্যদেহেতেই সূক্ষ্মদেহের সহিত নিরুদ্ধভাবে অবচ্ছিন্ন থাকেন, ইহাই সাধারণ সংস্কার। কেননা স্থূলশরীর হইতে বিশেষতঃ সূক্ষ্মদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া জীবাত্মাকে অনুভব করা যোগীভিন্ন অন্যের সাধ্য নহে। সাধারণ জনগণ দুরতিক্রমণীয় অধ্যাসে চিববদ্ধ।

৭৯। অতএব সর্ব্বসাধাবণকে উপদেশ দিবার নিমিত্তে শাস্ত্র জীবাত্মাকে তদীয সূক্ষ্মদেহে অধ্যস্ত পূর্ব্বক কহিয়াছেন যে, স্থূলদেহ লাভের পূর্ব্বে সূক্ষ্মদেহাবচ্ছিন্ন জীব অন্নেতে, তৎপূর্ব্বে পৃথিবীতে, তৎপূর্ব্বে জলেতে, তৎপূর্ব্বে তেজেতে, তৎপূর্ব্বে বায়ুতে, তৎপূর্ব্বে আকাশে এবং তৎপূর্ব্বে প্রকৃতিতে ছিল। তাৎপর্য্য এই যে, সৃষ্টি, আকাশ-অবস্থা হইতে যেমন যেমন পবিণাম লাভ করিয়াছে জীব আসিয়া সেই পরিণামকে আশ্রয় করিয়াছে। পশ্চাৎ উপযুক্ত ঋতুতে স্থূলদেহ লাভ কবিয়াছে। সূক্ষ্মভূত হইতে সূক্ষ্মদেহ সৃষ্টির যে বিববণ ইতিপূর্ব্বে প্রদত্ত হইযাছে তাহাই এই কথার প্রচুর প্রমাণ। শাবীরকসূত্রেও (৩।১।২২ প্রভৃতিসূত্রে) কহিয়াছেন, "স্বভাব্যাপত্তিরুপপত্তেঃ" জীব স্থূলদেহ লাভ কবিবার পূর্ব্বে, আকাশ, বায়ু, অগ্নি ও জলময অবস্থাব সাদৃশ্য লাভ করে, ফলে সাক্ষাৎ আকাশাদি হয় না। "নাতিচিরেণবিশেষাৎ" অচিরকাল মধ্যে আকাশাদি জলপর্য্যন্ত আবস্থিক সাম্য ত্যাগ হইলে বহুকাল ধরিযা জীবেব পৃথিবী মধ্যে এবং পশ্চাৎ পৃথিবীব সুব্যক্ত পরিণাম অন্নেতে বাস হয়। "অন্যাধিষ্ঠিতে পূর্ব্ববদভিলাপাৎ।" জীব সাক্ষাৎ অন্ন হয না, কিন্তু পূর্ব্ববৎ আকাশাদিতে তৎসাদৃশ্যে অধিষ্ঠানেব ন্যায় অন্নেতে অধিষ্ঠান করে মাত্র। "রেতঃ সিগ্‌যোগোঽথঃ।" অন্নেতে স্থিতির পর রেতের সংসর্গ হয়। "যোনেঃ শরীরং" তাহার পর যোনি হইতে স্থূলদেহ নিষ্পন্ন হয়। "পৃথিব্যধিকাররূপশব্দান্তরেভ্যঃ"। (২।৩।১২) এস্থলে অন্ন শব্দে

পৃথিবী। "কার্য্যকারণয়োরন্নপৃথিব্যোরভেদবিবক্ষয়া তদুপপত্তে-স্তস্মাদন্নং পৃথিবীতি।" কার্য্যও কারণরূপ শস্য ও পৃথিবীর অভেদ-লক্ষণায় অন্ন পৃথিবীরই রূপ। এতাবতা স্থূলদেহ লাভের পূর্ব্বে এবং সুব্যক্ত সৃষ্টিব প্রাক্‌কালে জীবের ক্রমে আকাশাদি হইতে পৃথিবী পর্য্যন্তে ও তৎপরে রেতে ও গর্ব্ভে স্থিতি হয়। "সূক্ষ্ম-শরীরাবৃত জীবসকল প্রথমতঃ আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবীতে অনুপ্রবেশ করে, পরে বনস্পতি ও ওষধিতে আবিষ্ট হয়, অবশেষে বেতরূপে পরিণত হইয়া মাতৃগর্ব্ভযোগে জন্মগ্রহণ করে" (সম্ভবপর্ব্বে ৯০ অঃ মঃ ভাঃ)। পূর্ব্বোক্ত অলনকার্ডিকের সিদ্ধান্তে শাস্ত্রের মর্ম্মটীই সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু শাস্ত্রের ন্যায় বিশদরূপে প্রদর্শিত হয় নাই। শাস্ত্রের মধ্যে আদ্যোপান্ত একটি শৃঙ্খলা আছে। ভিন্নদেশীয় লোকেরা যতদিন আপনাদের বিদ্যাবুদ্ধিব অভিমান ত্যাগ না করিবেন এবং ভাবতীয় শাস্ত্রকে গুরুরূপে না গ্রহণ কবিবেন, ততদিন সে শৃঙ্খলা লাভ করিতে পারিবেন না।

আমরা বিদেশীয় সিদ্ধান্তসমূহের সহিত ভাবতীয় শাস্ত্রের ঐক্য-প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্মসৃষ্টি, স্থূলসৃষ্টি এবং জীবের সূক্ষ্মাবস্থা হইতে স্থূলাবস্থায় অবতরণের কথা বলিলাম এক্ষণে আরো কতিপয় বৈদেশিক সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিব।

৮০। ভারতীয় শাস্ত্রে যেমন আছে আত্মা হইতে প্রথমে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল এবং জল হইতে ক্ষিতি এই পঞ্চতন্মাত্র নামক সূক্ষ্মভুত উৎপন্ন হইয়াছিল। পশ্চাৎ ঐ পঞ্চতন্মাত্র হইতে একদিকে সূক্ষ্ম-দেহাবচ্ছিন্ন মন, অন্যদিকে স্থূল ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য আকাশাবধি পৃথিবী পর্য্যন্ত পঞ্চীকৃত পঞ্চস্থূল ভুত উৎপন্ন হইল। তাহার পর মূল-সৌর-অণ্ড এবং তাহার বিভাগ হইতে ঊর্দ্ধস্থিত লোকসমূহ এবং

এই মর্ত্ত্যপুরী উৎপন্ন হইয়াছে। সেইরূপ অবিকল পাশ্চাত্য সিদ্ধান্ত সকল এই বর্ত্তমানকালে চারিদিকে প্রচার হইয়া পড়িতেছে।

সুবিখ্যাত আণ্ড্রু জ্যাক্সন ডেবিস সৃষ্টি-পরিণতির যে শৃঙ্খলা দর্শাইয়াছেন তাহা সর্ব্বতোভাবে আমাদেরই শৃঙ্খলা। যথা—

ব্রহ্ম, কামনা, মূলশক্তি, বিধি, মূলভূত, আকাশ, বাষ্প, জল এবং ক্ষিতি এই কয়েকটী তত্ত্বের পূর্ব্ব পূর্ব্ব তত্ত্ব, পরপর তত্ত্বের সাক্ষাৎ উৎপাদক। ইহার মধ্যে যাহা মূলভূত তাহাই পঞ্চতন্মাত্র। ডেবিস কহেন, এই পঞ্চ তন্মাত্রই মন এবং স্থূলভূতের যোজক। শাস্ত্রেরও যে ঠিক সেই সিদ্ধান্ত তাহা উপরিভাগে উক্ত হইয়াছে। ডেবিসের 'বাষ্পটী' আমাদের মিলিত বায়ু ও তেজ। তাহা হইতে জল এবং জল হইতে মৃত্তিকা জন্মিযাছে। ডেবিস কহেন যে, উপরি-উক্ত 'মূলশক্তি' নিম্নস্থ সমস্ত তত্ত্বসংখ্যার সমাবেশক্ষেত্র। তাহা হইতে ক্রমপূর্ব্বক সকল তত্ত্ব ব্যক্ত হয়। তাহার অন্তিম পরিণাম মৃত্তিকা। একথাও অবিকল শাস্ত্রীয় কথা।

৮১। ডেবিস আরো বলেন যে, সমস্ত সৌর জগতই ঐরূপে উৎপন্ন। সে সমস্তই এক মহাসৌর কক্ষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে শীতল হইয়া পৃথিব্যাদি লোকমণ্ডলরূপে পরিণত হইয়াছে। এই বার্ত্তা বিজ্ঞানশাস্ত্র প্রমাণ করিতেছে। ইহাও শাস্ত্রের সহিত এক।

৮২। ভূতত্ত্ব বিদ্যা হইতে জানা যায় যে, মানবের বাসোপ-যোগী হওযার পূর্ব্বে এই পৃথিবী শীতল ছিল না। অসংখ্য যুগ-ব্যাপিয়া উহা অস্থির বায়বীয় অবস্থায় ছিল। পশ্চাৎ বহুকাল ধরিয়া উহা অত্যন্ত উত্তপ্ত আগ্নেয় অবস্থায় ছিল। তাহার পর উহা জলময় হয়। সংক্ষেপতঃ সমস্ত সৌর জগতই ঐ সমস্ত অবস্থার মধ্য দিয়া পরিণত হইয়াছে। এই পৃথিবীর বর্ত্তমান আকারেই সাক্ষ্য দিতেছে যে ইহা অব্যবহিত পূর্ব্বে জলময় ছিল।

৮৩। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, বায়ু, অগ্নি ও জলদ্বারা একাকৃতি বাস্পভাবাপন্ন তরল-ধাতু-পদার্থ হইতে ক্রমে এই পৃথিবী শীতল ও ঘনীভূত হইযাছে। সমস্ত গ্রহ তারাই এই প্রণালীতে ঘনীভূত হয়। পৃথিবী শীতল ও ঘনীভূত হওযার কালে প্রথমে তাহাব উপরিস্থ আবরণ বা স্তর শীতল হইয়াছিল। সেই শীতলতাই তাহাকে ঘনীভূত ও কঠিন-পৃষ্ঠ করিয়াছে। পৃথিবী-রূপ অণ্ডটীব অভ্যন্তরভাগ, যাহাব উপরি ঘনীভূত শীতল ও কঠিন ভূতলরূপ ত্বক্‌টি দণ্ডাযমান আছে, তাহা এখনও তরল আগ্নেয অবস্থায় রহিয়াছে। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেবা বলেন যে, সেই অগ্নিই ভূমিকম্প ও আগ্নেয় গিরিসমূহ হইতে অগ্ন্যুৎপাতের হেতু। শাস্ত্রানুসারে তাহাই প্রলয়বীজ।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ভূগর্ভস্থ-অগ্নি।

(বৈজ্ঞানিক।)

৮৪। ভূগর্ভস্থ অগ্নিই যে, প্রলয়ের হেতু তাহাতে সন্দেহ বোধ হয় না। তবে তাহা একমাত্র হেতুরূপে শাস্ত্রে কথিত হয় নাই। প্রলয়ের প্রধান হেতু ভোগক্ষয় এবং বাহ্য হেতু অগ্নিদহন, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি প্রভৃতি। প্রত্যেক পদার্থের বিনাশ-বীজ সেই পদার্থেই আছে। নরদেহের বিনাশ-কারণ সেই দেহেতেই আছে। তাহারই নাম তমোগুণ। সেইরূপ পৃথিবীর বিনাশ-বীজ পৃথিবীতেই আছে। তাহাই ঐ কালানল। তাহা তমোগুণের সাক্ষাৎ মূর্ত্তি, সে কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

৮৫। ডাক্তার কমিং বলেন যে, অগ্নিদ্বারা পৃথিবীর ন্যায় গ্রহের দগ্ধ হওয়া নূতন নহে। সুবিখ্যাত ফরাসী জ্যোতির্ব্বিৎ ল্যাপলাস আকাশ-মণ্ডলে আঠারটী লোকমণ্ডল জ্বলিয়া যাইতে দেখিয়াছেন। তিনি আমাদের ভূলোকের ন্যায় বৃহৎ একটী তারার ঐরূপ অবস্থা দর্শন করিয়াছিলেন। সেই তারাটী তাঁহার দৃষ্টিতে প্রথমতঃ ধূম্রবর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যায়। তাহার পর অতিশয় রক্তবর্ণ হয়। তাহার পর জ্বলিয়া যায়। তাহার পর তিনি তাহাকে আর দেখিতে পান নাই। উক্ত বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিৎ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আঠারটী তারার সম্বন্ধে ঐরূপ ঘটনা দর্শন করিয়াছিলেন। এতাবতা অগ্নিদ্বারা পৃথিবীর প্রলয় অসম্ভব নহে।

৮৬। এই ভূমণ্ডল বাসোপযোগী হওয়ার পূর্ব্বে একবার যখন অগ্নিময় ছিল, তখন পুনর্ব্বার সেরূপ হইতে পারে। সামান্য পরিবর্ত্তন সকল যেমন সামান্য কালান্তে হয়, ঐরূপ মহা মহা পরিবর্ত্তন যে সেইরূপ দীর্ঘ কালান্তে সংঘটিত হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? এই ভূমণ্ডলের একটি প্রলয়-অবস্থা যদি পূর্ব্বে থাকিয়া থাকে এবং যদি তাহা বিজ্ঞানের অনুমোদিত হয়, তবে পরেও যে সেই অবস্থা হইতে পারে তাহাতে আর সন্দেহ কি? যখন ভূগর্ভস্থ অগ্নির উৎপাতে সময়ে সময়ে পৃথিবীর নানা স্থান ধ্বংস হইয়া থাকে তখন কোন সময়ে তদ্দারা সমস্ত পৃথিবীও নষ্ট হইতে পারে।

৮৭। বিশ্ববিখ্যাত হমবোল্‌টের গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, পৃথিবীর গভীর অভ্যন্তরে ঐ মহা জ্বালাগ্নি অবস্থিতি করে। তৎকর্ত্তৃক তথা অনবরত নানাবিধ মৃত্তিকা ও ধাতুমিশ্রিত তরল পদার্থ আবর্ত্তিত ও দগ্ধ হইতেছে। ভূগর্ভের যে স্থল হইতে পৃথিবীর কঠিন স্তর আরম্ভ, তৎকর্ত্তৃক সেই পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই ধূম ও বাষ্পাচ্ছন্ন। সেই বাষ্প কখন স্বয়ং কখন বা তত্রপ্রবিষ্ট জলস্পর্শে জ্বলিয়া উঠে। তখন তাহা আগ্নেয় গিরি অথবা অন্য যে কোন দিকে পথ পায় সেই দিক্‌ ভেদপূর্ব্বক ভয়ঙ্কররূপে ধাতু নিঃস্রব ও প্রভূত ভস্মরাশিসহকারে নিক্রান্ত হয়, এবং ভূমিকম্পও উৎপন্ন করিয়া থাকে। এইরূপ উৎপাতে সময়ে সময়ে বিস্তর নগর গ্রাম ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। অনেক বিস্তীর্ণ প্রদেশ রসাতলে প্রোথিত হইয়াছে। যাহা ভূমি ছিল তাহা জলে প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। অনেক স্থান যাহা মনোহর নগর, গ্রাম, জনপদদ্বারা সুশোভিত ছিল তাহা একেবারে উচ্ছিন্ন হইয়াছে।

৮৮। যখন সময়ে সময়ে স্থানে স্থানে এই সকল বিপদ উপস্থিত হইয়া থাকে, তখন এমন এক সময়-শির আসিয়া উপস্থিত হওয়া

আশ্চর্য্য নহে, যখন চতুর্দ্দিক্ দিয়া ভূগর্ভস্থ সেই কালানল উদ্-গীরিত হইয়া ভূমণ্ডলকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে। হমবোল্ট কহেন যে উক্ত মহা অনল আমাদেব পদতলের নিম্নভাগে অবনীবিবরে প্রত্যেক স্থানে রহিয়াছে এবং আমাদের এই গ্রহের (পৃথিবীর) বাল্যাবস্থায় তাহার গর্ভস্থ তবল আগ্নেয় পদার্থ বহুবার পৃথিবীকে বিদীর্ণ করিযাছে। তাহাব বিদীর্ণী-কৃত শত সহস্র পথ ভূগর্ভ মধ্যে এখন ঘনীভূত ধাতুপদার্থে রুদ্ধ হইয়া আছে। কিন্তু কালপ্রাপ্তে সেই সকল পথ ভেদ করিয়া আবাব সর্ব্বনাশ করিতে পারে। অনেক স্থলে বহুকালের নির্ব্বাপিত আগ্নেয় গিবি আবার জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। এতাবতা শাস্ত্রীয় সঙ্কর্ষণাগ্নিই যে এই বৈজ্ঞানিকাগ্নি তাহাতে সন্দেহ বোধ হয় না।

৮৯। হম্‌বোল্‌টেব গ্রন্থপাঠে অনুমান হয যে, আগ্নেযগিবিব অগ্ন্যুৎপাৎ সর্ব্বতোভাবে প্রলয়লক্ষণসম্পন্ন। ঐরূপ মহাবিপদ আরম্ভ হওযার দীর্ঘকাল পূর্ব্ব হইতে অনাবৃষ্টি হয। তাহাতে শস্য-ক্ষেত্র সকল জলকণাশূন্য ও মরুভূমি হইযা উঠে। তাহাব পব আগ্নেয়গিবি বিদারিত হইযা ভয়ঙ্কর অগ্ন্যুৎপাৎ আরম্ভ হয। অবশেষে প্রচণ্ড বাত্যাসহকৃত ঘোরতর বৃষ্টিধাবা নিপতিত হইযা ভুমি প্লাবিত করিয়া থাকে। কখন কখন মহাসাগর ক্ষুব্ধ হইয়া অবনীপৃষ্ঠকে গ্রাস কবিতে আসে, পর্ব্বত ভগ্ন হইয়া তুমুল শব্দ সহকারে ধবণীতলে পতিত হয়, ভূগর্ভ হইতে মেঘগর্জ্জনেব ন্যায় ভয়ঙ্কর নাদ উৎপন্ন হয়, বসুন্ধবা সাদ্রি সমুদ্র কানন কম্পিত হইতে থাকে এবং কম্পনকালে পর্ব্বতাদির অধোভাগে সাগরজল প্রবেশ করিয়া ভূগর্ভমধ্যে স্থানে স্থানে অন্ধকারাচ্ছন্ন হ্রদ ও সুপ্রসাবিত ভোগবতী-গঙ্গার উৎপত্তি করিয়া থাকে। যেমন কখন কখন কোন কোন দেশে এইরূপ ঘটনা সকল উপস্থিত হয়, সেইরূপ কোন এক দীর্ঘকালান্তে যখন সকল প্রকার বিপদের লক্ষণ একত্রে

দেখা দিবে, তখন ঐ তমোমূর্ত্তি মহাঅনল যে ভূমণ্ডলকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি ? বিশেষতঃ আমাদের নিম্ন-দেশে ঐ কালসর্প সদা চঞ্চল রহিয়াছে, কোন এক দিন উহা ভূমি ভেদপূর্ব্বক যে পৃথিবীর সর্ব্বনাশ করিবে তাহা অসম্ভব নহে।

৯০। কিন্তু বিশ্বপতির বিশ্বরাজ্যে কিছুই নিরবচ্ছিন্ন অমঙ্গল-কর নহে! কোন অমঙ্গলই অমঙ্গলোদ্দেশে সংঘটিত হয় না। প্রাগুক্ত ভূগর্ভস্থ অগ্নির যে এত উৎপাৎ তাহাও চির-বিনাশক নহে। বিশেষতঃ তাহাব যেমন প্রলয়ধর্ম্ম আছে সেইরূপ সৃষ্টিকে পুষ্ট করার শক্তিও আছে।

৯১। উহা যেমন দেশ, নগর, গ্রামকে আধোপ্রোথিত এবং সমগ্র দেশকে কম্পমান করে, সেইরূপ পৃথিবীর উপরিস্থ আব-রণকে নিম্নস্থ তবল প্রজ্বলিত পদার্থ হইতে স্বতন্ত্রপূর্ব্বক ধারণ করে, অবনীপৃষ্ঠকে নিম্নস্থ তেজঃপ্রভাবে সর্ব্বদা উন্নযন কবিযা রাখে, সমুদ্রমধ্যে সময়ে সময়ে জলগর্ত্ত হইতে দ্বীপ উৎপন্ন করিয়া দেয এবং ভূমি ভেদপূর্ব্বক পর্ব্বতকে ঊর্দ্ধমুখ কবিয়া রাখে। ভারতীয় শাস্ত্র যে, কোন কোন স্থলে সঙ্কর্ষণানলকে পৃথিবীর ধারণশক্তি কহিয়াছেন তাহাও সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক নহে। বোধ হয বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐ শাস্ত্রীয় তত্ত্বটীর প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হওযা যাইতে পারিবে। যেমন সমস্ত গ্রহমণ্ডলে সেইরূপ পৃথিবীতে বিনা আধারে আকাশে স্থিতি করার শক্তি শাস্ত্রে ও বিজ্ঞানে সমানরূপে স্বীকাব করেন। যেমন পৃথিবীর সেইরূপ সমস্ত গ্রহমণ্ডলের অভ্যন্তরেই অগ্নি ও আগ্নেয় তরলধাতু থাকা বিজ্ঞানেব সিদ্ধান্ত। ঐ অগ্নি যদি দ্বীপ, পর্ব্বত ও ভূপৃষ্ঠকে উত্তোলন করিযা বাখিতে পারে ; যখন উহাই পৃথিবীরূপ অণ্ডের গ্রন্থীস্বরূপ সন্ধিস্থল, তখন সেই অগ্নিময় তবল সন্ধিস্থলে ঐ

ভূধারণশক্তির অধিকাংশ প্রবাহ স্থিতি করে বলিলেও দোষ না হইতে পাবে। এইরূপে প্রত্যেক গ্রহনক্ষত্রেব গর্ভমধ্যে ঐ শক্তির স্থান স্বীকার করা যাইতে পাবে। অভ্যন্তরস্থ জ্বালাজিহ্ব অগ্নি যেমন বেলুনযন্ত্রকে শূন্যে উন্নয়ন করে এবং বায়ু তাহার গতিবিধান করিয়া থাকে, সেইরূপ ভূগর্ভস্থ প্রজ্বলিত মহাঅনল স্বীয় অনন্ত-শক্তিবলে ভূমণ্ডলকে শূন্যে-গতিবিশিষ্ট করে এবং সূর্য্যের অসীম-শক্তি তাহার পরিক্রম বিধান করিযা দেয়, এরূপ সিদ্ধান্ত কবিলে বোধ হয় বিজ্ঞানের বিপর্য্যয় হইবে না। তাহা হউক বা না হউক, আর্য্যশাস্ত্রে কিন্তু ঐ অগ্নিকেই ভূমণ্ডলেব ধারয়িত্রীরূপ অনন্তশক্তি কহিয়াছেন। আর্য্যশাস্ত্রমতে ঐ অগ্নিই তমঃস্বভাব ভূবীজ অথবা লিঙ্গভূমি। যে শক্তিব বলে ধবণী আকাশে স্থিতি করে তাহা উহাবি শক্তি। এই জন্য উক্ত হয যে উহা ভূমণ্ডলকে ধারণ করে। ইহাব অর্থ এই যে বীজরূপী অগ্নিময ভূগ্রন্থীই ভূমণ্ডলকে ধারণ করে। ইহা ঔপচাবিক ভেদমাত্র। শক্তি ঈশ্বরেব। তাহাই ভূমণ্ডলকে প্রদত্ত হইয়াছে। ভূগর্ভে, অগ্নিস্থানে তাহার অধিক প্রবাহ। এইমাত্র শাস্ত্রীয যুক্তি। এই সিদ্ধান্তকে অমান্য করার কোন কারণ নাই। 'শাস্ত্রানুসাবে ঐ মহা অগ্নি ভূতলস্থ সমস্ত পদার্থকে আকর্ষণপূর্ব্বক অপনাব গ্রন্থীরূপ মধ্যভাগের সহিত দৃঢ় আবদ্ধ কবিয়া রাখিযাছে, এবং বিকর্ষণপ্রভাবে আপনার ভয়ঙ্কর আগ্নেয় গ্রন্থী হইতে ভূমিপৃষ্ঠকে ঊর্দ্ধে বিস্তীর্ণ কবিয়াছে। এই নিমিত্তে উহাকে সঙ্কর্ষণ কহে।

৯২। ঐ অগ্নি প্রলযধর্ম্মী হইলেও উহাব আর এক উপ-কারিণী শক্তি আছে। বিশ্বমান্য হমবোল্‌ট বলেন যে, ভূগর্ভস্থ যে অগ্নি ধরাপৃষ্ঠে বিস্তর সর্ব্বনাশ কবে, তাহাই ভূমণ্ডলস্থ উত্তব দক্ষিণ শীত-গ্রীষ্ম-প্রধান সর্ব্ব-কোটিবন্ধে আদিকালে পৃথিবীর নবীন ত্বকের উপরি বিস্ময়কর উর্ব্বরা শক্তি উৎপন্ন করিয়াছিল। আমরা পূর্ব্বে

বলিয়াছি যে পুরাণশাস্ত্র সংকর্ষণদেবের হস্তে একখানি লাঙ্গল দিয়া এই বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তটী বুঝাইয়া দিয়াছেন। প্রত্যেক নব সৃষ্টিতে সেই শেষমূর্ত্তি অনন্তদেব হলধরবেশে ধরণীপৃষ্ঠে প্রথমেই হল যোজন করিয়া থাকেন। এবং প্রত্যেক কল্লান্ত কালে তিনিই রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করেন। প্রত্যুত পরম কারুণিক পরমেশ্বর স্বীয় অস্বাভাবিক করুণা বা রোষভরে জগতের সৃষ্টি বা প্রলয় করেন না। যখন যখন জীবগণের ভোগশক্তি, ও বাহ্য জগতের ভোগ-দানের শক্তি যুগপৎ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া মূল প্রকৃতিতে উপসংহৃত হয়, তিনি তাদৃশ কালেই সেই প্রকৃতিরূপ শক্তিদ্বারা, স্বভাবতঃ, জগতের প্রকৃতি অনুসারে, সৃষ্টি প্রলয়াদি করিয়া থাকেন।

প্রলয়-খণ্ড।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

বিশ্বের পরমায়ু।

৯৩। আমাদের অণ্ডকটাহ চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক। তাহা যোগৈশ্বর্য্য, ভোগৈশ্বর্য্য, ভেদে প্রধানতঃ দ্বিবিধ। মহর্লোক অবধি বিষ্ণুপদাখ্য ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত যে মহাসৌর স্বর্গচতুষ্টয় তাহা যোগফলের ভূমি। তৎসমস্ত অমল-সত্ত্বগুণ ও সুক্ষ্ম-আধ্যাত্মিক তেজঃ সম্পন্ন। পৃথিবী, ভুবলোক, পিতৃলোক এবং সূর্য্যাবধি সপ্তর্ষিমণ্ডল পর্য্যন্ত গ্রহতারানক্ষত্র বিশিষ্ট দেবলোক—এ সমস্তই ভোগরাজ্য। তৎসমূহ রজোমিশ্রিত সত্ত্বগুণ এবং কর্ম্মনিষ্পন্ন বা দেবজ্ঞান সম্পাদ্য আলোকপ্রধান। প্রাগুক্ত যোগৈশ্বর্য্য ভোগের স্বর্গচতুষ্টয় এবং শেষোক্ত ভোগৈশ্বর্য্যপ্রদ পৃথিবী, ভুবলোক ও পিতৃদেবমিলিত স্বর্লোক—এই ত্রৈলোক্য একত্রে সপ্তস্বর্গের বাচ্য। এতদ্ব্যতীত পৃথিবীর অধম তমোগুণ প্রতিপালিত সপ্তবিধ লোকের শ্রুতি আছে। তাহাকে সপ্ত পাতাল বলে। এই চতুর্দ্দশ ভুবন। স্থূল সূক্ষ্ম ধাতুক্ষয়ানুসারে, দীর্ঘ বা অতিদীর্ঘ ভোগান্তে, ইহারা সমুদয়ই অধিকবার বা অল্পবার প্রলয়রূপ পরিবর্ত্তনাধীন।

৯৪। যাঁহারা কাল, প্রকৃতি ও গ্রহনক্ষত্রের সংবাদ লইয়া থাকেন তাঁহারা জানেন যে, এই বিশ্বরাজ্যের কোন পদার্থই স্থির হইয়া নাহি। কোন পদার্থ একেবারে নষ্ট হইতেছে না—একভাবেও নাহি। কিন্তু সকল পদার্থই স্ব স্ব নিয়মকালান্তে পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত ও তিরোভূত হইতেছে। সকল পদার্থই স্বল্প বা দীর্ঘ

পরিমিত কালের বেগবান চক্রে আবর্ত্তিত হইতেছে। সকল পদার্থই দেশকালপাত্রভেদে, হয় জাতিপুরঃসরে, নয় ব্যক্তিপুরঃসরে, হয় রূপান্তরে, নয় পূর্ব্বরূপে গমনাগমন করিতেছে। প্রত্যেক শুক্ল কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্র পূর্ব্ব পূর্ব্বরূপে উদিত হইতেছেন এবং মাসে মাসে সপ্তবিংশতি নক্ষত্রকে ভোগ করিয়া আবার তদ্রূপ ভোগে প্রবৃত্ত হইতেছেন। সূর্য্য একবার দ্বাদশরাশি ভোগ করত পুনর্ব্বার সেপ্রকার ভোগ করিতেছেন। তাঁহার ভোগের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ব পূর্ব্ববর্ষচক্রের ন্যায় ষড়্ঋতু বিরাজ করিতেছে।

৯৫। যেরূপ পক্ষে পক্ষে মাসে মাসে বর্ষে বর্ষে কতিপয় একই প্রকারের ঘটনা সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ কতিপয় নিরূপিত সংখ্যক অল্প বা বহুবর্ষ অন্তে অনেক ঘটনা পূর্ব্ববৎ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এইরূপ ঘটনাসমূহের পরিক্রম উপলক্ষে কালকে চক্রবৎ বলা যায়। কালচক্র নানাবিধ। (যথা বিঃ পুঃ ২।৮।৩৬) সংবৎসরাদয়ঃ পঞ্চ চতুর্ম্মাস বিকল্পিতাঃ। নিশ্চয়ঃ সর্ব্বকালস্য যুগমিত্যভিধীয়তে॥ সংবৎসরস্তু প্রথমোদ্বিতীয়ঃ পরিবৎসরঃ। ইদ্বৎসরস্তৃতীয়স্তু চতুর্থাশ্চানুবৎসরঃ। বৎসরঃ পঞ্চমশ্চাত্র কালোহয়ং যুগসংজ্ঞিতঃ॥ ৩০ দিনের মাস সাবন মাস, সূর্য্যের একরাশিগত কাল সৌর মাস, শুক্ল-প্রতিপদ হইতে অমাবস্যাপর্য্যন্ত চান্দ্রমাস, চন্দ্রের সপ্তবিংশতি নক্ষত্র ভোগকাল নাক্ষত্র মাস। এই চারি-প্রকার মাস। চারি-প্রকারেই বৎসর গণনা হয়। যে সময়ে শুক্লপ্রতিপৎ, চন্দ্র সূর্য্যের সমান নক্ষত্র ও সংক্রান্তি একেবারে উপস্থিত হয়, তখন একদিনেই ঐ চারিপ্রকার মাস আরম্ভ হয়। পাঁচ বর্ষ পর্য্যন্ত উহাদের হ্রাস, বৃদ্ধি, অনৈক্য থাকে। পরে যখন পাঁচ বর্ষ পূর্ণ হয় তখন পূর্ব্ববৎ শুক্লপ্রতিপৎ, চন্দ্র সূর্য্যের একনক্ষত্র ও সংক্রান্তি উপস্থিত হয়। সেই সময়ে আবার একদিনে ঐ চারিপ্রকার মাসই আরম্ভ হয়। উক্ত চারিপ্রকার মাসের এই-

রূপ প্রত্যেক পঞ্চবর্ষান্তযোগ-কাল ধরিয়া তাদৃশ প্রত্যেক পঞ্চ বর্ষকে এক যুগ বলে। ঐ পাঁচ বর্ষের প্রথমের নাম সংবৎসর, দ্বিতীয় পরিবৎসর, তৃতীয় ইদ্বৎসর, চতুর্থ অনুবৎসর, পঞ্চম যুগবৎসর। ইহার এক একটীর উল্লেখদ্বারা ঐরূপ যুগের গত ও অনাগত অংশ নিরূপিত হয়।

৯৬। পঞ্চবর্ষাপেক্ষা দীর্ঘতর যুগকাল সকলও আছে। যথা সৌরযুগ। অষ্টাবিংশতি সংখ্যক সৌর-বৎসর যাবৎ প্রতি সৌর-দিনে রবি সোমাদি ক্রমে যে যে বার একবাব সংঘটিত হয়, সেই সমস্ত বারের ঐ অষ্টাবিংশ বর্ষব্যাপী ভোগকালের অন্তে পুনর্ব্বার তত্তুল্যকাল যাবৎ একাদিক্রমে সেই সেই সৌরদিন ভোগ হইয়া থাকে। অতঃপব চন্দ্রেবও এক প্রকাব যুগ আছে। প্রত্যেক ঊনবিংশতি বর্ষ যাবৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঊনবিংশ বর্ষের অনুরূপ সমান তিথি সকল একাদিক্রমে সমান সৌরদিনে উপস্থিত হইয়া থাকে।

৯৭। এই প্রণালীতে বাব তিথি মাস ঋতু সম্বৎসব এক এক নিয়মিত কালকে অধিকারপূর্ব্বক কালচক্রে পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হইতেছে। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র এবং পরস্পর যোগবদ্ধ হইয়া বর্ষে বর্ষে বা-নিয়মিত যুগ-বর্ষে বাব বার পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এই অনাদি কালচক্রেব মধ্যে প্রত্যেক গ্রহ, নক্ষত্র, স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট নিয়মে পরিভ্রমণ করিতেছে। কোন কোন গ্রহতারা কতিপয় দিনে, কোন কোন গ্রহাদি কতিপয় মাসে, কোন কোন গ্রহ নক্ষত্র কতিপয় বর্ষে, কোন কোনটি শত শত বর্ষে, কোন কোনটি সহস্র সহস্র বর্ষে আপন আপন নির্দ্দিষ্ট পথে নিজ নিজ বর্ষ পরিক্রম করিতেছে।

৯৮। যেমন গ্রহতারাগণ কালচক্রে বিঘূর্ণিত হইতেছে, সেই-রূপ সেই পরিক্রমেব সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পরমায়ুও ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিতেছে। কেননা প্রকৃতিই সকলের উপাদান। কোন

পদার্থ তাহাকে চিরকাল একভাবে ভোগ করিতে পারে না; কোন পদার্থে উহা চিরদিন সমানভাবে থাকে না। পদার্থের দেহ, গঠন, গতি, সমুদয়ই প্রকৃতিব বিকার। কি গ্রহনক্ষত্রের, কি পার্থিব ভৌতিক পদার্থের, কি জীবদেহেব সকলেরই সমান ভাব। কেবল পবমায়ুর স্বল্পতা ও দীর্ঘতা, পরিবর্ত্তনের শীঘ্রতা বা বিলম্ব মাত্রে ভেদ। এইরূপ পরিবর্ত্তন সকল যেমন জড়-পদার্থে লক্ষিত হয; যেমন সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ তারাগণেব মধ্যে কার্য্য করে; যেমন তরুলতা ওষধিতে দৃষ্ট হয; যেমন প্রকাণ্ড গজরাজ, সিংহ, ও মনুষ্যাদি দেহে প্রবাহিত হয; সেইরূপ মানবেব শুভাশুভ ভোগ শক্তিতে ও ভোগ্য পদার্থেব শক্তিতে সংঘটিত হইযা থাকে। মানসিক শক্তি, বুদ্ধিব বল, ধর্ম্মেব ভাব, জ্ঞানেব দীপ্তি প্রভৃতি আন্তরিক প্রকৃতি সম্বন্ধেও কালে কালে বিস্তব পবিবর্ত্তন উপস্থিত হয়। যখন ব্যষ্টি-নব-স্বভাবে অল্পদিনেব মধ্যে বিস্ময়-কর পরিবর্ত্তন সকল দৃষ্ট হয; তখন সমষ্টি-নবস্বভাবে,—সমষ্টি মানবজাতিব জ্ঞান, ধর্ম্মে—দীর্ঘকালান্তে যে আবো বিস্ময়-জনক পরিবর্ত্তন সকল দেখা দিবে তাহাতে বিচিত্র কি?

৯৯। কিন্তু জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ যেমন সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহনক্ষত্রের গতি সংক্রমণ এবং তাহাদেব রাশিচক্র ও বর্ষ যুগাদি ভোগের যথার্থ কাল নিরূপণ করিযাছেন, উক্ত গ্রহনক্ষত্রগণের পবমায়ুকাল নির্ণযপক্ষে সেরূপ ক্ষমবান্ হন নাই। মানবের ভোগ-শক্তি, মানসিকশক্তি, জ্ঞানধর্ম্ম প্রভৃতি পৃথিবীর কত বয়ঃক্রম কালে, কি আকারে, পবিবর্ত্তিত হইবে তাহারও স্থিরসিদ্ধান্ত করা গণিত-শাস্ত্রের অধিকার-ভূত নহে। কিন্তু সকলের অন্তরে ইহা বিশদরূপে অনুভূত হইতেছে যে তাহার কিছুই চিরকাল একভাবে যাইবে না। চন্দ্রকলার ও সাগরবেলার হ্রাসবৃদ্ধির ন্যায় মানব সমাজের ভোগ, প্রকৃতি, বুদ্ধি, বীর্য্য, জ্ঞান, ধর্ম্ম কিছুদিন উন্নত

এবং কিছুদিন অবনত হইবে। উন্নতির পর অবনতি, অবনতির পর উন্নতি চক্রবৎ বর্ত্তনশীল। ইহা স্বাভাবিক তাহা সকলই জানেন। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ যেমন জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানবলে পৃথিবী ও গ্রহতারাসমূহের গতি পরিক্রমাদির কালসংখ্যা স্থির করিয়াছেন; সংসারতত্ত্বসন্ধিৎসু, ধর্ম্মাধর্ম্মের ক্ষয়বৃদ্ধিদর্শী, ভোগশক্তি ও ভোগ্য-ধর্ম্মচিন্তক মহাপুরুষেরা সেইরূপ একটী উপায়দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্ম, মানসিকশক্তি, ও শুভাশুভ ভোগসম্বন্ধে ক্ষয় ও বৃদ্ধিকালের নিরূপণার্থ ব্যগ্র হইয়া থাকেন। এসমস্ত তত্ত্ব-রাজ্যে এ কাল যাবৎ জগতে ঘোরতর পরিবর্ত্তন সকল হইয়া আসিয়াছে। সেই পরিবর্ত্তনের মধ্য হইতে অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম, ও ভাবিপরিবর্ত্তন সকল সংঘটনের ঋতু-কাল, তাহার আগমনের অবশিষ্টকাল, আগমন সময় হইতে তাহার স্থিতিকাল এবং তাহার লক্ষণ প্রভৃতি নিরূপণ করণার্থ ঐরূপ দূরদর্শীগণ এই পৃথিবীতে চিরকালই কোন না কোন প্রকার যত্ন করিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহাদের অনেক গণনা সফলও হইয়াছে। যাঁহারা এই প্রকারের সার্ব্বভৌমিক গণনা সকল করেন অন্যান্য দেশে তাঁহাদিগকে ভবিষ্যদ্বক্তা কহে, এদেশে তাঁহারা যোগী বা ঋষি বলিয়া উক্ত হন। প্রত্যুত সেরূপ গণনা সকল এদেশে পুরাণশাস্ত্রের মধ্যে আছে এবং তাহা সনাতন বাক্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

১০০। মানব সমাজের শুভাশুভ ভোগকাল, জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতি ও অবনতির কাল, ভোগ ও ধর্ম্মের মৃত্যুরূপ চূড়ান্ত ক্ষয়কাল এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও ভোগক্ষেত্রস্বরূপ পৃথিবীর ক্ষয়কাল, ভোগদায়িনী প্রকৃতির ক্ষয়কাল, শুভাশুভ কর্ম্মফলভোগের স্থান-স্বরূপ স্বর্গাদিলোকের ক্ষয়কাল,—শাস্ত্রানুসারে এই সমস্ত তত্ত্ব পরস্পর সম্বন্ধ-শৃঙ্খলে গ্রথিত। শাস্ত্রের বাক্য রাজাজ্ঞার ন্যায় অথবা গুরুর আদেশবৎ। তাহাতে প্রথমতঃ কোন তর্ক স্থান পায় না

এবং কোন বাহ্য যুক্তি উদ্ভাবনের আজ্ঞা নাই। সুতরাং শাস্ত্রসঙ্গত যুক্তি ব্যতীত শাস্ত্রের অভিপ্রায় বুঝা দুঃসাধ্য।

১০১। শাস্ত্রের নিগূঢ় অভিপ্রায় এই যে, জীবগণের অনাদি অনির্ব্বচনীয় কর্ম্ম বীজরূপী অজ্ঞানপ্রকৃতি জীবের ভক্তৃত্ব কর্ত্তৃত্বরূপ মনোবৃত্তির যেমন উপাদান, সেইরূপ তাঁহার কর্ম্মভূমি বা ভোগ ভূমিরূপ লোকমণ্ডলসমূহেরও উপাদান। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে এই তত্ত্বটী বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। অজ্ঞানপ্রকৃতি মূল, মন তাহার সৃষ্ট এক ভাগ, ভোগরাজ্য ও কর্ম্মক্ষেত্র তাহার প্রকাশিত আর এক ভাগ। এই দুই ভাগের মধ্যে মন সাধক ও ভোগী, সৃষ্টিরাজ্য উত্তর-সাধক ও ভোগ্য। সমষ্টিদৃষ্টিতে উহার একটির শক্তি যদি ক্ষয় হয়, তবে অন্যটীরও হইবে। মন যদি দীর্ঘকাল কর্ম্মসাধন ও কর্ম্মফল ভোগে পরিশ্রান্ত হইয়া তদনুরূপ দীর্ঘকাল নিদ্রাভিভূত হয়, তবে সৃষ্টিও সেই পরিমাণ কাল যাবৎ লুপ্ত, তমোভূত ও অপ্রজ্ঞাত থাকিবে। ফলে এটী সমষ্টি ভাব। সৃষ্টি ও প্রলয় সমষ্টিভাবের অনুগত। ব্যষ্টি প্রকৃতির ক্ষয়ে কেবল ব্যষ্টি জীবের মৃত্যু হইতে পারে; কেবল তাহারই পক্ষে ভোগরাজ্য অদর্শন হইতে পারে; কিন্তু তখন অনন্তকোটি কর্ম্ম, ভোগী, ও সাধক বিদ্যমান থাকিবে; তাহার উপযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্র, ভোগভূমি ও শুভফলপ্রদ স্বর্গরাজ্য উত্তরসাধকরূপে বর্ত্তমান থাকিবে; কিছুই লয় পাইবে না। ভোক্তা ও ভোগ্যের মধ্যে—কর্ত্তা, ক্রিয়া ও কর্ম্মের মধ্যে—এই শৃঙ্খলা—এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। একই প্রকৃতি উভয়ের উপাদান, মূল, কারণ, উদ্ভবস্থান ও লয়স্থান। সেই প্রকৃতি, যখন দীর্ঘ-ভোগান্তে স্বীয় সুব্যক্ত মনাদি সূক্ষ্ম আকার ও জড়ব্রহ্মাণ্ডরূপ স্থূল আকারভঙ্গপূর্ব্বক পুনঃ অব্যক্তে পরিণত হইবে, তখন মনাদি ইন্দ্রিয়গণ, তাহাদের বাহ্যাবয়বরূপ স্থূল-দেহ এবং ভোগ্য সৃষ্টি সংসার—সমুদয় ভঙ্গ হইয়া যাইবে। তখন অণ্ডকটাহস্থ সমুদয় গ্রহতারাগণের গতি রোধ হইয়া

আসিবে ; সূর্য্য নির্ব্বাণ হইবে ; স্বর্গ ও পৃথিবী, বায়ু, অগ্নি ও জল দ্বারা ছিন্ন, ভিন্ন, দগ্ধ ও প্লাবিত হইয়া পশ্চাৎ সূক্ষ্ম ভূতের আকার গ্রহণ করিবে, এবং সূক্ষ্ম ভূত অবশেষে সূক্ষ্মদেহ ও যোগৈশ্বর্য্যের সহিত অব্যক্ত প্রকৃতি হইয়া যাইবে। এইরূপ, প্রকৃতি হইতে সকলের উদয়কাল অবধি, পুনঃ প্রকৃতিতে লয় পর্য্যন্ত যে অননু-ভবনীয় প্রকাণ্ড দীর্ঘকাল তাহাই এই বিশ্বের পরমায়ু।

ঐ পরমায়ু ক্ষয় হইলে সমগ্র বিশ্বরাজ্য প্রকৃতিস্বরূপ বীজে লীন হইয়া যায়। সেই বীজের ক্ষয় নাই। তাহা জীবের অনাদি কর্ম্ম-বীজ ও ভোগ-বীজ। তাহাই জগৎসৃষ্টির নিমিত্তে ঈশ্বরের সহকারিণী শক্তি। কিন্তু ঈশ্বরের আরো অনেক পরিমাণশক্তি আছে। সে সম্বন্ধে তিনি সৃষ্টিসংসারের অতীত।

১০২। বিশ্বের প্রাগুক্ত প্রকার পরমায়ুকে প্রাকৃতিক সৃষ্টি-কাল এবং তাহার অন্তকে প্রাকৃতিক প্রলয়-কাল কহে। তাহার মধ্যে অনেকবার নৈমিত্তিক প্রলয় ও নৈমিত্তিক সৃষ্টি হয়। অনেক বার নৈমিত্তিক প্রলয় হইয়া পৃথিবী অবধি ধ্রুবলোক পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্মফলভোগের প্রদেশ দগ্ধ ও জলপ্লাবিত হয়। তখন স্থূল সূক্ষ্ম ভূতগণ, মনপ্রধান সূক্ষ্মদেহ, এবং মহাসাত্ত্বিক যোগৈশ্বর্য্যের ভোগ-ভূমিস্বরূপ ব্রহ্মভুবনচতুষ্টয় অবশিষ্ট থাকে। প্রত্যেক নৈমিত্তিক সৃষ্টিকালের অভ্যন্তরে অনেকবার যুগপরিবর্ত্তন হয়। একবার সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, হইয়া আবার একাদিক্রমে সেইরূপ হয়। চন্দ্রকলার বৃদ্ধি ও হ্রাসের ন্যায় ধর্ম্ম, মানসিকশক্তি, ভোগসুখ, শৌর্য্য, বীর্য্য প্রভৃতির স্বাভাবিক ও সাময়িক বৃদ্ধি ও হ্রাসই সেই সব যুগপরিবর্ত্তনের হেতু। ধর্ম্ম, জ্ঞান, বুদ্ধি, মতি, ভোগ, বীর্য্য প্রভৃতি কত দিন উন্নত থাকিবে, কত দিন পরে কি পরিমাণ হ্রাসাবস্থ হইয়া থাকিবে, ক্রমে কতদিন পরে একেবারে অব-নত হইয়া আবার উন্নতির পথবর্ত্তী হইবে, এই সকল গণনার

দ্বারা যুগের নির্ণয় হয়। যুগনির্ণয়পূর্ব্বক এমন একটি শেষ যুগের লক্ষণ লক্ষিত হয়, যাহার পর প্রলয়ব্যতীত পুনরায় জ্ঞান, ধর্ম্ম, ভোগ ও মানসিক শক্তি প্রভৃতি প্রকৃতিস্থ বা উন্নতির পথস্থ হইতে পারে না।* এই কালটির গণনাদ্বারা নৈমিত্তিক প্রলয়-কালের অর্থাৎ কল্পকালের পরিমাণ নির্ণীত হয়। কল্পকাল নির্ণয় হইলে তদন্তর্গত ধর্ম্ম, জ্ঞান, ভোগ প্রভৃতির সাধারণপ্রকৃতিগত ক্ষয় এবং ব্রহ্মভুবনের ভোগ্য যোগৈশ্বর্য্যের বিশেষ বিনাশসম্ভাবনা অনুভূত হয়। তাদৃশ ভোগাদির, বিশেষতঃ যোগৈশ্বর্য্যের ক্ষয়কালের গণনাই বিশ্বের পরমায়ুর গণনা। এই সমস্ত গণনা জ্যোতিষ অথবা সামান্য গণিতবিদ্যার অন্তর্গত নহে। সে সকল বিদ্যাদ্বারা তাহার সত্যতা প্রমাণ করা যায় না। যাঁহাদের গণনাশক্তি তাদৃশ বিষয়-বিদ্যার মধ্যে বিচরণ করে, ঐ সমস্ত মহাগণনার রস তাঁহারা অনুভব করিতে পারেন না। কেবল যোগৈশ্বর্য্যসম্পন্ন যোগিগণ উহার মর্ম্ম জানেন, এবং সাধারণতঃ ভারতীয় শাস্ত্রের প্রভাব যাঁহাদের হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছে, তাঁহাদের তাহাতে কোন বিপ্রতিপত্তি নাই।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

কল্পকাল।

১০৩। অণ্ডকটাহের মধ্যে যত লোকমণ্ডল আছে সে সমস্তই মানবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ন্যায় পরস্পর সম্বন্ধশৃঙ্খলে আবদ্ধ। তন্মধ্যে ব্রহ্মভুবনচতুষ্টয় মস্তকস্বরূপ। মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক ও ব্রহ্মলোক সেই মস্তকেরই বিভাগ। ব্রহ্মলোকই যোগৈশ্বর্য্যের ভাস্কর এবং হৈরণ্যগর্ভরাজ্য। ইহাই আদিত্যলক্ষণ প্রধান স্বর্গ এবং সৃষ্টির প্রাণস্বরূপ, 'এতদ্বৈ প্রাণানাং আয়তনং' (প্রশ্নে) ইহাই ব্রহ্মাণ্ডের মস্তিষ্কস্বরূপ; তপোলোক ললাট, জনলোক ভ্রূসন্ধি, মহর্লোক চক্ষু। অন্যান্য লোকসকল কণ্ঠ অবধি অধো-অধোভাগরূপে প্রলম্বিত। মস্তিষ্কস্বরূপ ব্রহ্মলোক যতদিন প্রকৃতিস্থ থাকিবে ততদিন প্রাকৃতিক প্রলয় হইবে না। কিন্তু মস্তকমণ্ডলের নিম্নে, অপ্রধান অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে সময়ে সময়ে নৈমিত্তিক প্রলয় ও নৈমিত্তিক উদয় হইবে। শাস্ত্রানুসারে নির্গুণ মোক্ষ পরম জাগ্রতস্থানরূপী ও অপবিলুপ্ত চৈতন্যস্বভাব। তাহা সৃষ্টির অতীত এবং ব্রহ্মজ্ঞানীর প্রাপ্য।' কোন প্রলয়ে সে অবস্থা আহত হয় না। কিন্তু মস্তিষ্করূপী উক্ত মস্তকমণ্ডল স্বপ্নস্থানস্বরূপ। অপ্রধান অঙ্গপ্রত্যঙ্গরূপী সমস্ত সৃষ্টিরূপ স্থূলদেহ নিদ্রাভিভূত, সুষুপ্ত, অসাড় হইলেও উক্ত মস্তিষ্করূপী ব্রহ্মভুবন অন্তঃপ্রজ্ঞ, সৃষ্টিসংসারের সমাবেশস্থান, মনোবুদ্ধি ইন্দ্রিয়প্রাণের আধারক্ষেত্র, সুসূক্ষ্মভোগালয়, অস্থূলঅণিমাদ্যৈশ্বর্য্যযুক্ত তৈজসপুরী ইত্যাদি, সুসূক্ষ্ম সুখরাজ্যরূপে অবস্থিতি করে। স্বপ্নে যেমন সূক্ষ্মের ভোগ— মনোবুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদির সূক্ষ্মধাতুর যোগ—ঐ ব্রহ্মভুবনচতুষ্টয়ে তাহারই আভাস যোজিত হইয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডের নিম্নস্থ অঙ্গসমূহ,

অর্থাৎ স্বর্লোক হইতে ভূলোক ও তন্নিম্নস্থ সপ্ত পাতালগত সাধারণ প্রকৃতি নিদ্রিত, প্রলুপ্ত, ভঙ্গ ও ক্ষয় হইলেও ঐ ব্রহ্মভুবন মহাসুক্ষ্মভোগরাজ্যরূপে জীবিত থাকিবে। স্বপ্নে মানবদেহ পর্য্যঙ্কোপরি মৃতবৎ নিপতিত থাকিলেও মন যেমন বারাণসী-ক্ষেত্রে আনন্দকাননে আনন্দভোগ কবিতে পারে, সেইরূপ নৈমিত্তিক প্রলয়ে ব্রহ্মার স্থূলদেহরূপ ভূর্ভুবস্ব প্রভৃতি ত্রৈলোক্যের ঘোর নিদ্রাকালে, ব্রহ্মাব মহামৌলিস্বরূপ মানসরাজ্যে সুসূক্ষ্ম যোগানন্দেব উৎস উৎসারিত হইযা থাকে।

১০৪। শাস্ত্রানুসারে ঐ স্বর্গচতুষ্টযের পরমায়ুই স্বয়ং ব্রহ্মার পরমায়ুরূপে উক্ত হয। ব্রহ্মা সর্ব্বজীবের সূক্ষ্ম শরীরের অধিষ্ঠাতা। তৎসম্বন্ধাধীন তাঁহাকে হিরণ্যগর্ব্ভ কহে। যোগিগণ সাধনপ্রভাবে যে মহাবিদ্যা উপার্জ্জন করেন তাহার নাম হিরণ্যগর্ব্ভ-বিষয়া বিদ্যা। ব্রহ্মজ্ঞান দ্বিবিধ। ক্রিয়াপরতন্ত্র ও বস্তুপর-তন্ত্র। যাহা বস্তুপরতন্ত্র-ব্রহ্মজ্ঞান, তাহা স্থূল সূক্ষ্ম সর্ব্বপ্রকার উপাধি ও ঐশ্বর্য্যবর্জ্জিত। শারীবকে (৩।২) 'প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি ইত্যাদি' তাদৃশ ব্রহ্মজ্ঞান প্রকৃতির অতীত। তাহা ব্রহ্মরূপ পরম বস্তুর অধীন সত্যজ্ঞান এবং নির্গুণমুক্তি শব্দের বাচ্য। যাহা ক্রিয়া-পরতন্ত্র-ব্রহ্মজ্ঞান তাহাই সাধন-প্রভাব। তাহার যে সিদ্ধি তাহাই যোগৈশ্বর্য্য। তাহারই নামান্তর হিরণ্যগর্ব্ভ-বিদ্যা। শারীরকে কর্ম্মাঙ্গ-প্রকরণে (৩।৪।১) কহিযাছেন 'পুরুষার্থোতঃ শব্দাৎ' বেদে আছে আত্মবিদ্যার সাধনদ্বারা সগুণোপাসকের সকল পুরুষার্থ সিদ্ধি হয়। এই বিদ্যার বলে যোগিগণ স্থূলদেহের বীজস্বরূপ সূক্ষ্ম দেহের উপরি প্রভুত্ব লাভ করেন। তাহাতে তদনুষঙ্গীরূপে স্থূল সৃষ্টির বীজস্বরূপ সূক্ষ্মপ্রকৃতি কিয়ৎ-পরিমাণে তাঁহাদের আয়ত্তাধীন হয়। এই সূক্ষ্মরাজ্য পরমাত্মার যে কর্ত্তৃত্বের অধীন তাহার নাম হিরণ্যগর্ব্ভ বা ব্রহ্মা। সেই হিরণ্যগর্ব্ভ

সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়, সূক্ষ্ম প্রাণবায়ু, স্থূল বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত মনোবুদ্ধি প্রভৃতি সূক্ষ্ম দেহসমষ্টির অধিষ্ঠাতা। এই মর্ত্ত্যলোকে স্থূলদ্বারা সূক্ষ্ম আবৃত। ইহার কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়া সকলই স্থূল। ইহার উর্দ্ধতন পিতৃ-দেব-মিলিত স্বর্লোকও স্থূল কর্ম্মফলভোগের প্রদেশ। তথায় স্বর্গবাসিগণের সূক্ষ্ম ঐশ্বর্য্যের প্রভাব অল্পই। কিন্তু উক্ত ব্রহ্মভুবনচতুষ্টয় সূক্ষ্ম ঐশ্বর্য্য ও সত্ত্বগুণের চরম রাজ্য। তথাকার কর্ম্মী, ক্রিয়া ও ভোগ্য সমুদয়ই সূক্ষ্ম। কর্ম্মী—ঐচ্ছিক দেহধারী, ক্রিযা—সঙ্কল্পপ্রধান, এবং ভোগ্য—সগুণানন্দ ও সগুণ-মুক্তি। (বিশেষ বিবরণ পরলোকতত্ত্বে "৬৮ক্রমে" দ্রষ্টব্য।) ঐ সমস্ত সূক্ষ্মভোগী ও ভোগ্য এত দীর্ঘস্থায়ী যে, তাহাদের পরমায়ু, তাহাদের অধিষ্ঠাতৃদেব ব্রহ্মার পরমায়ু, এবং তাহাদের স্থান ব্রহ্মভুবনচতুষ্টয়ের পরমায়ু—সমান বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

১০৫। ভোগশক্তি ও ভোগ্য পদার্থের শক্তি কেবল প্রকৃতিরই বিকার। যোগৈশ্বর্য্য অতি সূক্ষ্ম ও সাত্ত্বিক বটে, কিন্তু তাহাও প্রকৃতির সুসূক্ষ্ম পরিণাম। তাহাও ভোগ, তবে বিশুদ্ধতম ভোগ এইমাত্র। শুদ্ধ প্রকৃতির উপাসনা করিলে সে সম্পদ্ লাভ হয় না। হিরণ্যগর্ভরূপ সূত্রাত্মার সহিত সমুচ্চয়পূর্ব্বক অর্থাৎ ঈশ্বরপ্রণিধানসহকারে যোগসাধনাদি করিলে উক্তরূপ সম্পদ্ ও অমৃতত্ব লাভ হয়। "সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ। বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বাহসম্ভূত্যাহমৃতমশ্নুতে॥" (বাজসনেয়।) যে ব্যক্তি হিরণ্যগর্ভ ও প্রকৃতি উভয়ের সমুচ্চিত-উপাসনা করে সে ব্যক্তি হিরণ্যগর্ভের উপাসনাপ্রভাবে অণিমাদি ঐশ্বর্য্য পাইয়া মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হয় এবং প্রকৃতির অধিকারস্থ দীর্ঘস্থায়ী জীবন লাভ করে। কাঠকেও উক্ত হইয়াছে, "কামস্যাপ্তিঞ্জগতঃ প্রতিষ্ঠাং ক্রতোরনন্ত্যমভয়স্য পারং, স্তোমমহদুরু গায়ং প্রতিষ্ঠাং" ইত্যাদি। হিরণ্যগর্ভোপাসনার ফলস্বরূপ যে হিরণ্যগর্ভ লোক তাহা সকল

কামনার পরিসমাপ্তি-স্থান, তাহা সকল জগতের আশ্রয়, ভূরি কাল স্থায়ী, সকল অভয়স্থানাপেক্ষা অভয়সম্পন্ন, সমস্ত ঐশ্বর্য্যের আকর, এবং বিস্তীর্ণগতিস্বরূপ। তাহা হইতে শীঘ্র চ্যুতি হয় না। যদিও হিরণ্যগর্ব্ভসেবী যোগিগণের এরূপ সম্পদ্ সর্ব্বত্র প্রাপণীয়; কিন্তু ব্রহ্মলোকই ঐ প্রকার ঐশ্বর্য্যের নিকেতন তাহা সর্ব্বশাস্ত্র-সিদ্ধ। তদ্বিষযক ভূরি বার্ত্তা ছান্দোগ্যে এবং শারীরকে আছে। পুরাণাদি শাস্ত্রেও তাহাব অভাব নাই। শারীরকে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন (৪।৩।১০) "কার্য্যাত্যযে তদধ্যক্ষেণ সহিতঃ পরমভিধানাৎ।" ব্রহ্মলোকের বিনাশ হইলে পব যোগিগণ তাহার অধ্যক্ষ হিবণ্যগর্ব্ভের সহিত পরব্রহ্মকে লাভ কবেন। ব্রহ্মলোকের প্রতি সহস্র "অমৃত" বিশেষণ প্রদত্ত হইলেও তাহা বিনাশশীল, এবং তাহার প্রভু হিবণ্যগর্ব্ভও বিনাশশীল একথা শাস্ত্রে বার বার উক্ত হইয়াছে। (বিশেষ বিবরণ মৎকৃত পরলোকতত্ত্বে বিষ্ণুপদ প্রকরণে, দ্রষ্টব্য।)

১০৬। ব্রহ্মলোকের অর্থাৎ হৈরণ্যগর্ব্ভরূপ দীর্ঘজীবনের স্থিতি ও প্রলযকাল সম্বন্ধে মানবস্মৃতি, গীতাস্মৃতি এবং পুবাণশাস্ত্রে যে অঙ্কপাত আছে তাহার আমূল-তত্ত্ব পাওয়া যায় না। ফলতঃ কথিত আছে যে, কেবল যোগিগণই তাহা বুঝিতে পারেন। সামান্য বুদ্ধিতে তাহা প্রতিফলিত হয় না। মানব স্মৃতিতে (১ অঃ) আছে যে, মানুষ ও দেব-সম্বন্ধিনী দিনরাত্রি সূর্য্যকর্ত্তৃক বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে রাত্রি জীবগণের নিদ্রার নিমিত্তে। মনুষ্যদিগের এক মাসে পিতৃগণের এক দিনরাত্রি হয়। তাহা পক্ষদ্বয়ে বিভক্ত। তন্মধ্যে কৃষ্ণপক্ষ তাঁহাদের দিন, এবং শুক্লপক্ষ রাত্রি। মানবীয় এক বর্ষে দেবতাদের এক দিনরাত্রি হয়। তন্মধ্যে সূর্য্যকর্ত্তৃক নিয়মিত উত্তরায়ণ তাঁহাদের দিন এবং দক্ষিণায়ন রাত্রি। যথা—

মানবীয়	১ মাসে ...	...	পিতৃ	১ দিবারাত্রি
ঐ	১ বর্ষে ...	...	দৈব	১ দিবারাত্রি
ঐ	৩০ বর্ষে ...	...	পিতৃ	১ বর্ষ
ঐ	৩৬০ বর্ষে ...	...	দৈব	১ বর্ষ
ঐ	৪ যুগে ...	...	ঐ	১২০০০ বর্ষ।

যাহা ব্রহ্মলোকের বা ব্রহ্মার দিনরাত্রি তাহা যুগের গণনা-দ্বারা নিশ্চয় হয়। যথা—

যুগ	যুগের ভোগকাল মানবীয় বর্ষে	যুগের ভোগকাল পৈত্র বর্ষে	যুগের ভোগকাল দৈব বর্ষে
সত্য	১৭২৮০০০	৫৭৬০০	৪৮০০
ত্রেতা	১২৯৬০০০	৪৩২০০	৩৬০০
দ্বাপর	৮৬৪০০০	২৮৮০০	২৪০০
কলি	৪৩২০০০	১৪৪০০	১২০০
সমষ্টি	৪৩২০০০০	১৪৪০০০	১২০০০

মনুতে আছে যে ঐরূপ এক সহস্র চতুর্যুগ সংখ্যাতে ব্রহ্মার এক দিন হয়, এবং ঐ পরিমাণে তাঁহার এক রাত্রিও হয়। এই-প্রকার দীর্ঘ দিন ও দীর্ঘ রাত্রির জ্ঞান যাঁহাদের আছে তাঁহাদিগকে 'অহোরাত্রবিৎ' কহে। গীতাস্মৃতিতে (৮ অঃ) কহিয়াছেন যে, মানবীয় চতুঃসহস্র যুগপরিমিত ব্রহ্মলোকের দিনমান এবং তত্তুল্য-কালপরিমিত রাত্রিকাল, তাহা যাঁহারা জানেন "তেঽহোরাত্র-বিদো জনাঃ" তাঁহারাই অহোরাত্রবিদ্। গীতাভাষ্যে শঙ্করা-চার্য্য কহেন যে তাঁহারাই কালসংখ্যাবিদ্। শ্রীধরস্বামী কহেন, "সহস্রং যুগানি পর্য্যন্তোঽবসানং যস্য তদ্ব্রহ্মণোযদহস্তদ্যে বিদুঃ যুগসহস্রমন্তো যস্যা স্তাং রাত্রিঞ্চ যোগবলেন যে বিদুস্তএব সর্ব্বজ্ঞা জনা অহোরাত্রবিদঃ, যেষাস্তু কেবলং চন্দ্রাদিত্যগত্যৈব জ্ঞানং তে তথাহোরাত্রবিদোন ভবন্তি অল্পদর্শিত্বাৎ। যুগশব্দেনাত্র চতুর্যুগ-

অভিপ্রেতং চতুর্যুগসহস্রন্তু ব্রহ্মণোদিনমুচ্যত ইতি বিষ্ণুপুরাণোক্তেঃ ব্রহ্মণো ইতিচ মহর্লোকাদিবাসিনামুপলক্ষণার্থং। * * * তাবৎ প্রমাণেব রাত্রিস্তাদৃশৈশ্চাহোবাত্রৈঃ পক্ষমাসাদিক্রমেণ বর্ষশতং ব্রহ্মণঃ পবমায়ুরিতি।" (গীঃ ৮। ১৭।) স্বামিকৃত এই টীকার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মাব দিন যাহা সহস্র যুগপরিমিত, আর তাঁহার রাত্রি যাহা ঐরূপ সহস্র যুগপবিমিত, তাহা যে সকল সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি যোগবলে জানেন তাঁহাবাই অহোবাত্রবিদ্। যাঁহাদের কেবল চন্দ্র সূর্য্যের গতিমাত্রই জ্ঞান তাঁহাবা উক্তরূপ দিবারাত্রিজ্ঞ নহেন যেহেতু তাঁহারা অল্পদর্শী। এস্থলে যুগ শব্দে চতুর্যুগ। সহস্র চতুর্যুগ পরিমাণে যে কাল তাহাই ব্রহ্মাব দিন বলিয়া উক্ত হয়। তাঁহার বাত্রিও সেই পবিমিত। গীতার 'আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ' ইত্যাদি পূর্ব্বশ্লোকে যে 'ব্রহ্মালোক' শব্দ আছে তাহা মহর্লোকাদি ব্রহ্মভুবনচতুষ্টয়কেই লক্ষ্য কবে। সেই সমস্ত লোকে উক্ত পরিমিত দিবারাত্রি প্রচলিত। উক্ত প্রকাব দিবাবাত্রিদ্বাবা কল্পিত পক্ষ মাসাদি ক্রমে একশতবর্ষ ব্রহ্মাব অথবা ঐ ভুবনচতুষ্টয়ের পরমায়ু।

১০৭। এস্থলে এইমাত্র বক্তব্য যে, যোগৈশ্বর্য্য, ও সগুণ-মোক্ষানন্দ সম্ভোগেব মহাস্বর্গস্বরূপ যে ব্রহ্মভুবনচতুষ্টয় তাহার পরমায়ুকাল জ্যোতির্বিদ্যা অথবা সাধারণবুদ্ধির অগম্য। সূক্ষ্ম-শরীর, সূক্ষ্মবিভূতি, সূক্ষ্ম-ঐশ্বর্য্যেব ব্যবহাব ও সূক্ষ্ম-সম্ভোগক্ষেত্র-রূপী ব্রহ্মলোক, এ সমস্তই যোগী ও সূক্ষ্ম প্রকৃতিদর্শীগণেব ধারণাব বিষয়। সুতরাং তাদৃশ সূক্ষ্ম সৃষ্টিব ব্যবহার্য্য দিবারাত্রি ও তাহার পরমায়ুব কাল নিরূপণ তাঁহাদেবই কার্য্য। তাহা জ্ঞাত হওযার প্রণালী স্বতন্ত্ররূপে উক্ত হয নাই। তাহা যোগৈশ্বর্য্যেবই অনুগত। কিন্তু তাহার অঙ্কপাত শাস্ত্রে আছে। ইতিপূর্ব্বে মানব, পিতৃ ও দেবপরিমাণে যে চতুর্যুগসমষ্টির অঙ্কপাত করা গিয়াছে,

কল্পের পরিমাণ তাহারই সহস্রগুণ। ব্রহ্মার দিনমান অর্থাৎ ব্রহ্ম-ভুবনের ব্যবহৃত দিনমানের নাম কল্প। কল্পকালও যাহা, নৈমিত্তিক সৃষ্টির পরমায়ুও তাহা। ব্রহ্মার রাত্রিকালই ব্রহ্মলোকাদি স্বর্গচতুষ্টয়ের রাত্রিমান। তাহার পরিমাণও ব্রহ্মদিনের তুল্য। তাদৃশ দিবারাত্রিদ্বারা এক শতবর্ষ গণনা করিলে, যে সুদীর্ঘকাল হয় তাহাই ব্রহ্মার পরমায়ু। তাহাই মহর্লোকাবধি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত ব্রহ্ম-ভুবনচতুষ্টযের পরমায়ু। তাহাই প্রাকৃতিক-সৃষ্টির চূড়ান্ত পরমায়ু। তাহার পর প্রাকৃতিক-প্রলয়। ৩৬০০০ দিন ও তত্তুল্য রাত্রিতে এক শতবর্ষ হয়। সুতরাং ৩৬০০০ কল্প (বা ৩৬০০০ নৈমিত্তিক সৃষ্টিকাল) ও তত্তুল্য নৈমিত্তিক প্রলয়কাল ধরিয়া ব্রহ্মার বা ব্রহ্মভুবনের আয়ু স্থির হইয়াছে। যথা—

যুগাদি	মানবপরিমাণে বর্ষসংখ্যা	পিতৃপরিমাণে বর্ষসংখ্যা	দেবপরিমাণে বর্ষসংখ্যা
চতুর্যুগ	৪৩২০০০০	১৪৪০০০	১২০০০
নৈমিত্তিক সৃষ্টি বা কল্প অর্থাৎ ব্রহ্মদিন	৪৩২০০০০০০০	১৪৪০০০০০০	১২০০০০০০
ব্রহ্ম দিবা ও রাত্রি	৮৬৪০০০০০০০	২৮৮০০০০০০	২৪০০০০০০
ব্রহ্ম বর্ষ	৩১১০৪০০০০০০০০	১০৩৬৮০০০০০০০	৮৬৪০০০০০০০
ব্রহ্ম আয়ু	৩১১০৪০০০০০০০০০০	১০৩৬৮০০০০০০০০০	৮৬৪০০০০০০০০০

উপরি উক্ত মহাগণনা জ্যোতিষশাস্ত্রের অন্তর্গত নহে ইহাই অভিপ্রায়। যদি তাহা হইত তবে মন্বাদি স্মৃতি'তে 'যোগবলেন যে বিদুঃ,' 'তেঽহোরাত্রবিদোজনা' ইত্যাদি বিশেষ উক্তি থাকিত না। বরং তৎপরিবর্তে জ্যোতিষের উল্লেখ থাকিত। ফলে জ্যোতিষের অনধিকার হইলেও ভারতবর্ষীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ প্রয়োজনস্থলে উক্ত যুগ ও কল্পকালের সংখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। প্রতিবর্ষের

নবপঞ্জিকায় তাহাই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে এবং শক, সম্বৎ প্রভৃতি সামান্য কালসমূহের সহিত সেই জগৎ-সৃষ্টির মহা-শকেরও অঙ্কপাত হইয়া থাকে।

১০৮। ভারতবর্ষে যে যুগচতুষ্টয় প্রচলিত আছে তাহাও সামান্যযুগ-বর্ষ সমূহের ন্যায় কোন জ্যোতিষ-সম্বন্ধীয় কাল নহে। ইতিপূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে, মানব সমাজের ধর্ম্ম, বুদ্ধি ও ভোগাদিকে অধিকারপূর্ব্বক সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগ, ষড়ঋতুর ন্যায় পর্য্যায়ক্রমে উপস্থিত হইয়া থাকে। সত্যযুগ হইতে জ্ঞান, ধর্ম্ম, শক্তি, বীর্য্য, আনন্দ, বিষয়ভোগ প্রভৃতি ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া কলিযুগে তৎসমস্ত মন্দীভূত হয় এবং পাপের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। তাহার পর স্বভাবতঃ ধর্ম্ম ও ভোগাদির আবার উন্নতি হইয়া সত্যযুগের উদয় হয়। ঋষিরা যোগবলে নিরূপণ করিয়াছেন যে, ঐরূপ ১০০০ সত্য, ১০০০ ত্রেতা, ১০০০ দ্বাপর, ও ১০০০ কলি-যুগ হইয়া গেলে একটি অবান্তর-প্রলয়দ্বারা প্রকৃতি পুনঃ শুদ্ধতা লাভ করিবে, কিন্তু তাহার মধ্যগত যুগপরিবর্ত্তন সকল প্রলয় ব্যতীত সম্পন্ন হইবে। কেননা, তাদৃশ পরিবর্ত্তনকালে প্রকৃতি তত দূষিত হইবে না।

১০৯। ইতিপূর্ব্বে প্রত্যেক যুগের যে বর্ষসংখ্যা প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা প্রনিধানপূর্ব্বক দেখিলে বুঝা যাইবে যে, মানব-সমাজের ধর্ম্ম ও সুখভোগের কাল, ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। সত্যযুগে মানব-সমাজের জ্ঞান, ধর্ম্ম ও সুখ-ভোগ চারিপাদে পূর্ণ ছিল; ত্রেতা হইতে কলি পর্য্যন্ত তাহার এক এক পাদ খর্ব্ব হইয়া কলিযুগে একপাদমাত্র অবশিষ্ট আছে। এই নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক যুগের ভোগ-কালও ক্রমে পাদে পাদে হ্রাসাবস্থ হইয়াছে। কলিতে ধর্ম্ম ও সুখাদি ভোগের কাল ৪৩২০০০ মানবীয় বর্ষ; দ্বাপরে তাহার দ্বিগুণ ৮৬৪০০০ বর্ষ; ত্রেতায় তাহার তিনগুণ

১২৯৬০০০ বর্ষ; এবং সত্যে তাহার চারিগুণ ১৭২৮০০০ বর্ষ। এই-সমস্ত গণনাও যোগবলে লব্ধ হইয়াছিল। তাহা সামান্য বুদ্ধিতে প্রতিফলিত হয় না। ফলতঃ যোগের অসাধারণ প্রভাব। তাহার দ্বারা ভূত ও ভবিষ্যৎ নখ-দর্পণস্থ হয়, ব্যবধান ও দূরত্ব বিদূরিত হয় এবং অমৃতায়মান্ শান্তিবারি-পূর্ণ ধর্ম্ম মেঘ হৃদয়াকাশে উত্থিত হয়। প্রকৃতির গুপ্তভাণ্ডারে, অদৃশ্য সূক্ষ্মরাজ্যে, ব্রহ্মভুবন হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত লোকমণ্ডলে, প্রকৃতির যত শোভা, সম্পৎ ও ঐশ্বর্য্য আছে, সে সমস্তই যোগরূপ পবিত্র নেত্রে দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহা অসম্ভব নহে, অস্বাভাবিকও নহে।

১১০। শাস্ত্র পাঠে সংগ্রহ হয় যে, 'ভূ-ধাতু,' 'জল-ধাতু' এবং 'জ্যোতি-ধাতু,' অথবা 'অন্ন,' 'প্রাণ,' ও 'জ্ঞান' এই ত্রিবিধ তত্ত্ব, সমুদয় ভোগের উপাদান। তন্মধ্যে ভূলোকের ভোগ, দেহ বা অন্ন-প্রধান। স্বার্থমিশ্রিত-ধর্ম্ম, শৌর্য্য, বীর্য্য, প্রাণ প্রভৃতি সকলই অন্নধাতুতে রচিত। ধন, প্রজা, পশু, যশঃ সমস্তই অন্নময়। সমস্তই স্থূল-ভোগ, অল্প এবং ক্ষণস্থায়ী। দিবাকরের প্রত্যেক উদয়াস্ত তৎসমূহকে ক্ষয় করে। সেই নিয়মে অন্নধাতু-প্রধান ভোগীর দিনে দিনে আয়ুক্ষয় হয়। ঊর্দ্ধ ৩৬০০০ দিবারাত্রি যাবৎ মানব তাহা ভোগের অধিকারী। ঐ কালে তাঁহার শ্রুতিসিদ্ধ শতবর্ষ পরমায়ু শেষ হইয়া যায়। মৃত্যুর পর তাদৃশ মানব এই ভূলোকেই পুনরায় জন্মেন এবং পুনরায় ঐ নিয়মের বশতাপন্ন হন। কিন্তু যোগপ্রভাবে আয়ু বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পিতৃ-লোকের ভোগ জল-প্রধান অথবা প্রাণ-পর। তাহা চন্দ্রোপলক্ষিত ভোগ। চন্দ্রগ্রহ জলধাতু-প্রধান। জল ও প্রাণ অন্নাপেক্ষা সূক্ষ্ম পদার্থ। তাহা প্রজা, পর্জ্জন্য, মানসিক সুখ, এবং অন্নের কারণস্বরূপ। যে সকল গৃহপতি, পৃথিবীর মঙ্গলার্থে সেই সকল অপেক্ষাকৃত নিস্বার্থ-ধর্ম্ম ও সূক্ষ্মভোগের কামনাপূর্ব্বক প্রজাগণের হিতার্থ প্রাজাপত্য ব্রহ্ম, ইন্দ্রযাগ ও ইষ্টাপূর্ত্তাদি ক্রিয়া করেন, তাঁহাদের

পার্থিব পরমায়ু তাদৃশ পুণ্যবশতঃ শত বর্ষের অধিক হইতে পারে। না হইলেও ক্ষতি নাই। কেননা তৎফলে পরলোকের নিমিত্তে তাঁহারা দীর্ঘতর পরমায়ু সঞ্চয় করেন এবং পিতৃলোকে গিয়া তাহা ভোগ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সেই পরমায়ু ও তদ্ভুক্ত ভোগাদি, সূর্য্যের উদয়াস্তদ্বারা শীঘ্র শীঘ্র নিয়মিত বা হ্রাসাবস্থ হয় না; কিন্তু পিতৃ-দিবারাত্রিস্বরূপ কৃষ্ণ ও শুক্ল পক্ষদ্বারা নিযমিত ও হ্রসিত হইযা থাকে। তাহাতে তাঁহাদের স্বীয মানে এক শত বর্ষ পরমায়ু হইলে, তাহা আমাদের শতবর্ষেব ত্রিংশদ্গুণ অর্থাৎ ৩০০০ বর্ষ হইবেক। তাঁহাদের যতই পবমায়ু হউক ভোগ সমাপ্ত হইলে তাঁহাবা পুনর্ব্বাব পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁবা স্থূল-অন্ন-ধাতু-প্রধান নহেন, কিন্তু অন্নেব অথবা পৃথিবীর সূক্ষ্মমূর্ত্তিস্বরূপ প্রাণ ও জলধাতু-প্রধান। চন্দ্রের কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষ জলধাতুর নিযামক এজন্য তাঁহারা চন্দ্র-ধাতু-প্রধানরূপে কথিত হন। চন্দ্রের যে অংশ সূর্য্যের সুষুম্না রশ্মিদ্বাবা পৃথিবীর দিকে দিন দিন শুক্ল হয়, তদ্ভুক্ত কালকে আমবা শুক্লপক্ষ বলি, সেই কালটি পিতৃলোকের রাত্রিকাল। তাঁহাব যে অংশ উর্দ্ধভাগে গগন-মার্গেব দিকে শুক্ল হয়, অর্থাৎ যাহা পৃথিবী হইতে সম্পূর্ণ দৃষ্টিগোচব হয় না তদ্ভুক্ত পক্ষটী আমাদের কৃষ্ণ-পক্ষ হইলেও পিতৃলোকের দিবাকাল। অতএব পক্ষদ্বযে বিভক্ত সেই দীর্ঘ দিবা ও দীর্ঘ রাত্রিকাল দ্বারা পিতৃস্বর্গস্থ উপাদেয় ভোগ, ধর্ম্ম ও সুখ নিযমিত হইযা থাকে। এই পার্থিব ও পৈত্র ভোগকাল সামান্য গণনাব সিদ্ধান্ত নহে, কিন্তু যোগ ও সূক্ষ্ম দূবদৃষ্টিব ফল।

১১১। ভূলোকেব ভোগ যেমন ভূ-ধাতু ও অন্ন-প্রধান, এবং পিতৃ-স্বর্গীয় ভোগ যেমন তদপেক্ষা সূক্ষ্ম জল-ধাতু ও প্রাণ-প্রধান, সেইরূপ দেবস্বর্গের ভোগ আলোক-ধাতু ও জ্ঞান-প্রধান। তাহা মানবীয় দিবা বা শুক্লকৃষ্ণপক্ষদ্বয় দ্বারা নিয়মিত হয় না। তাহা সূর্য্যের উত্তরায়ণ

ও দক্ষিণায়ণ দ্বারা শাসিত হইয়া থাকে। চন্দ্র যেমন পার্থিব প্রাণ ও জলধাতু-প্রধান, সূর্য্য সেইরূপ আলোক-ধাতু ও জ্ঞান-ধাতু-প্রধান। যাঁহাদের চিত্ত দেব-যজ্ঞ, দেবতা-জ্ঞানরূপ বিদ্যা, প্রতীকোপাসনা, বাসন্তীয়া ও শারদীয়া প্রভৃতি উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ বিহিত পূজা-দ্বারা প্রসাদ-সম্পন্ন, দিবারাত্রি বা পক্ষদ্বয় পরিমাণে তাঁহাদের আয়ুক্ষয় হয় না; কিন্তু উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণবিশিষ্ট দ্বাদশ মাস পরিমাণে তাহা হইয়া থাকে। উত্তরায়ণ তাঁহাদের দিবস এবং দক্ষিণায়ন রাত্রি। সুতরাং তাঁহাদের দিবারাত্রি যখন আমাদের একবর্ষ পরিমিত তখন তাঁহাদের একবর্ষ আমাদের ৩৬০ বর্ষ পরিমিত এবং তাঁহাদের শতবর্ষ আমাদের ৩৬০০০ বর্ষ পরিমিত। এই নিয়মে আমাদের ৪ যুগে অর্থাৎ ৪৩,২০,০০০ বৎসরে তাঁহাদের ১২০০০ বর্ষ মাত্র। প্রাগুক্ত প্রকার দেবজ্ঞানী মহাপুরুষদিগের যে স্থানে গতি হয় তাহার প্রচলিত দিবারাত্রি ও যুগাদির এই নিয়ম। সেই স্থানের নাম দেবলোক বা দেবস্বর্গ। তথাকার ভোগ সমাধা হইলে ভোগীগণ পৃথিব্যাদি নিম্নস্থ লোকমণ্ডলে পুনরাবর্ত্তিত হন, কিন্তু যাঁহাদের চিত্ত জ্ঞানপ্রধান-সূক্ষ্ম জ্যোতিঃ বা হিরণ্যগর্ভ-রূপ সূক্ষ্ম প্রাণের উপযাচক তাঁহারা তথা হইতে ক্রমোন্নতি সহকারে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত উত্থান করেন।

১১২। তেজ, আলোক ও জ্ঞানধাতুর যে উৎকৃষ্ট, সূক্ষ্ম ও সাত্ত্বিকাংশ তাহাই ব্রহ্মভুবনচতুষ্টয়ের ভোগোপাদান। যাঁহারা পার্থিব, পৈত্র ও দৈব-ভোগ প্রত্যাখ্যানপূর্ব্বক মহা সূক্ষ্মা প্রকৃতি-রূপিণী হিরণ্যগর্ভ-বিষয়া ব্রহ্মবিদ্যা ও যোগজা-বিভূতির সেবা করেন, যাঁহারা ব্রহ্মচারী ও বনবাসী হইয়া প্রতিমাপূজা ও যজ্ঞাদি ত্যাগপূর্ব্বক অপ্রতীকোপাসনায় ও যোগধারণে ব্রতী হন তাঁহারাই ব্রহ্মভুবনের অধিকারী। তাঁহাদের উন্নত মানসিক-ধাতু, যোগৈশ্বর্য্য ও সঙ্কল্পাত্মিকা সাত্ত্বিকী বিদ্যুৎশক্তি-সম্পন্ন। তাঁহাদের স্থূল-

দেহ ধারণ তাদৃশ শক্তি বশাৎ ঐচ্ছিক মাত্র। এই সৌর জগতের সূর্য্য, অথবা, স্থূল ভোগীদিগের শাস্তা অন্য কোন জগতের সূর্য্য, তাঁহাদের অথবা তাঁহাদের মোক্ষ পুরীচতুষ্টযের সংযমক নহে। "নৈব তত্র ন নিম্লোচ নোদিয়ায কদাচন।" (ছাঃ ৩।১১।২) সেই ব্রহ্মলোকে এই সূর্য্য কখন অস্তগতও হন না, উদিতও হন না। তাৎপর্য্য এই যে, 'ব্রহ্মলোকে সূর্য্য, জীবন হ্রাস করেন না।' (তত্ত্বঃ বোঃ) সেই লোক, জগৎ সবিতা হিরণ্যগর্ব্ভরূপ মহা সূক্ষ্ম সূর্য্যের অধিকারস্থ। 'যত্রামৃতঃ স পুরুষোহ্যব্যয়াত্মা' যেখানে প্রথমজ অব্যয়াত্মা অমৃতস্বরূপ হিরণ্যগর্ব্ভ সংসারের বীজরূপে যাবৎ সংসার স্থায়ী তাবৎকাল অবস্থিত আছেন। (শাঃ ভাঃ ১ মুঃ ২ খঃ ১১ শ্রু।) 'তেষামসৌ বিরজোব্রহ্মলোক ন যেষু জিহ্ম মনৃতং ন মায়াচেতি।' (১প্রঃ ১৬।) যাঁহাদের কৌটিল্য বা অসত্য ব্যবহার নাই এবং মিথ্যাচাররূপা মায়া নাই, (আদিত্যোপলক্ষিত উত্তরায়ণঃ প্রাণাত্মভাবঃ বিরজঃ শুদ্ধঃ অসৌ ব্রহ্মলোকঃ তেষাং। শাঃ ভাঃ ১প্রঃ ১৬) তাঁহাদেরই নিমিত্তে এই আদিত্যোপলক্ষিত, উত্তরা গতিস্বরূপ, সূক্ষ্মপ্রাণস্বরূপ, রজোমলবর্জিত, বিশুদ্ধ ব্রহ্মলোক। 'অথোত্তরেণ তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধযা বিদ্যয়াত্মানমন্বিষ্যাদিত্যমভিজয়ন্তে। এতদ্বৈপ্রাণানামায়তনমেতদমৃতমভয়মেতৎ পারায়ণমেতস্মান্ন পুনরাবর্ত্তন্ত ইতি।' (ঐ ১০) যাঁহারা তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, শ্রদ্ধা, ও হিরণ্যগর্ব্ভবিষয়া বিদ্যাদ্বারা হিরণ্যগর্ব্ভরূপ সূক্ষ্ম সমষ্টি প্রাণাত্মাকে অন্বেষণ করেন, তাঁহারা উত্তর পথদ্বারা হিরণ্যগর্ব্ভ-ভুবনরূপ আদিত্যলোকে গমন করেন। এই লোকই প্রাণ সকলের আয়তন, ইহাই অমৃত, ইহাই পরমগতি, ইহা হইতে আর পুনর্জন্ম হয় না। ভূলোক, পিতৃলোক, এবং দেবলোকে ভোগের যতবিধ উপাদান আছে, এই ব্রহ্মলোক তাহার সূক্ষ্ম ও তৈজস আয়তন ক্ষেত্র। এখানে সূক্ষ্ম-জ্যোতিঃ ও জ্ঞান-

জ্যোতিঃ বিরাজিত। প্রভু হিরণ্যগর্ভ্ত হইতে তাহা নিঃসৃত হইয়া যোগী ও তাপস-মণ্ডলের মহৈশ্বর্য্য ও বিভূতিস্বরূপ হইয়াছে। ঐ বিভূতি তত্রত্য ভোক্তাগণের সঙ্কল্পিত অন্তর্দ্ধানাবস্থায় সাত্ত্বিক জ্ঞান মাত্র; কিন্তু তাঁহাদের ঐচ্ছিক-দেহ প্রকাশ ও ভোগাদিকালে তাহা সঙ্কল্পরূপ-বিদ্যুৎ-শক্তি-সম্পন্ন।

১১৩। সর্ব্ব সঙ্কল্পের আশ্রয়, সর্ব্বপ্রকার প্রাকৃতিকশক্তির নিয়ামক, এবং সর্ব্বজ্ঞানের সমষ্টি-আধার ও আকরস্বরূপ প্রভু হিরণ্যগর্ব্ভের সৃষ্টি-সঙ্কল্পরূপ জাগরণ এবং সৃষ্টি-শক্তির বিশ্রামরূপ নিদ্রাই যথাক্রমে ব্রহ্মলোকের দিবস ও রাত্রি-শব্দের বাচ্য। প্রকৃতির সত্ত্বগুণ নিষ্পাদিত জ্ঞান, শক্তি, ভোগ প্রভৃতির ক্ষয় হইলেই ঐ বিরামকাল উপস্থিত হয়। মানবীয় এক সহস্র চতুর্যুগের পর এবং দৈব ১২০০০ বর্ষের অন্তে সেই কালটি আগত হয়। ঐ কালে যোগৈশ্বর্য্যরূপ সূক্ষ্ম প্রাকৃতিক-তত্ত্ব নিদ্রিত হয় বলিয়া উহা ব্রহ্ম-ভুবনের রাত্রিস্বরূপ। তাদৃশ রাত্রির পরিমাণ সহস্র চতুর্যুগব্যাপী। যোগৈশ্বর্য্যই সকল স্থূল ঐশ্বর্য্য ও প্রাণের সূক্ষ্ম আয়তন। সুতরাং তাহার নিদ্রাতে নিম্নস্থ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রলয়ে লীন হয় এবং তাহার জাগরণে পুনঃ সৃষ্ট হয়। এইরূপ প্রলয় ও সৃষ্টিতে, সূক্ষ্ম-ভূতগণ এবং সূক্ষ্মদেহসমূহ বিনষ্ট ও কৃত হয় না। তাহার সহিত কেবল স্থূলাবয়বেরই সম্পর্ক। এইরূপ সৃষ্টির নাম নৈমিত্তিক সৃষ্টি এবং তাহার পরমায়ুর নাম-কল্পকাল। আর, এইরূপ প্রলয়কে নৈমিত্তিক প্রলয় ও কল্পান্ত কহে।

১১৪। ঐরূপ জাগরণ ও নিদ্রা অর্থাৎ দিবারাত্রিই ব্রহ্ম-দিবারাত্রি-শব্দের বাচ্য। তাদৃশ দিবারাত্রিকে অধিকারপূর্ব্বক ব্রহ্মার শতবর্ষ পরমায়ু ভোগ হয়। তদ্ভুক্ত প্রতিদিনে একটী নৈমিত্তিক সৃষ্টির উদয় হয় এবং প্রতিরাত্রিতে নৈমিত্তিক প্রলয় হয়। অতএব ব্রাহ্মপরিমিত উক্ত শতবর্ষের মধ্যে তাদৃশ সৃষ্টি

ও প্রলয় পুনঃ পুনঃ ৩৬০০০ বার সংঘটিত হয়। তাহার পর প্রকৃতিশক্তি মূলতঃ নিস্তেজ হইয়া যখন পুনঃ সংশোধনার্থ পরব্রহ্মে প্রবেশ করে, সেই কালকে প্রাকৃতিক প্রলয় কহে। তাহাতে প্রকৃতির সুক্ষ্মধাতু পর্য্যন্ত উপসংহৃত হয়। সুক্ষ্মভূত, সুক্ষ্ম বিভূতি, ও সুক্ষ্মদেহ, কারণরূপিণী শক্তিতে পরিণত হইয়া পরব্রহ্মেতে সাম্যাবস্থা লাভ করে। তখন ব্রহ্মাব সহিত ব্রহ্মভুবনস্থ সমস্ত যোগী, পবব্রহ্মে প্রবেশ কবেন। ব্রহ্মাব প্রাগুক্ত প্রকার দিন বাত্রি ও পরমায়ু-সংখ্যা যাহা উক্ত হইযাছে, সে সমস্তই যোগ-নিষ্পাদ্য গণনা। সামান্য বুদ্ধিতে তাহা স্ফূর্ত্তি পায না। যোগ-বিদ্যার এই অলৌকিক অথচ মহাসূক্ষ্ম স্বাভাবিক প্রভাবকে কে অস্বীকার করিবে? যাঁহাদেব দেহে অদ্যাপি আর্য্যশোণিত প্রবাহিত হই-তেছে এবং যাঁহাদেব অন্তঃকবণে এখনও ঋষিসেব্য তেজোময় ধাতুব কিঞ্চিন্মাত্রও অবশিষ্ট আছে, তাঁহারা ভারতবর্ষের ঐ মহামান্য বিদ্যাকে কখনই অমান্য কবিতে সাহস করেন না।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

নৈমিত্তিক প্রলয়।

১১৫। এক সহস্র সত্য, এক সহস্র ত্রেতা, এক সহস্র দ্বাপর এবং এক সহস্র কলিযুগ লইয়া ব্রহ্মার এক দিন হয়। ব্রহ্মার একদিনের নাম এক কল্প। এক এক কল্পের মধ্যে চতুর্দ্দশ মন্বন্তর হইয়া থাকে। তদন্তে ব্রহ্মার দিবাবসান ও নিদ্রাকাল উপস্থিত হয়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ত্রৈলোক্যের সার্ব্বভৌমিকী স্থূল-শক্তি ক্ষয় জন্য ঈশ্বরীয় স্থূল সৃষ্টি-কর্ত্তৃত্বরূপ ব্রহ্মার নিদ্রা কল্পিত হইয়াছে। সে নিদ্রা কেবলমাত্র প্রকৃতির স্থূল-ধাতুর ও তদন্তর্গত ব্রহ্মকর্ত্তৃত্বের বিরামবোধক। নতুবা ঈশ্বরের নিদ্রা অসম্ভব।

ব্রহ্মার দিবাবসান অর্থাৎ ব্রহ্মনিদ্রা নিমিত্ত যে ত্রৈলোক্যের লয় তাহার নাম নৈমিত্তিক প্রলয়। এই প্রলয় দ্বারা কৃতক শব্দ-বাচ্য ভূলোক, ভুবলোক, ও পিতৃদেবমিলিত স্বর্গলোক এই লোক-ত্রয় বিনষ্ট হয়। জনলোক, তপোলোক ও ব্রহ্মলোকের তুলনায় এই ত্রিলোক-বিশ্ব স্থূল ভোগের স্থান। এসমস্ত লোকে যেরূপ স্থূল ভোগের অধিকার, যেরূপ বাসনা ও অদৃষ্ট বিদ্যমান, এবং অন্ন, জল, তেজঃ, প্রভৃতির যেরূপ স্থূল প্রভাব বর্ত্তমান, তাহা সামান্যতঃ প্রকৃতির স্থূল-ধাতু মাত্র। সেই সমষ্টি স্থূল-ধাতু ক্ষয় অথবা তাহার অধিষ্ঠাতৃদেবতা ব্রহ্মার দিবাবসান একই কথা। সেই অবস্থা উপস্থিত হইলেই উপরি উক্ত লোকত্রয় নৈমিত্তিক প্রলয়ে বিলীন হইয়া থাকে।

১১৬। নৈমিত্তিক প্রলয়ে পঞ্চীকৃত ভূত-পঞ্চের মহাতেজোময় ও পরম পবিত্র দীর্ঘস্থায়ী সত্ত্বাংশ দ্বারা বিরচিত জন, তপ ও

ব্রহ্মলোকের বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয় না। যে সকল সাধুব্রত পুরুষেরা পৃথিবী অবধি ধ্রুবলোক পর্য্যন্ত স্বর্গত্রয়ের ভোগ্য বিষয়ানন্দ, পিতৃ ও দৈবকর্ম্ম-নিষ্পন্ন সামান্য ফল প্রভৃতি হীন ভোগ ত্যাগ করিয়া যোগসাধন, সন্ন্যাস, বা ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা চিত্তকে উন্নত করিয়াছেন তাঁহারাও বিপদ্‌গ্রস্ত হন না। তাঁহারা ভূতপঞ্চের নির্বাসিত যে প্রকার সত্ত্বগুণের সেবা করেন; সূক্ষ্মভূত নিষ্পন্ন মনোবুদ্ধি-প্রধান সূক্ষ্ম দহ মাত্রের অবলম্বনে যে প্রকার বিচরণাদি করেন; বাহ্য ইন্দ্রিয়, প্রাণ বায়ু, ক্ষুৎ, পিপাসা প্রভৃতিকে দমনপূর্ব্বক যেরূপ মানসিক সূক্ষ্ম শক্তির ভজনা করেন; বাহ্য যাগ যজ্ঞ ক্রিয়াকলাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক যে প্রকার প্রাণায়ামাদি ক্রিয়া করেন; বাহ্য দেব-দেবীর পূজা ত্যাগপূর্ব্বক যে প্রকার সূক্ষ্মদেহাদির অধিষ্ঠাতৃ হিরণ্যগর্ব্ভাদি দেবতার ধ্যান ধারণা করেন; তাহাতে উক্ত লক্ষণবিশিষ্ট ত্রৈলোক্যের বিনাশে তাঁহাদের সূক্ষ্মদেহাবলম্বনপূর্ব্বক সূক্ষ্ম ঐশ্বর্য্যভোগের ও তাহার ফলদাতাস্বরূপ হিরণ্যগর্ব্ভ দেবের সহবাসে সাত্ত্বিক আনন্দ সম্ভোগের কিছুমাত্র ব্যাঘাত হয় না। অতএব ত্রিভুবনের তাদৃশ বিলয়কালে জনলোক, তপোলোক, ও ব্রহ্মলোক, অটল থাকে। তথাকার নিবাসিগণ তখন রক্ষা পান এবং ত্রৈলোক্য সেই সকল উন্নত স্বর্গের ভাগী যত যোগী, সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী থাকেন, সে সময়ে তাঁহারা স্ব স্ব মানসত্যক্ত স্থূল কলেবর সকল অবাধে ত্যাগপূর্ব্বক ঐ সমস্ত জ্যোতির্ম্ময় ভুবন আশ্রয় করেন। তাদৃশ মহাবিপ্লব সময়ে মহর্লোক একেবারে জনশূন্য হইয়া যায়। মহর্লোকবাসী মহাত্মারা সকলেই যোগৈশ্বর্য্যসম্পন্ন। এজন্য তাঁহারা সকলেই উদ্ধার লাভপূর্ব্বক জনলোক আশ্রয় করেন।

১১৭। অতএব নিশ্চয় হইল যে, নৈমিত্তিক প্রলয়ে অন্ন, জল, তেজঃ প্রভৃতির স্থূল প্রভাব বিনষ্ট হয়। সূক্ষ্ম, সাত্ত্বিক তৈজস ও

বিদ্যুতীয় প্রভাব বর্ত্তমান থাকে। সূক্ষ্মভূতগণ ও স্থূলভূতসংখ্যা সমুদয়ই বর্ত্তমান থাকে। কেবল পৃথিবী এবং পিতৃ ও দেবলোকে ধ্রুব তারা পর্য্যন্ত পৃথিবীর ন্যায় যত বসতি-স্থান, ভোগ-স্থান, ও সুখধাম আছে, সমস্তই প্রলয়-কবলিত হয়। উপরি উক্ত বৃহদায়তনক্ষেত্রের অন্তর্গত দেব পিতৃ প্রজাপোষক সূর্য্যচন্দ্র পৃথিব্যাদি প্রত্যেক অংগোলক সঙ্কর্ষণানলে দগ্ধ হইয়া প্রলয়াগ্নিসম্ভূত অথচ স্ব স্ব অব্যবহিত কারণস্বরূপ জলে একার্ণবীভূত হইয়া যায়। উহার কুত্রাপি একটি জীবও বিদ্যমান থাকে না। উহার জাগ্রত কালে পরমাত্মার ব্রহ্মানামক যে অধিষ্ঠান উহার নিয়মানে নিযুক্ত থাকে, তাহা নিদ্রিত হইয়া যায়। এক মহাঘোরা কালরাত্রি এই ত্রিভুবনকে গ্রাস করিয়া ফেলে। তাহার নাম ব্রহ্মরাত্রি (ব্রহ্মার বজনী)। যদবধি জনলোক, তপোলোক ও ব্রহ্মলোক অবস্থিতি করে, সে পর্য্যন্ত পৃথিবী হইতে ধ্রুবতারা পর্য্যন্ত যে ত্রিলোকবিশ্ব তাহা এইরূপে বার বার প্রলয়প্রাপ্ত এবং বাব বার সৃষ্ট হয়। সেই জন্য তৎসমূহকে 'কৃতক' কহে। 'ত্রৈলোক্যমেতৎ কৃতকং।' 'কৃতকং' প্রতিকল্পং কার্য্যত্বাৎ। (বিঃ পুঃ ২।৭।১৯।)

১১৮। জীবের স্থূলশরীর, পার্থিব প্রাণ, এবং স্বর্গীয় কলেবর-সম্বন্ধীয় যে সুখভোগের অধিকাব তাহা স্বভাবতঃ চিবস্থায়ী নহে। তাহার সহিত প্রকৃতির যে অংশের লিপ্ততা এবং ঈশ্বরের যে কর্ত্তৃত্ব বিদ্যমান আছে তাহাও চিরস্থায়ী হইতে পারে না। এই কারণে নৈমিত্তিক প্রলয়ে, দেহ, ভোগস্থান, প্রকৃতি এবং তাহাদের সুব্যক্ত সম্বন্ধেব যুগপৎ প্রলয় উপস্থিত হইয়া থাকে এবং তাহার অন্তর্গত ঈশ্বরীয় কর্ত্তৃত্বস্বরূপ ব্রহ্মাও নিদ্রাভিভূত হন।

১১৯। জীবদেহে নিদ্রাই একটি প্রলয়, কিন্তু মৃত্যুর ন্যায় তাহা ভয়ঙ্কর নহে। মৃত্যুকে যদি প্রাকৃতিক প্রলয়ের সহিত তুলনা দেও, তবে নিদ্রা, নৈমিত্তিক বা অবান্তর প্রলয়ের তুল্য হইবে।

অতএব জীবদেহে নিদ্রাই ক্ষুদ্র প্রলয়-স্বরূপ। শরীরের বীর্য্য ও শক্তি প্রতিদিনই নিস্তেজ হইয়া যেমন প্রতিদিনই নিদ্রা উপস্থিত করে, সেইরূপ এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত ভূরাদি ত্রিলোকের সমুদয় ব্যবহারিক শক্তি প্রত্যেক সহস্র চতুর্যুগান্তে হ্রাস হইয়া যায়। তাহাতেই ব্রহ্মনিদ্রা, নৈমিত্তিকপ্রলয় বা কল্পান্ত সংঘটিত হয়। এইরূপ অবান্তর প্রলয় অস্বাভাবিক নহে। জীবদেহে সমস্ত দিনের জাগরণ ও পরিশ্রমের পর নিদ্রা উপস্থিত হওয়া যদি স্বাভাবিক হয়; বৃক্ষসকলের এক বা দুই বর্ষকাল ফলধারণান্তে ফলপ্রসবের শক্তি ক্ষয় জন্য যদি এক বা বর্ষদ্বয় বিরাম গ্রহণ করা স্বাভাবিক হয়; ফল ও পুষ্প বৃক্ষসমূহের ঋতুবিশেষে নবপল্লব, মুঞ্জরী, পুষ্প, ফলপ্রসবান্তে অবশিষ্ট ঋতুকালে সুষুপ্তবৎ থাকা যদি স্বাভাবিক হয়; দীর্ঘকাল স্বল্প-বৃষ্টি, মন্দবায়ু,উত্তাপাতিশয্যের পব যদি মহামহা বৃষ্টি ও ঝড় উপস্থিত হওযা স্বাভাবিক হয়; জনতাকুল, বীর-সমাকীর্ণ, স্বাস্থ্য ও সুভোগ-সুখোন্মত্ত মধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ডতুল্য দীপ্তিমান নগরের দীর্ঘ-কালীন-ভোগেব ক্ষযনিবন্ধন যদি মহামাবীগ্রস্ত বা বিজন অরণ্যে পরিণত হওযা স্বাভাবিক হয; তবে এই ত্রিলোক-বিশ্ব সহস্র-চতুর্যুগ জাগ্রত ও জীবন্ত থাকিয়া তাহার পর ক্রমশঃ শক্তি-ক্ষয়, বীর্য্যক্ষয়, ভোগক্ষয়বশতঃ নৈমিত্তিক প্রলয়রূপ যে একটি ঘোর নিদ্রাতে অভিভুত হইবে তাহাকেও স্বাভাবিক ঘটনা বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। যখন এই পৃথিবীতে সময়ে সময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিস্তর উৎপাৎ দেখা দিতেছে, তখন অবান্তর-প্রলয়রূপী বৃহৎ বিপদ সকলও যে প্রত্যেক নিরূপিত সময়ান্তে উপস্থিত হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? যখন পৃথিবী, অগ্নি ও জলপ্লাবনে অদৃশ্য হইতে পারে; তখন স্বর্গও যে পারিবে না এমন স্থির করা উচিত নহে; কারণ স্বর্গও ভোগের স্থান। যেখানে ভোগ আছে সেইখানেই ক্ষয় আছে।

১২০। ফলতঃ ঋষিরা আমাদের ন্যায় যুক্তিপরতন্ত্র হইয়া বা কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া এই সকল প্রলয়ের বিবরণ শাস্ত্র-বদ্ধ করেন নাই। এসমস্ত তত্ত্ব ঈশ্বরের সাক্ষাৎ প্রত্যাদেশস্বরূপ তাঁহাদের যোগারূঢ়া ও বিক্ষেপচলন-বর্জ্জিতা বুদ্ধিতে উদয় হইয়াছিল। আমাদের পারলৌকিক উপকারার্থে তাহা তাঁহাবা লিখিয়া গিয়াছেন। এইক্ষণ আমাদের যেরূপ যুক্তি ও বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা আমরা ঐ সকল তত্ত্ব পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারি না। তথাপি শাস্ত্রীয় যুক্তির অনুগত হইয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিলে বুঝিতে পাবি যে, আমাব শরীররূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে যখন নিত্য নিত্য নিদ্রারূপ নৈমিত্তিক প্রলয় হইতেছে, এবং একদিন মৃত্যুরূপ মহাপ্রলয় হইবে; তখন সেই সকল ধাতুতে বিনির্ম্মিত, তদীয় উদ্ভব-সাধকরূপ ভূরাদি ত্রৈলোক্য কেন সেইরূপ নৈমিত্তিক লয়কে না পাইবেক? এবং কেনই বা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডীয় সমস্ত স্থূল-সূক্ষ্ম তত্ত্ব কোন নিরূপিত দীর্ঘকালান্তে মহাপ্রলযে কবলিত না হইবে? আমরা শাস্ত্রীয় যুক্তিব প্রসাদাৎ আরো বুঝিতে পারি যে, যেমন সূক্ষ্মদেহ-নিবন্ধন আমার এই পৃথিবীতে বা অন্যালোকে পুনরুদয় হইবে, তখন সর্ব্বভূতেব সূক্ষ্মবীজ-স্বরূপিণী প্রকৃতিনিবন্ধন এই নৈমিত্তিক বা প্রাকৃতিক সৃষ্টি আবার কেন প্রকাশ না পাইবে? চিন্তাব্যতীত, ধ্যানব্যতীত, সাধনাব্যতীত শাস্ত্রাচার্য্যের বাক্যে শ্রদ্ধাব্যতীত এসকল তত্ত্ব ধারণ করা যায় না। অশ্ব, রথ, দাস, দাসী, অট্টালিকা, সংবাদপত্র, পুস্তকালয, সভারোহণ, বক্তৃতা, অর্থকরী বিদ্যা, অভিমান-পূর্ণ-সভ্যতা এবং অন্যান্যরূপ বিষয়বুদ্ধি-প্রদ ব্যাপারের মধ্যে ঐ সকল তত্ত্বের স্থান হয় না, কেবল স্থিরচিত্ত শাস্ত্রীয়-বুদ্ধিসম্পন্ন ধীরেরা তাহার সত্যতায় নিঃসংশয় হয়েন।

১২১। প্রাকৃতিক সৃষ্টি অবধি প্রাকৃতিক প্রলয় পর্য্যন্ত ব্যাপী বিষ্ণুর যে দিবাভাগ তদন্তর্গত কালমধ্যে যতবার নৈমিত্তিক সৃষ্টি ও

প্রলয় হয় তাহা হিরণ্যগর্ব্ভের অধিকারভুক্ত। মানবের যেমন শতবর্ষ পরমায়ু ব্রহ্মারও সেইরূপ ব্রাহ্মপরিমিত শতবর্ষ পরমায়ু। প্রত্যেক মানব যেমন আত্মেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধি প্রাণাদির ব্যষ্টি মাত্র, তদবস্থায় কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বের আধারবিশেষ, এবং স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কার্য্যমাত্র. ব্রহ্মা সেইরূপ সমস্ত সূক্ষ্মদেহাবচ্ছিন্ন আত্মার সমষ্টি অধিষ্ঠাতা। সেই কারণে তিনি বেদান্তাদি শাস্ত্রে জীবঘন বলিয়া উক্ত হন। তিনি সমুদয় কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বের নিয়ন্তা এবং সামান্যতঃ সমস্ত পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যের অখণ্ড ঘনীভূত কারণস্বরূপ। ব্যষ্টিলক্ষণাক্রান্ত মানবের যেমন জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও মৃত্যু এই চারি অবস্থা, সমষ্টিলক্ষণাক্রান্ত ব্রহ্মারও ঐরূপ চারি অবস্থা। ঐ সমষ্টি অবস্থাচতুষ্টয়ের মধ্যে প্রত্যেকে স্ব স্ব জাতীয় সমগ্রব্যষ্টি অবস্থার বীজস্বরূপ। সর্ব্বজীবের একায়ন এবং অখণ্ডপ্রাণস্বরূপ ব্রহ্মার জাগরণেই সকলের সৃষ্টিরূপ জাগরণ ও স্থূলদেহের আবির্ভাব। এই জাগ্রত অবস্থায় তাঁহার সংজ্ঞা বিরাট। জগতে স্থূলদেহ ও জাগ্রত অবস্থা আবির্ভূত হওয়ার পূর্ব্বে সূক্ষ্মদেহও অঙ্কুরাবস্থা মাত্র ছিল। সামান্য স্বপ্নে, স্বপ্ন-দেহ ও ভোগ্যপদার্থ যেমন স্থূলত্বে পরিণত হয় না, কেবল অঙ্কুরবৎ অথবা জাগরণ ও নিদ্রার সন্ধিবৎ উপলব্ধি হয়, জগতের সূক্ষ্মাবস্থায় জীবগণের ইন্দ্রিয় প্রাণাদিবিশিষ্ট সূক্ষ্মদেহ তদ্রূপ অঙ্কুরবৎ বা সন্ধিবৎ ছিল। সর্ব্বজীবের এইরূপ সূক্ষ্মাবস্থা স্বতন্ত্র বা স্বয়ম্ভূ নহে, কিন্তু তজ্জাতীয় একমাত্র সর্ব্বগত সমষ্টি সূক্ষ্ম প্রাকৃতিক তত্ত্বের ব্যষ্টিভাব। সেই সমষ্টিভাবটি ব্রহ্মার স্বপ্নাবস্থারূপে কথিত হয়। সেই অবস্থা সমস্ত অঙ্কুরের গর্ব্ভাঙ্কুর। কাঠকে ‘ঊর্দ্ধমূলঃ অবাক্‌শাখঃ’ ইত্যাদি শ্রুতির ভাষ্যে পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—“অবিদ্যাকামকর্ম্মাব্যক্তবীজপ্রভবঃ পরব্রহ্মবিজ্ঞানক্রিয়াশক্তিদ্বয়াত্মকহিরণ্যগর্ব্ভাঙ্কুরঃ সর্ব্বপ্রাণিলিঙ্গভেদস্কন্ধঃ।” অবিদ্যাকামকর্ম্মস্বরূপিণী বীজ-

প্রকৃতি এই সংসারবৃক্ষের প্রভবস্থান, পরব্রহ্মের জ্ঞান ও ক্রিয়া শক্তিদ্বয়রূপী হিরণ্যগর্ভ তাহার অঙ্কুর, সর্ব্বপ্রাণীর সূক্ষ্ম-শরীর তাহার স্কন্ধ। পৃথক্ পৃথক্ সূক্ষ্মদেহ সেই মূল অঙ্কুরাবস্থারই ব্যষ্টি। সেই অবস্থাই ব্রহ্মার সূক্ষ্ম বা স্বপ্নাবস্থা। তাদৃশ অবস্থায় তিনি হিরণ্যগর্ভ নামে কথিত হন। সুষুপ্তি অবস্থাতে তিনি স্বসৃষ্ট সর্ব্বভূতের লয়স্থান এবং ভাবি সৃষ্টির নিমিত্ত-কারণ। তখন উপাদান-কারণরূপিণী প্রকৃতিও তাঁহার সহিত নিদ্রিত হয়। এই অবস্থায় তাঁহার সংজ্ঞা, সর্ব্বজ্ঞ জগৎ কারণ, ঈশ্বর, মহত্তত্ত্ব ইত্যাদি। মৃত্যুসময়ে, ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ, বিরাট, মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি সংজ্ঞার অভাব বশতঃ তিনি প্রাকৃতিক-সৃষ্টির বীজভূতা আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্তের লয়স্থানস্বরূপিণী পরমাত্মার তটস্থা-শক্তিতে লীন হইয়া যান এবং তাঁহার অধিকারস্থ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার অনুবর্ত্তী হয়। জীব যেমন মৃত্যুর পর সূক্ষ্মদেহ নিবন্ধন পুনঃ শরীর ধারণ করেন, ব্রহ্মাও সেইরূপ অনাদি কামকর্ম্মবীজস্বরূপিণী ঐশী শক্তিবশাৎ পুনরাবির্ভূত হইয়া আবার নৈমিত্তিকসৃষ্টি ও নৈমিত্তিকপ্রলয় করিয়া থাকেন।

১২২। নৈমিত্তিক অর্থাৎ অবান্তর প্রলয় অনেকবার হইয়া গিয়াছে। ঋষিরা তাহা যোগবলে জানিয়াছিলেন। ব্রহ্মার ১০০ বর্ষ পরমায়ুর মধ্যে ৫০ বর্ষ গত হইযাছে। তাহা তাঁহার 'প্রথম পরার্দ্ধকাল' বলিযা কথিত হয়। সেই ৫০ বর্ষের মধ্যে ১৮০০০ দিনমান ও ১৮০০০ রাত্রিমান ছিল। তন্মধ্যে প্রথম বর্ষে (অর্থাৎ প্রথম ৩৬০ দিন ও ৩৬০ রাত্রিতে) তিনি কিছু সৃষ্টি করেন নাই। সেই কাল যাবৎ তিনি পরব্রহ্মের সৃষ্ট অণ্ডেতে বাস করিয়াছিলেন। সেই এক ব্রাহ্মবর্ষের মানবীয় পরিমাণ ৩১১০৪০০০০০০০০ বর্ষ। সেই দীর্ঘকাল যাবৎ এই ব্রহ্মাণ্ড নানা গ্রহতারারূপে বিভক্ত না হইয়া একমাত্র মহাসৌরঅণ্ডে ঘনীভূত ছিল। ব্রহ্মার আয়ত্বাধীন

প্রকৃতি-শক্তির স্বাভাবিক বিক্ষেপবশাৎ কালক্রমে তাহা হইতে জ্বলন্ত পাবকের স্ফুলিঙ্গের ন্যায় গ্রহতারা চন্দ্র সূর্য্য দশদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া অসীম গগনমণ্ডলকে শোভাময় করিয়াছে। সুতরাং ১৮০০০ দিবা রাত্রি হইতে উপরি উক্ত ৩৬০ দিবা রাত্রিকে বিয়োগ করিলে ১৭৬৪০ দিন ও ১৭৬৪০ রাত্রি অবশিষ্ট থাকে। অতএব ব্রহ্মার বিগত ৫০ বর্ষ বয়ঃক্রমেব মধ্যে ১৭৬৪০ বার নৈমিত্তিক সৃষ্টি ও ১৭৬৪০ বার নৈমিত্তিক প্রলয় হইয়া গিয়াছে। এই সমস্ত নৈমিত্তিক সৃষ্টি ও প্রলয় বর্ত্তমান প্রাকৃতিক-সৃষ্টিরই অন্তর্গত। তাহার প্রথমটীর নাম ব্রাহ্মকল্প এবং দ্বিতীযের নাম পাদ্মকল্প ছিল। অবশিষ্ট ১৭৬৩৮টী কল্পেব নাম শাস্ত্রে আছে কি না সন্দেহ।

১২৩। এখন ব্রহ্মার দ্বিপরার্দ্ধ আয়ু আরম্ভ হইয়াছে। দ্বিপ-রার্দ্ধের অর্থ তাঁহার দ্বিতীয় ৫০ বর্ষ। এই কাল মধ্যে ১৮০০০ বাব নৈমিত্তিক সৃষ্টি ও ১৮০০০ বার নৈমিত্তিক প্রলয় হইবেক। ঐ দ্বিতীয ৫০ বর্ষের মধ্যে সম্প্রতি কেবল তাঁহার প্রথম দিন মাত্র চলিতেছে। সুতরাং এই বর্ত্তমান নৈমিত্তিক-সৃষ্টি উক্ত ১৮০৬০ সৃষ্টির প্রথমটী মাত্র। ইহার নাম 'শ্বেতবরাহ কল্প। অন্যান্য কল্পের ন্যায এ কল্পেও ১০০০ সত্য, ১০০০ ত্রেতা, ১০০০ দ্বাপর ও ১০০০ কলিযুগ আছে। তন্মধ্যে ২৮টী সত্য, ২৮টী ত্রেতা, ২৮টী দ্বাপর এবং ২৭টী কলি গত হইয়া গিযাছে। এখন অষ্টা-বিংশতি কলিযুগ প্রবর্ত্ত হইয়াছে। একটী সত্য, একটী ত্রেতা, একটী দ্বাপব, একটী কলি, এই চারিটী একত্রে এক মহাযুগ শব্দে কথিত হয। সুতরাং অষ্টাবিংশতি মহাযুগের কলিযুগ এখন বর্ত্তমান। অবশিষ্ট মহাযুগ সকল ভবিষ্যৎ কালেব গর্ভে তিমিরা-বৃত রহিয়াছে। কাল কি অচিন্ত্য ব্যাপাব! ব্রাহ্ম পরিমিত ৩০ দিন ও ৩০ রাত্রি ধরিয়া ব্রহ্মার মাস পরিকল্পিত হয়। অতএব

বর্ত্তমান শ্বেতবরাহ কল্পটী ব্রহ্মার দ্বিপরার্দ্ধ কালের অন্তর্গত প্রথম বর্ষের (অর্থাৎ এক পঞ্চাশত বর্ষের) প্রথম মাসের প্রথম দিন স্বরূপ। এই প্রথম মাসের অবশিষ্ট ২৯ দিনে যে ক্রমে ২৯ টী কল্প হইবে তাহার নাম শব্দকল্পদ্রুমে আছে। তাহার পর যে ১৭৯৭০ টী কল্প হইবে তাহার নাম শাস্ত্রে না থাকিতে পারে। সে সব নাম-করণ হইয়াছে কি না সন্দেহ।

১২৪। এই বর্ত্তমান শ্বেতবরাহ কল্পের অন্তর্গত এক সহস্র মহাযুগের অষ্টাবিংশতি মহাযুগ এখন চলিতেছে। অবশিষ্ট ৯৭২টী মহাযুগ অনাগত। তাহার এক একটী মহাযুগ (অর্থাৎ চতুর্যুগ) মানবীয ৪৩২০০০০ বর্ষ পবিমিত। অতএব সমুদয়ের পরিমাণ মানবীয় ৪১৯৯০৪০০০০ বর্ষ। এই মহাকাল গত হইলে পর আগামী নৈমিত্তিক-প্রলয় সংঘটিত হইবে। তাহাব পূর্ব্বে প্রলয় হইবে না ; কিন্তু মন্বন্তব, ও যুগপরিবর্ত্তন নিমিত্ত অল্প বিস্তর বিপদসমূহ, বহু বহু কালান্তে এক একবার উপস্থিত হইতে পারে।

১২৫। শাস্ত্রে আছে যে, নৈমিত্তিক প্রলয় নিকটবর্ত্তী হইলে ভূমণ্ডল শতবর্ষব্যাপী দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টিতে শস্যহীন ও ক্ষীণপ্রায় হইবে। তাহাতে সূর্য্যের সপ্তকিরণ পরিপুষ্ট হইযা এককালে সপ্তসূর্য্যের উদয় হইবে। সেই উত্তাপে ভূমণ্ডল জলকণাশূন্য হইবে। বৃক্ষলতা জীব জন্তু সমস্ত বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। পৃথিবী কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় নগ্ন আকৃতি ধাবণ কবিবে। সেই সময়ে সঙ্কর্ষণাগ্নি সমুদয় পাতালতল দগ্ধ কৰিযা ভূতলকে ভস্মসাৎ করিবে। ত্রিলোকস্থ অন্যান্য লোকমণ্ডলসমূহও দগ্ধ হইযা যাইবে। কেননা সে সমস্তই ভূমণ্ডলেব সঙ্গে এক ই সম্বন্ধশৃঙ্খলে গ্রথিত। ভোক্তা, ভোগ্য, ভোগায়তন ও ভোগধাম এই সমস্ত সম্বন্ধই বিরামপ্রাপ্ত হওয়া প্রলয়ের হেতু। সুতবাং নৈমিত্তিক প্রলয়ে ভূলোকাবধি ধ্রুবলোক পর্য্যন্ত সমস্তই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। সমস্ত লোকমণ্ডল সঙ্কর্ষণানলে

দগ্ধ হইয়া এক মহা ভর্জ্জন-কটাহের আকার ধারণ করিবে। তৎকালে যোগৈশ্বর্য্যসম্পন্ন মহাপুরুষেরা স্ব স্ব কর্ত্তব্যকর্ম্ম সমাপনপূর্ব্বক জনলোকে উত্থান করিবেন। মহর্লোক দগ্ধ হইবে না কিন্তু জনশূন্য হইয়া যাইবে। তথাকার ব্রহ্মজ্ঞ ও যোগীগণ জনলোক আশ্রয় করিবেন। সঙ্কর্ষণাগ্নি এইরূপে দশদিকে আপনার জ্বালামালারূপ মহান্ আবর্ত্ত বিস্তার করিলে ত্রৈলোক্যের কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে না। সমস্তই ভস্ম ও বাষ্পাকার হইয়া যাইবে। তাহা হইতে ক্রমে মহামেঘসমূহ উৎপন্ন হইবে। তাহার মহাশব্দে নভোমণ্ডল পূর্ণ হইবে। তৎপরে সমস্তলোকমণ্ডলে শতাধিক বর্ষকাল স্থূল ও অবিরল জলধারা বর্ষিত হইবে। ধ্রুব ও সপ্তর্ষি পর্য্যন্ত সমস্ত ত্রিলোক সেই জলে প্লাবিত হইয়া যাইবে। সমস্ত ত্রিলোক একার্ণবীভূত হইবে। তাহার পর ত্রিলোকব্যাপী মহাবায়ু উত্থিত হইবে। সেই বায়ু শতবর্ষ বহিবে। তাহাতে মেঘ সকল সংহার প্রাপ্ত হইবে। অনন্তর ব্রহ্মারূপী বিষ্ণু, সমুদয় বায়ু সংহারপূর্ব্বক সেই একার্ণবে শেষশয্যায় শয়ন করিবেন। তিনি সত্যসত্যই নিদ্রা যাইবেন এমন উক্ত হয় নাই। কেবল স্থূল জগতের সহ তাঁহার সম্বন্ধ রহিত হইবে, ইহাই উক্ত শয়ন বা নিদ্রার তাৎপর্য্য। তিনি আপনা আপনি থাকিবেন ইহাই উদ্দেশ্য। তৎকালে সূক্ষ্ম ও যোগৈশ্বর্য্যসম্পন্ন জনলোক, তপোলোক ও ব্রহ্মলোক থাকিবে। তথাকার ব্রহ্মজ্ঞ ও যোগীগণ সেই ব্রহ্মরাত্রিতে ধ্যানযোগে ভগবতী যোগনিদ্রাকে আশ্রয় করিবেন। সেই সমুদয়রাত্রিকাল যাবৎ নিম্নস্থ ত্রৈলোক্য একার্ণবীভূত থাকিবে। নিম্নে দশদিক্ নিস্তব্ধ, ও গাঢ় অন্ধকারাবৃত হইবে। সেই জল, সর্ব্বগুণযুক্ত হইয়া ভাবি সৃষ্টির উপাদান কারণরূপে অবস্থিতি করিবে। তৎকালীন চতুর্দ্দিক্‌ব্যাপী নিস্তব্ধ অন্ধকারময় অসীম কারণজলে একমাত্র ব্রহ্মারূপী নারায়ণ শেষশয্যা-শায়ী হইয়া

ভাবিসৃষ্টির নিমিত্ত-কারণরূপে ভাসমান থাকিবেন। ইহারই নাম নৈমিত্তিক প্রলয়। এইরূপ প্রলয় স্মরণপূর্ব্বক ভূতমাত্রা ও ইন্দ্রিয়-মাত্রা প্রভৃতি জগতের উপাদান কারণকে নিত্য কহা গিয়া থাকে। কিন্তু প্রাকৃতিক প্রলয়কে স্মরণ করিলে সর্ব্বভূতের সদ্রূপ আধার-স্বরূপ একমাত্র ব্রহ্মভিন্ন কিছুই নিত্যশব্দের যোগ্য হয় না।

ষোড়শ অধ্যায়।

মন্বন্তর।

১২৬। আর্য্যশাস্ত্র ব্রহ্মাণ্ডব্যাপারকে একটি সাম্রাজ্যের ন্যায় প্রতিপাদন করেন। পরাৎপর ব্রহ্ম সেই সাম্রাজ্যের একমাত্র অধিপতি। পার্থিব রাজা ভূমি, জল, অনল, অনিল, আকাশ, দেহ, দেহী প্রভৃতি সৃষ্টি করিতে পারেন না, কিন্তু সেই সর্ব্বেশ্বর রাজা সর্ব্বপদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তা। সৃষ্টি প্রকাশপূর্ব্বক তিনি তাহাকে পালন করেন। পশ্চাৎ যখন প্রয়োজন হয় তখন তিনি তাহাকে উপসংহৃত করিয়া থাকেন। পার্থিব সম্রাট যেমন রাজবিধি স্থাপনপূর্ব্বক রাজ্য-পালন ও শাসন করেন, পরমেশ্বরও সেইরূপ প্রকৃতিপুরুষাত্মক স্বীয় অনাদি প্রাকৃতিক বিধি অনুসারে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় প্রভৃতি বার বার সম্পাদন করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিধি সনাতন এবং অপবিবর্ত্তনীয়। সৃষ্টি, পালন, শাসন, মৃত্যু, স্বর্গাদিভোগ, প্রলয় প্রভৃতি যাহা কিছু সংঘটিত হয় সে সমস্ত ঐ সনাতন বিধি অনুযায়ী।

১২৭। পার্থিব সম্রাটের রাজ্যশাসনসম্বন্ধীয় যে সমস্ত শক্তি আছে তাহা তিনি স্বয়ং অথবা একাকী কার্য্যে পরিণত করিতে অপারক। সে জন্য তিনি উপযুক্ত পাত্রদিগের হস্তে এক এক ক্ষমতা অর্পণ করেন। তাহাতে রাজকীয় শক্তিপ্রভাবে সামান্য ব্যক্তি সকল ভিন্ন ভিন্ন রাজপুরুষরূপে উপলক্ষিত হন। শক্তির ইতরবিশেষতা তাঁহাদের মধ্যে অধঃ ও ঊর্দ্ধ পদবী সকল সৃষ্টি করে। কেহবা সমগ্র রাজ্যে সার্ব্বভৌমিক রাজপ্রতিনিধি পদপ্রাপ্ত হয়েন; কেহ সেনাপতি, কেহ শান্তিরক্ষক, কেহ দণ্ডনায়ক, কেহ ধর্ম্মাধিকরণী, কেহ করসংগ্রাহক এবং কেহ বা কোষাধ্যক্ষ

হইয়া তাদৃশ রাজ-প্রতিনিধির অধীনে কার্য্য করিয়া থাকেন। ফলতঃ রাজশক্তিই তাঁহাদিগেব এবম্বিধ অধ্যক্ষতাসমূহের মূলীভূত কারণ। ব্যক্তিগুলি উপযুক্ত আধারমাত্র, রাজশক্তিসমূহ তথা আধেয়স্বরূপ। আধারগুলিকে স্বতন্ত্র রাখিয়া আধেয়স্বরূপ শক্তি-পদার্থকে স্মরণ করিয়া দেখ, বুঝিতে পারিবে যে, শক্তিই রাজা, শক্তিই রাজপ্রতিনিধি, এবং শক্তিই সমস্ত প্রকার রাজপদবী-স্বরূপিণী।

১২৮। সেইরূপ পরমেশ্বর এই জগৎ-রাজ্যের মহারাজা। তাঁহার শক্তি অনাদি-অনন্ত, বিক্রম অপার। জ্ঞানক্রিয়া এবং বল-ক্রিয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ। তাঁহাব শক্তি ক্রিয়া অনির্ব্বচনীয়। তদ্দ্বারা তিনি অনন্ত প্রকার প্রাণীসম্বলিত কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিযাছেন। পার্থিব রাজা যেমন স্বয়ং অক্ষম হইয়া রাজশক্তি সকল অন্যকে প্রদান করেন, পরমেশ্বর সেরূপ অক্ষম নহেন। তাঁহার দৃষ্টি, তাঁহাব হস্ত পদ সর্ব্বত্র বিদ্যমান। সুতরাং তিনি সর্ব্বত্রে স্বয়ংই শক্তিধর ও শক্তিব নির্ব্বাহক। তাঁহাব শক্তি-ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া দিবাব নিমিত্তে তাঁহাকে পাত্রনির্ব্বাচন করিতে হয় না। তাঁহার ইচ্ছামাত্রে সেই শক্তিদ্বারা কোটি কোটি আধার সৃষ্ট হইয়া থাকে। এস্থলে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে ঐ শক্তিই তাঁহার ইচ্ছাতে আধাররূপে পরিণত হয়। ঐ শক্তিই দ্রব্যধাতুবিশিষ্ট। তদ্‌ভিন্ন দ্বিতীয় দ্রব্যধাতু নাই। শক্তিই পদার্থের উপাদান-কারণ এবং অন্তিম পরিণাম। ঈশ্বরীয় বিধিবলে, শক্তি, ক্রমে পদার্থরূপ ধারণ করে; আবার রূপের বিনাশে শক্তি-মাত্র থাকে। পদার্থসমূহ শক্তিরই আবির্ভাব। জগতে যত দৃশ্যবস্তু আছে, সে সমস্ত স্ব স্ব অদৃষ্টকারণস্বরূপিণী শক্তির পরিণাম মাত্র। নচেৎ শক্তির উপাদান-কারণতা ত্যাগপূর্ব্বক তদীয় করণতা-দ্বারা কোন বস্তু স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্ট হয় না। শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই

যে নিরাকাবা শক্তিই সাকারা ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপিণী। সেই শক্তি স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। তাহা ব্রহ্মেরই শক্তি। তাহাবই নামান্তর প্রকৃতি। শাস্ত্রে সিদ্ধান্ত কবিযাছেন, "শক্তি আর শক্তিমানে অভেদ।" সুতরাং শক্তিবিভাগে পবমেশ্বরই ব্রহ্মাণ্ডরূপী এবং জ্ঞানবিভাগে তিনিই তথা ঔপাধেয় বা আধেয। অথবা পক্ষান্তরে ইহাই বল যে, তিনিই শক্তির মূলাধার। আকাশ যেমন পদার্থমাত্রের আধার, অথচ নবসৃষ্ট ঘটে আধেয়স্বরূপ, পবমেশ্বব সেইরূপ সর্ব্বশক্তির মূলাধার অথচ শক্তির আবির্ভাবরূপী পদার্থমাত্রে আধেয়স্বরূপ। সেই প্রাকৃতিক আবির্ভাবেব তাবতম্যানুসারে তাঁহার আধেয়ত্ব, ভিন্ন ভিন্ন পদবী দ্বারা উপলক্ষিত হইয়া থাকে।

১২৯। পদার্থসমূহের বাহ্য অবযবগুলি সংবৃত রাখিয়া যদি তাহাব শক্তিব দিকে দৃষ্টিকরা যায তবে স্পষ্টই হৃদযঙ্গম হইবে যে, সমস্ত পদার্থ একমাত্র শক্তির আবির্ভাব। পবমেশ্বব সেই শক্তির পরিচালক। শক্তিরূপ মহা যন্ত্রেব তিনি নির্ব্বাহক, বিধাতা এবং যন্ত্রীস্বরূপ। একদিকে সূর্য্য চন্দ্র তাবাগণ তাঁহার শক্তির আবির্ভাব। অন্যদিকে তিনি স্বযং বিধাতাস্বরূপে তাহাদিগেব নিয়ন্তা। একদিকে মানবেব মনঃ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিযগণ তাঁহাব শক্তিব আবির্ভাব, অন্যদিকে তিনিই আবাব তৎসমূহেব নিযামক। তিনি স্বীয শক্তির সহিত ব্রহ্মাণ্ড রাজ্যেব সর্ব্ববিভাগের অধিনাযক। সেই শক্তিব প্রকাবভেদ ও তারতম্যানুসাবে তাঁহাব নায়কত্ব ও বিধাতৃত্বের নানা সংজ্ঞা হইয়া থাকে। * শক্তিব নানাত্ব অনুসাবে তাঁহার নানাত্ব উপলক্ষিত হয মাত্র। নতুবা তিনি নানা নহেন। তিনি একই। যদ্রূপ রাজা একই, তাঁহাব শক্তিব নানাত্ববশতঃ নানা বাজপুরুষ সৃষ্ট হয় তদ্বৎ। পবমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্। জগতে যেখানে যত শক্তি আছে সমস্তই তাঁহার শক্তি। তাঁহার ইচ্ছাব্যতীত শক্তি অচলা। তাঁহার ইচ্ছাতেই তাহা সচলা হইয়া থাকে। কিন্তু

একথা ক্ষণমাত্রও বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে যে, তিনিই শক্তিমান। তথাপি শিষ্যগণকে বুঝাইবার অনুরোধে শাস্ত্র সেই পরমেশ্বরকে কখনও শক্তিরূপে দর্শন করেন, কখনও বা জ্ঞানরূপে দর্শন করেন। শাস্ত্র, শক্তিকে স্ত্রীরূপিণী, ক্ষেত্র ও উপাধি-স্বরূপিণী বলেন এবং জ্ঞানভাগকে পুরুষস্বরূপ, ক্ষেত্রজ্ঞ ও ঔপাধেয়স্বরূপ কহেন।

১৩০। এইরূপে জগতের যে লোকে যে কোন অবস্থায় তাঁহার শক্তি যে কোনরূপে আবির্ভূতা হয় তিনি তথা সেইভাবে বর্ত্তমান থাকিয়া তাহার কার্য্যবিধান করিয়া থাকেন। ইহাই তাঁহার রাজ-বিধি। তিনি সহস্রমস্তক, সহস্রনেত্র, সহস্রহস্তপদবিশিষ্টের ন্যায় হইযা ব্রহ্মাণ্ডরাজ্যকে শাসন ও পালন কবিতেছেন। তিনি কাহারো সাহায্যাপেক্ষী নহেন। তিনি আপনিই রাজা, আপনিই রাজ-প্রতিনিধি, আপনিই দণ্ডনায়ক এবং আপনিই ধর্ম্মাধিকারী। তিনি আপনিই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের মূলকারণরূপে "ব্রহ্ম।" শক্তিরূপিণী রাজলক্ষ্মীর স্বামীরূপে "পরমেশ্বব,"। পঞ্চভূতের আদ্যতন সূক্ষ্মপঞ্চতন্মাত্র রূপ সারধাতুগণের এবং মনোবুদ্ধিপ্রাণ ও ইন্দ্রিযরূপী সূক্ষ্মদেহসমূহের বিধাতা ও পালয়িতারূপে "হিরণ্যগর্ভ।" তিনি এই নানাবিধ প্রজাবিশিষ্ট প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান স্থূলজগতের নিয়ন্তারূপে "ব্রহ্মা" "বিধাতা" অথবা "প্রজাপতি।" তিনি তথা সমস্ত প্রজার পিতা, পাতা, শাসনকর্ত্তা। তিনি জ্ঞান-স্বরূপে পরমপুরুষ এবং সচেতন জগতেব ব্রহ্মরূপ পরমধাতু। তিনি শক্তিরূপে সকলের জননী ও ক্ষেত্ররূপ-আধারস্থান। তিনি শক্তি-রূপে ক্ষেত্র, ব্রহ্মরূপে ক্ষেত্রজ্ঞ।

১৩১। এই সকল তত্ত্বকথার অনুরোধে শাস্ত্র তাঁহাকে ব্রহ্মাণ্ড-রাজ্যের ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন বিভাগবিশেষে নানাপ্রকার শাসন ও পালনকর্ত্তৃত্বপদে দৃষ্টি করিয়াছেন। ঊর্দ্ধতন ভাগে তিনি পালনে বিষ্ণু, সৃজনে ব্রহ্মা, সংহারে রুদ্র। অধস্তন ভাগে তিনি

সৃজনে প্রজাপতি, পালনে ও শাসনে ইন্দ্র ও মনু এবং সংহারে মৃত্যু বা যমরাজ। নিবৃত্তিধর্ম্মে তিনিই সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমাররূপী পরম আদর্শ এবং প্রবৃত্তিধর্ম্মে তিনিই মরীচি অত্রি প্রভৃতি প্রজাপতি। মরীচ্যাদি ব্রহ্মর্ষিগণ তাঁহার পুরুষ ও ব্রহ্মরূপ ধাতুর আবির্ভাব; এজন্য তাঁহারা ব্রাহ্মণ প্রজাপতি-শব্দে উক্ত হন এবং মনুগণ তাঁহার শক্তি ও ক্ষেত্ররূপ ধাতুর অংশ; এজন্য তাঁহারা ক্ষত্রিয় প্রজাপতি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। জগতের পালন ও শাসনকর্ত্তৃত্বের প্রকারভেদে সেই একই পরমেশ্বরেতে এই সকল নানা পদবী বা উপাধি কল্পিত হইয়া থাকে। পুবাণশাস্ত্রের এই সমস্ত রহস্য বেদার্থে পবিপূর্ণ।

১৩২। সর্ব্বপ্রাণিব ভোগশক্তি ও ভোগ্যবিষয়সংযুক্ত যে সত্ত্ব রজঃ তমোগুণময় প্রবৃত্তিধর্ম্ম বা প্রকৃতি, তৎসম্বন্ধে পরব্রহ্মের সমষ্টি-নিয়ন্তৃত্ব বা কর্ত্তৃত্ব-অংশটী ব্রহ্মানামে অভিহিত হয়। নৈমিত্তিক সৃষ্টি ও প্রলয় তাঁহারই অধিকাবভূত। সর্ব্বপ্রাণীগত প্রাগুক্ত গুণত্রয়ই সৃষ্টিস্থিতিপ্রলযরূপ পবিবর্ত্তনেব হেতু। ব্রহ্মা তাহার সমষ্টি-ভাবেব বিধাতা ও অধিষ্ঠাতা। তিনি সেই সমষ্টি প্রকৃতি, ধর্ম্ম, বা ধাতুব ঘন-বীজপুরুষ। এই নিমিত্তে জীবেতে সমষ্টিভাবে দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, রিপু, ও ভোগবাসনা সম্বন্ধে যত বিধি বর্ত্তমান আছে সে সমস্তই ব্রহ্মার অঙ্গপ্রত্যঙ্গস্বরূপ বলিয়া উক্ত হয়। অথবা লক্ষণাপ্রয়োগে ব্রহ্মাঙ্গসম্ভূতরূপেও কথিত হয়। ব্রহ্মাঙ্গসম্ভূত বলিলেই তৎসমস্তকে ব্রহ্মাব পুত্র বলিতে হয়। সামান্যতঃ 'মানস' ও 'দেহ' ভেদে ব্রহ্মাঙ্গ দ্বিবিধ। 'মানস' উত্তমাঙ্গস্থানীয় এবং মুখ প্রভৃতি দশ ইন্দ্রিয় তাহাব প্রত্যঙ্গস্বরূপ। সেই সার্ব্বভৌমিক দশ ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট মহামানস-বীজ হইতে জীব-সমষ্টির প্রবৃত্তিরাজ্যের নিয়ামক দশবিধ ধর্ম্মধাতু উৎপন্ন হইয়াছে, অথবা ইহাই বল যে, সেই ব্রহ্মমানস, বিভাগক্রমে মানবীয় দশবিধ

ব্রহ্মধাতুস্বরূপ। সেই দশবিধ 'ইন্দ্রিয় ক্ষেত্র' স্বরূপ 'ব্রহ্মমানস' হইতে যে দশবিধ প্রবৃত্তি ধর্ম্মের উৎকৃষ্ট ধাতু উৎপন্ন হইয়াছে তৎসমূহই ব্রাহ্মণ প্রজাপতিশব্দে উক্ত হয়। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ, দক্ষ এবং নারদ এই দশজন ব্রাহ্মণ প্রজাপতি ব্রহ্মার সেই মানসপুত্র। মনই ব্রহ্মধাতু, এইজন্য ইহাঁরা ব্রাহ্মণ। এই মনের উৎকর্ষসাধন যাঁহাদের ব্রত তাঁহারাও ব্রাহ্মণ। পূর্ব্বকালে ঐ দশ প্রকারের মধ্যে যে ধাতুর বিশেষতা যে ব্রাহ্মণে দৃষ্ট হইয়াছে তিনিও মরীচ্যাদি কোন ধাতুর নামে নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। ব্যক্তিপুরঃসরে এবং গোত্রপুরঃসরে ব্রাহ্মণকুলে ঐ সমস্ত নামের বিস্তর ঋষি ছিলেন। মূল-ধাতুটী মানস ছিল, তাহার বিশেষ বিশেষ বিভাগ হইতে অনেক ঋষি ও গোত্রের নামকরণ হইয়াছে। ফলে মন্বন্তরভেদে ব্রাহ্মণ প্রজাপতিদিগের নাম ও সংখ্যার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।

১৩৩। ব্রহ্মার দ্বিতীয়াঙ্গ দেহ। সেই দেহ, সার্ব্বভৌমিক-সমষ্টি-ক্ষত্রধাতুস্বরূপ। বল, বীর্য্য, রাজ্যশাসন, প্রজাপালনাদি তাহার অন্তর্গত। সেই ধাতুটীও তাঁহার পুত্র তুল্য। তাঁহারই নাম মনু। মনু, ক্ষত্রধাতুস্বরূপ ব্রহ্ম-দেহ হইতে উৎপন্ন বিধায় জাতিতে ব্রাহ্মণ নহেন, কিন্তু ক্ষত্রিয়। যাঁহাদের প্রতি মানস-রাজ্যের ভার তাঁহারাই ব্রাহ্মণ। যাঁহারা দেহ-রাজ্য বা বাহ্য প্রজাপালনাদিতে ব্রতী, তাঁহারা কখনও ব্রাহ্মণ নহেন। সুতরাং সেই প্রথম মনু, বা পর পর মন্বন্তরে যত মনু হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ক্ষত্রিয় ধাতুস্বরূপ। যুগযুগান্তরে যে সকল মহা মহা ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠে তাদৃশ ক্ষত্রধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা দৃষ্ট হইয়াছে তাঁহারাও অনেকে মনু বা ক্ষত্রিয় প্রজাপতি নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১৩৪। ব্রহ্মার মানসস্বরূপ সার্ব্বভৌমিক ব্রাহ্মণ্য-ধাতু ও তাঁহার দেহস্বরূপ সমষ্টি ক্ষত্রধাতু—এই উভয় ধাতু-মূল, আর্য্যশাস্ত্রে

স্থাপিত করা আছে। সেই উভয় ধাতু হইতে প্রত্যেক মন্বন্তরে ধর্ম্মরাজ্য ও সাংসারিক রাজ্য বিন্যস্ত হয়। ক্ষত্রিয়ধাতু হইতে বাহ্যরাজ্যের শাসন-কর্ত্তা এক একজন মনু এবং ব্রহ্মধাতু হইতে ব্রাহ্মণ প্রজাপতিগণ পরিকল্পিত হন। সেই সকল কল্পিত নাম হইতে ব্যক্তিবাচক প্রজাপতিগণ স্ব স্ব গুণানুসারে নাম প্রাপ্ত হন। প্রত্যেক মন্বন্তরে যিনি মনু হন তিনিই রাজা।

১৩৫। প্রত্যেক কল্পে ১৪ জন করিয়া মনু, ক্রমে পালন ও শাসনকর্ত্তা হন। এই বর্ত্তমান শ্বেতবরাহ কল্পের আদিতে সাযম্ভব মনুর অধিকার ছিল। তিনি ক্ষত্র-ধর্ম্মেব মূর্ত্তিস্বরূপ ছিলেন। সেই ক্ষত্রধাতুতে মানব বংশ প্রোথিত আছে। প্রাগুক্ত ব্রহ্ম-ধাতুসমূহ উক্ত ক্ষত্র ধাতুর সহিত উপগত হইয়া জগতে দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়াদির বিধান কবিতেছে। সাযম্ভব মনুই ব্রহ্মার আত্মজ ক্ষত্রধাতুরূপ আদি প্রজাপতি। প্রজাপ্রসবকারিণী ক্ষেত্ররূপিণী সমগ্রশক্তি তাঁহাব স্ত্রীরূপা। সেই স্ত্রীরূপিণী বিচিত্র শক্তিব নাম শতরূপা। সাযম্ভব মনুর ঔরসে শতরূপার গর্ব্ভে দুই পুত্র ও তিন কন্যা জন্মে। সেগুলি প্রায়ই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংসাব-ধর্ম্মরূপ ধাতু। পুত্র দুইটীব নাম উত্তানপাদ ও প্রিযব্রত। উত্তানপাদের দুই স্ত্রী। প্রেয়রূপিণী সুরুচি এবং শ্রেয়ঃরূপিণী সুনীতি। সুরুচি, সম্পূর্ণ সংসার-রুচি। সুনীতিও মোক্ষ-জনিকা নহে, কিন্তু কর্ম্ম-ফলভূত ঊর্দ্ধস্বর্গপ্রদাযিকা। কল্পজীবীগণের উপজীব্য ধ্রুব বা 'ধ্রুবলোক' সেই সুনীতিরূপ তপস্যার পুত্রস্বরূপ। শত-রূপার তিন কন্যার নাম আকুতি দেবহূতি ও প্রসূতি। আকুতি রুচির ক্ষেত্রস্বরূপ। অতএব রুচিনামক ব্রাহ্মণ প্রজাপতির সহ তাঁহার বিবাহ হয। তাঁহা হইতে সংসারের হিতকর যজ্ঞ নামে পুত্র ও দক্ষিণা নামে কন্যা জন্মে। এই যজ্ঞই স্বায়ম্ভব মন্বন্তরের ইন্দ্র ছিলেন। তাঁহা হইতে যথাকালে পর্জ্জন্য বর্দ্ধিত

হইত এবং প্রজাগণ সন্তোষানুভব করিত। যজ্ঞ ও দক্ষিণার পরস্পর পরিণয়সূত্রে দ্বাদশ সংখ্যক দেবতা জন্মেন। তাঁহারা যজ্ঞসম্পাদ্য মানসিক তোষস্বরূপ। এই হেতু তাঁহাদের সাধারণ নাম তুষিত দেবতা। দেবহূতিনামক কন্যাটী যাগযজ্ঞের ফলভূত ভোগ্য ও ভোগায়তনস্বরূপ লোকমণ্ডলের জননী। ব্রাহ্মণ প্রজাপতি কর্দ্দম ঋষির সহ তাঁহার পরিণয় হয়। কর্দ্দম* শব্দে লোকমণ্ডলের উপাদান মৃত্তিকা-ধাতু। তাহা ব্রহ্মার ছায়াস্বরূপ। কর্দ্দম ও দেবহূতির যোগে ফলভোগের পদার্থ ও স্থান সকল উৎপন্ন হয়। কলা (বসু, কিরণ) পূর্ণিমা, দেবকুল্যা (স্বর্গগঙ্গা), সোম, শ্রদ্ধা, শান্তি, অমাবস্যা, বৃহস্পতি, অগস্ত্য, গতি, ক্রিয়া, অরুন্ধতি, খ্যাতি, নিয়তি, লক্ষ্মী, প্রভৃতি তাঁহার বংশ। মরীচ্যাদি দশজন ব্রাহ্মণ ঋষি তাঁহার জামাতা। কিন্তু এই সমস্ত কর্ম্মময় প্রবৃত্তি-ধর্ম্মও তাহার ফলভূত স্বর্গাদি অনিত্যবিধায়, সাংখ্য জ্ঞানদ্বারা তাহাতে বৈরাগ্য জন্মাইবার নিমিত্তে দেবহূতির গর্ব্ভে সর্ব্বকর্ম্মভস্মকর জ্ঞানাগ্নিস্বরূপ কপিল† উৎপন্ন হন। তিনি স্বীয় কর্ম্মময়ী মাতাকে বৈরাগ্যে অভিষিক্ত করেন। যেখানে কর্ম্ম সেইখানে জ্ঞানাগ্নি আচ্ছাদিত। যেখানে রোগ সেইখানে ঔষধ। এটী ভারতশাস্ত্রের অসামান্য মর্য্যাদা অথচ স্বভাবেরও নিয়ম। নিম্নস্থ আখ্যায়িকায় এই নিয়মের পরাকাষ্ঠা দৃষ্ট হয়।

১৩৬। প্রসূতি শতরূপার তৃতীয়া কন্যা। সায়ম্ভব মন্বন্তরে প্রজাপতি দক্ষ ব্রাহ্মণ ছিলেন। সেই ব্রাহ্মণ প্রজাপতির সহিত প্রসূতির বিবাহ হয়। 'দক্ষ,' সন্তান-সন্ততির জননক্ষমতাস্বরূপ। প্রসূতি, সেই ক্ষমতার স্ত্রীলিঙ্গবাচিকা। সুতরাং উভয়ের বিবাহ

* "কর্দ্দম" শব্দে কর্ম্মবীজও। কর্ম্মবীজ হইতে ফলরাজ্যস্বরূপ লোকমণ্ডল সকল উৎপন্ন হয়।

† "কপিল" শব্দে ভস্মকর অগ্নি। ভস্ম অথবা পিঙ্গলবর্ণ।

স্বাভাবিক। তাঁহাদের ১৬টী কন্যা হয়। সেই ১৬টী কন্যা চারিভাগে বিভক্ত। ১৩টী সংসার-ধর্ম্ম-ভাগে; তাঁহাদের নাম শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়া, শান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্রিয়া, উন্নতি, বুদ্ধি, মেধা, তিতিক্ষা, হ্রী, মূর্ত্তি। সেই সকল কন্যার প্রত্যেকের এক একটী পুত্র, ক্রম-যথা—সত্য, প্রসাদ, অভয়, শম, হর্ষ, গর্ব্ব, যোগ, দর্প, অর্থ, স্মৃতি, ক্ষেম, বিনয়, এবং নরনারায়ণ। প্রত্যেক পুত্র তাহার মাতার সহিত একধর্ম্মী। কেবল স্ত্রীলিঙ্গ শব্দদ্বারা মাতাকে ও পুংলিঙ্গ শব্দদ্বারা পুত্রকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এইমাত্র প্রভেদ। দক্ষ ও প্রসূতির এই ত্রয়োদশ কন্যা সকলেই সংসারধর্ম্মপ্রযোজিকা। সুতরাং ধর্ম্মের সহিত তাঁহাদের বিবাহ হইয়াছিল। সংক্ষেপ এই যে, ধর্ম্ম, তাঁহার ও ত্রয়োদশ পত্নী ও ত্রয়োদশ পুত্র সমস্তই একজাতীয় তত্ত্ব।

১৩৭। দক্ষ ও প্রসূতির অবশিষ্ট তিন কন্যার নাম স্বাহা, স্বধা, ও সতী। স্বাহা অগ্নিধর্ম্মিণী। উত্তরমার্গে দেবলোকে দেবযাজী পুরুষকে তেজোময় রশ্মিযোগে বহন করা তাঁহার কার্য্য। সুতরাং দেবযানরূপ আতিবাহিকী বা অগ্ন্যভিমানী দেবতার সহিত তাঁহার পরিণয় হয়। তাহাতে পাবক, পবমান ও শুচিনামে তিনটী ঘৃত-ভোজী পুত্র জন্মে। সেই তিনজন হইতে অগ্নিস্বভাব ৪৫ জন পুত্র জন্মে। পিতামহ, পিতা ও পুত্রগণের সহিত সমস্ত পরিবারের সংখ্যা ৪৯। এই ৪৯ দেবতা সমুদয়ই দেবলোকসাধক অগ্নিতত্ত্ব। এসমস্ত লৌকিক নহে। (ভাঃ ৪। ১। ৪৮)

স্বধানামক দক্ষকন্যাটীর ধাতু পিতৃতুষ্টিকর ও শ্রাদ্ধাদির ফলবর্দ্ধক। তাঁহার ধাতু অনুসারে অগ্নিষ্বাত্তা, বর্হিষদ, সোমপ, ও আজ্যপ নামক সাগ্নি ও নিরগ্নি মিলিতপিতৃগণের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

১৩৮। জীবের সংসারবাসনা, দেবলোকে গমনের আশা, পিতৃলোকসম্ভোগের ইচ্ছা এ সমস্তই অনিত্য এবং বার বার জন্মমৃত্যু-

সাধক। সংসার, দেব ও পিতৃ ভোগসাধিনী ত্রিবিধা বাসনা জীবের সহজাতা সুতরাং আত্মজা কন্যাস্বরূপিণী। সমষ্টি দৃষ্টিতে তাঁহারা দক্ষ ও প্রসূতির আত্মজা। দক্ষ ও প্রসূতির কন্যা হওযা-তেই তাঁহারা মনুষ্যমাত্রেব কন্যারূপে সিদ্ধ হইতেছেন। কিন্তু ঐ ত্রিবিধ ভোগসাধিনী কন্যাই মনুষ্যের মোক্ষবিরোধিনী ও যন্ত্রণা-স্বরূপিণী। এই নিমিত্তে তাহার উপশমবীজরূপিণী একটী মোক্ষ-দাযিকা প্রকৃতি মনুষ্যমাত্রের হৃদয়ে আছে। সমষ্টিভাবে সেইটী দক্ষের সতীনাম্নী চতুর্থী কন্যা। বৈরাগ্য, ব্রহ্মবিদ্যা, কালভয়নিবারণ-ক্ষমতা সেই কন্যাটীর ধাতু। এই নিমিত্তে বৈরাগ্যের একমাত্র নিকেতন, সাক্ষাৎ যোগমূর্ত্তিস্বরূপ, গুণাতীত, সুখকল্যাণের আকর, মঙ্গলস্বরূপ, সংসার নাবক শঙ্কব তাঁহাব পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। যখনই মনুষ্য সংসাবধর্ম্মে, দেবস্বর্গকামনায়, পিতৃসুখ-সম্ভোগে— ইত্যাদি অসার যজ্ঞাড়ম্বরে অত্যন্ত আসক্তচিত্ত হইয়া উঠেন, তখন করুণাময পরমেশ্বরের নিয়মে মানবেব হৃদয-কবাট ভেদ করত ঐ সতীকন্যাটী বিনা আহ্বানে তাঁহার যজ্ঞপ্রাঙ্গণে আগমনপূর্ব্বক তাদৃশ যজ্ঞরূপ সমস্ত কর্ম্মকে স্বীয় পতি জগৎপতি সদাশিবকে অর্পণ কবিতে উপদেশ দেন। সংসাবী মানব সেই সদুপদেশ শ্রবণ না কবাতে তাঁহার সমস্ত যজ্ঞ পণ্ড হইয়া যায। এইরূপে সংসাবা-সক্ত মানব-সমষ্টির বীজমূর্ত্তি দক্ষ প্রজাপতির "বৃহস্পতি সব" নামক মহা যজ্ঞ নষ্ট হইযাছিল। দক্ষ, বৈবাগ্যধর্ম্মরূপী সদাশিবকে অপমান করায় সতী তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অজামুণ্ড হইয়াছিল। অজা শব্দে ব্রহ্মজ্ঞানের বিবোধী জন্মবিহীনা অনাদি মায়া, অবিদ্যা অথবা প্রকৃতি। অর্থাৎ তিনি ব্রহ্মজ্ঞানবিহীন কেবল-মাত্র অবিদ্যাবিরচিত মস্তক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মপূজায় অবিদ্যাই ছেদনীয় অজারূপ বলিস্বরূপ। দক্ষ সেই ব্রহ্মপূজা করেন নাই, বরং অবিদ্যা ও বেদের অর্থবাদ লইয়া উন্মত্ত ছিলেন;

এইহেতু তাঁহার মুণ্ডটী লক্ষণাপ্রয়োগে অজামুণ্ড বলিয়া কথিত হইযাছে।

১৩৯। স্বাযম্ভব মন্বন্তবে—স্বায়ম্ভব মনু রাজা; শতরূপা মনুপত্নী; প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ মনুপুত্র; আকুতি, দেবহূতি ও প্রসূতি মনুকন্যা; যজ্ঞ ইন্দ্র, তুষিতগণ (অথবা যামাদিগণ) দেবতা; এবং মরীচি প্রভৃতি সাত জন সপ্তর্ষি ছিলেন। (মতান্তরে দশ ঋষি) তাঁহাবা তখন জগতেব পালনকর্ত্তা ও নিত্য সৃষ্টির কারণ ছিলেন। প্রবৃত্তিধর্ম্মই জগতেব সৃষ্টি-স্থিতির কারণ। প্রত্যেক জীবেব ব্রহ্মধাতু ও ক্ষত্রিয়ধাতুরূপিণী প্রবৃত্তি হইতে এই জগতে জীবগণ যে, নিত্য নিত্য জন্মগ্রহণ কবিতেছে ও প্রতিপালিত হইতেছে তাহাবই নাম 'নিত্য সৃষ্টি।' তাহা ব্রহ্মাবই নিযমিত জৈবিক প্রবৃত্তিব অধীন। ক্ষত্রিয়ধাতুরূপ মনু এবং ব্রহ্মধাতুরূপ মরীচি দক্ষ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ প্রজাপতিগণ নিত্যসৃষ্টির অবান্তরকর্ত্তা ও বিধাতা মাত্র।

১৪০। প্রাগুক্ত স্বাযম্ভব মন্বন্তব ব্যতীত আব ত্রয়োদশটী মন্বন্তর আছে। তাহাব প্রত্যেক মন্বন্তবে মনু, মনুপুত্র, মনুকন্যা, ইন্দ্র, দেবতা, ও সপ্তর্ষিগণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অভিধানে উৎপন্ন হন। মন্বন্তর ভেদ জন্য তাদৃশ নামাদির পবিবর্ত্তন হইযা থাকে। মনুগণ এক এক জন ক্ষুদ্র ব্রহ্মাবিশেষ। এই বর্ত্তমান শ্বেতববাহ কল্পে ১০০০ চতুর্যুগ আছে। চতুর্দ্দশ মনুর মধ্যে প্রত্যেকে তাহার ৭১ঁ মহাযুগ ভোগ কবেন। তাঁহাদের ৬ জনের অধিকারকাল ক্রমে গত হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের নাম স্বায়ম্ভুব, স্বাবোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত এবং চাক্ষুষ। এইক্ষণ সপ্তম মনুব অধিকার। ইহাঁর নাম বৈবস্বত। ইহাঁবই বংশ এখন প্রবাহিত হইতেছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মনুবংশ সকল লোপ হইযা গিযাছে। এই সময়ে পুবন্দব ইন্দ্রপদে, এবং কশ্যপ, অত্রি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, গোতম, জমদগ্নি ও ভরদ্বাজ

সপ্তর্ষিপদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই মনুর স্ত্রীর নাম শ্রদ্ধা এবং ইনি শ্রাদ্ধদেব শব্দে উক্ত হন। ইহাঁর পর আর ৭ জন হইবেন। তাঁহাদের অধিকারকাল গত হইয়া গেলে ব্রহ্মার রাত্রি হইবেক। তখন একটি নৈমিত্তিক প্রলয় উপস্থিত হইবেক।

১৪১। নৈমিত্তিক সৃষ্টি ও প্রলয় যেমন ব্রহ্মার অধিকারভূত; নিত্য সৃষ্টি ও নিত্য প্রলয় সেইরূপ মন্বন্তরের অন্তর্গত। এই অন্তর্ভাব অবান্তর মাত্র। নতুবা ব্রহ্মাই সকল ঘটনার অধিপতি এবং মনু প্রভৃতি প্রজাপতিগণ কেহই স্বতন্ত্র নহেন; কিন্তু তাঁহারা ব্রহ্মার সাময়িক ভাব, তত্ত্ব বা অবস্থাবিশেষ। জীবগণের ভোগ-শক্তি, ভোগ্য পদার্থের ভোগদানেব শক্তি, মানসিক ধর্ম্মের ভাব প্রভৃতি ধাতু ও তত্ত্বকে অধিকাবপূর্ব্বক মহা যুগযুগান্তে সেরূপ অবস্থা ও ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। তাহা ঋষিগণ ঈশ্বরের প্রত্যাদেশসূত্রে জ্ঞাত হইয়া ভারতেব উপকারার্থে শাস্ত্রবদ্ধ করিয়া-ছেন। সে সমস্ত মন্বন্তবাদির কালসংখ্যা এবং বিভাগহেতু সামান্য বুদ্ধিতে স্ফূরিত হইতে পাবে না।

১৪২। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণ এই তিন শক্তি সর্ব্বদা সর্ব্বশবীবে অবস্থান করাতে নিবন্তর সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়রূপ পরিবর্ত্তন হইতেছে। সত্ত্ব ও রজোগুণপ্রভাবে স্থিতি ও উৎপত্তি, তমোগুণপ্রভাবে বিনাশ। অতএব উপরি উক্ত নিত্য সৃষ্টির বিপর্য্যযরূপ নিত্য প্রলযও উক্ত হইয়াছে। সার্ব্বভৌমিক সৎপ্রবৃত্তিসমূহ যেমন নিত্য সৃষ্টির হেতু, সার্ব্ব-ভৌমিক তমোগুণ সেইরূপ নিত্যপ্রলয়ের কারণ। সেই সার্ব্ব-ভৌমিক তমোগুণটী সমষ্টিজীববিধাতাস্বরূপ ব্রহ্মার পৃষ্ঠদেশ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সুতরাং সমষ্টি অধর্ম্ম তাঁহার পৃষ্ঠদেশ-স্বরূপ অথবা পৃষ্ঠ হইতে উৎপন্ন। হিংসা, অনৃত, ভয়, নরক, মায়া, বেদনা, মৃত্যু, শোক, কলি এই সকল সেই অধর্ম্মের বংশ।

ইহাঁরাই জগতের ‘নিত্য প্রলয়ের’ হেতু। এই জগতে জীবগণ যে নিত্য নিত্য জন্মপরিগ্রহ করিয়া পশ্চাৎ মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতেছে তাহাই ‘নিত্য প্রলয়’ শব্দের বাচ্য।

এইরূপ নিত্যপ্রলয়সমূহ মনুগণকর্ত্তৃক অবান্তর-রাজশাসনের অন্তর্গত। তদ্ভিন্ন মনু-পরিবর্ত্তনকালে জগতে বিস্তর পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। তখন ঋষি, দেবতা, ইন্দ্র প্রভৃতি সমুদয় পরিবর্ত্তিত হওয়াতে জগতের প্রবৃত্তিধর্ম্মে ও ভোগরাজ্যে বিপ্লব উপস্থিত হইয়া থাকে।

সপ্তদশ অধ্যায়।

কলি।

১৪৩। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে প্রতিকল্পে এক সহস্র চতুর্যুগ হয়, অর্থাৎ ১০০০ সত্য, ১০০০ ত্রেতা, ১০০০ দ্বাপর এবং ১০০০ কলি। একবার সত্য, ত্রেতা, দ্বাপব, কলি হইয়া আবার পুর্ব্ববৎ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি হয়। এইরূপে ১০০০ বার এই চতুর্যুগ পরিবর্ত্তিত হইলে পর শেষ-কলিযুগেব অবসানে কল্পান্ত হয়। বলবান কাল, প্রকৃতিব পবিবর্ত্তনশীল স্বভাব, ভোগেব ক্ষযশীল ধাতু, জ্ঞানধর্ম্মের যুগান্ত বশতঃ প্রতিদিন ধর্ম্ম, সত্য, শুচিতা, দযা, ক্ষমা, আয়ু, বল, স্মৃতি, ভোগ প্রভৃতি ক্রমশঃ হ্রাসাবস্থ হইয়া কলিযুগকে উপস্থিত কবে। "অন্যে কৃতযুগে ধর্ম্মা" (মনু ১।৮৫) ইত্যাদি বচনে কুল্লুকভট্ট কহিয়াছেন, "যুগাপচযানুরূপেণ ধর্ম্মবৈলক্ষণ্যং।" যুগেব অপচয়ানুসারে ধর্ম্মেরও বৈলক্ষণ্য হইযা থাকে। প্রকৃতিব প্রতিমূর্ত্তি এই স্থূল জগতেব কল্পান্তস্থাযী পরমাযুকালের মধ্যে কলিযুগসমূহ প্রকৃতি-শবীরের ব্যাধিস্বরূপ। এই ব্যাধি, কল্পান্তকালে সংহার-মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক প্রকৃতিব বাহ্যছবিকে বিনষ্ট করিয়া ফেলে।

১৪৪। প্রকৃতির সুব্যক্তমূর্ত্তিস্বরূপ এই চিজ্জড়াত্মক সংসার প্রত্যেক চতুর্যুগেব মধ্যে এই কলিনামক মহারোগকে দেবমানে ১২০০ এবং মানবমানে ৪৩২০০০ বর্ষ ভোগ করে। পূর্ব্বে উক্ত হইযাছে যে, এই কালসংখ্যা যোগবলে নির্ণীত হইয়াছে এবং উহাই কলির পরিমাণ। এই বর্ত্তমান কলিযুগের ঐরূপ ৪৩২০০০ বর্ষ কালের মধ্যে কেবলমাত্র ৪৯৮৪ বর্ষ গত হইযা গিয়াছে। অবশিষ্ট ৪২৭০১৬ বর্ষ গত হইলে পুনঃ সত্যযুগ প্রবর্ত্তিত হইবে।

স্বভাবের পরিবর্ত্তনই এইরূপ। উন্নতিব পর অবনতি, অবনতির পর উন্নতি। এখন ধর্ম্ম ও ভোগবিষযে জগতেব অবনতি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহা সমাপ্ত না হইলে সহসা উন্নতি হইবে না। তাহা কাল-সাপেক্ষ। ঋষিরা তাহার যথার্থ কালটী যোগ-বলে জানিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। উহার সত্যতার প্রতি তুমি কেবল সন্দেহই কবিতে পার, তদ্ভিন্ন তোমার বিদ্যাবুদ্ধির সমস্ত অভিমানেব সহিত আব কিছুই করিতে পার না।

১৪৫। এই কলিযুগেব পূর্ব্ববর্ত্তী সত্য. ত্রেতা, দ্বাপব যুগের সংখ্যা লইযাও বিস্তব বিবাদ। এক দিকে পাশ্চাত্য-বিদ্যা-সম্পাদ্য কালসংখ্যা গৃহীত হইতেছে, অন্যদিকে আমাদের বৃদ্ধমনোরঞ্জন পঞ্জিকাও চলিতেছে। পঞ্জিকাব ধৃত শ্বেতবরাহ কল্পাব্দা, কলির সংখ্যা এবং কলিব গতাব্দা দেখিযা নব্যেবা একেবারেই অবিশ্বাস কবিতেছেন। কিন্তু আমাদের বিবেচনায তাহা কল্পনা নহে। গ্রহনক্ষত্রেব পবিক্রমেব সহিত তাহাব যদি কোন সম্বন্ধ থাকিযা থাকে, সে সকল গণনা এখন দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু যুগ ও কল্পসংখ্যা যোগবললব্ধ—একথায আমাদের উত্তর নাই।

১৪৬। বিগত সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলিব গত অংশে এই ভারতবর্ষে কত বাজা হইযা গিযাছেন তাহার সংখ্যা নাই। ভারত-বর্ষ আজিকার নহে। ইহাই সমস্ত মানবকুলের বীজভূমি। পাশ্চাত্য বিদ্যা তাহা হয়তো ক্রমে ক্রমে স্বীকার কবিবেন। ভার-তের পতনোন্মুখ সমযে ইওবোপেব অভ্যুদয হইয়াছিল। এত আধুনিক হইয়াও যদি ইওবোপ আপনার আরম্ভ কালের অব্দ স্থির করিতে না পারেন তবে পুবাবৃত্ত নাই বলিয়া তাঁহারা ভারতকে কেন দোষ দেন? অথচ ইহা একবারও মনে ভাবেন না যে, ভারতের পৌরাণিক তত্ত্বসমূহ হইতে উপাদান সংগৃহীত হইযা তাঁহাদের বাইবেল-শাস্ত্রের আদিগ্রন্থ সংরচিত হইয়াছিল। সামান্য বোধে ইহার

সর্ব্বশেষ শাস্ত্র পুরাণসমূহ। সেই পুরাণসমূহও ৪০০০ বর্ষের পূর্ব্বে প্রণীত হইয়াছিল। বেদাঙ্গ, স্মৃতি ও দর্শনের তো কথাই নাই। এই সকল শাস্ত্র যে কতদিনের তাহা সামান্য বুদ্ধিতে স্থির হইতে পারে না। ঋষিরা যোগবলে এইমাত্র নিরূপণ করিয়াছেন যে, কি বেদাঙ্গ, কি স্মৃতি, কি দর্শন, কি পুরাণ, সকল শাস্ত্রই বেদার্থ-জ্ঞাপক এবং নিত্য। তৎসমূহ, প্রত্যেক মহাযুগে প্রবাহরূপে প্রণীত হইয়া থাকে।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিগতাব্দার যেরূপ দীর্ঘকাল সংখ্যা, তাহাতে তদ্‌ভুক্ত সমস্ত রাজাদিগের নাম ও রাজ্যকাল প্রভৃতি সহকৃত সম্পূর্ণ সাংসারিক পুরাবৃত্ত প্রত্যাশা করা অসম্ভব। ঋষিরা এখনকার অদূরদর্শী ও অজ্ঞ ব্যক্তিদিগেব ন্যায় সাংসাবিক অর্থশাস্ত্র ও অনর্থক রাজ-শাসন-বিদ্যার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহারা অনিত্য জানিয়া সে সমস্ত তুচ্ছ করিযাছিলেন এবং এখনও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ তাহা হেয় বলিয়া থাকেন। সুতরাং যেরূপ শাস্ত্র লিখিলে রাজাদিগের দৃষ্টান্তে বেদার্থ প্রচাবিত হয় তাঁহারা তাহাই লিখিয়া গিযাছেন। নতুবা তুমি পারস্য অথবা ইংরাজি বিদ্যাতে পণ্ডিত হইযা তোমার সাংসারিক রুচিতৃপ্তিকব ইতিহাস বা পুবাবৃত্ত অন্বেষণ করিবে, তাহার প্রতি তাঁহারা দৃষ্টিপাত করেন নাই।

১৪৭। সত্য ত্রেতা দ্বাপর এই তিন যুগের পরিমাণ মানবীয় ৩৮৮৮০০০ বর্ষ। কিন্তু পুরাণশাস্ত্রে ইক্ষ্বাকু অবধি কৌরবসেনা-পতি বৃহদ্বল পর্য্যন্ত সূর্য্যবংশীয় কেবল ৯৬ পুরুষমাত্র পাওয়া যায। ইক্ষ্বাকু সত্যযুগের প্রথম রাজা ছিলেন এবং বৃহদ্বল কলির আরম্ভেই কুরুদিগের একজন সেনাপতি হন। সুতরাং সত্য ত্রেতা দ্বাপর এই তিন যুগে উক্ত ৯৬ পুরুষ মাত্র হয়। যদি শাস্ত্র না বুঝিয়া সহসা ঐ মূলটী লইয়া কাল নিরূপণ কর, তবে তোমার গণনা যথার্থ হইবে না। কেহ বলিতে পারেন যে, প্রতি পুরুষে ঊর্দ্ধ গড়ে ৬০ বর্ষের হিসাবে ঐ ৯৬ পুরুষের রাজ্যকাল অর্থাৎ সত্য ত্রেতা

দ্বাপর এই যুগত্রয়ের বর্ষসংখ্যা, ৫৭৬০ বর্ষ অথবা বড় উর্দ্ধ ৬০০০ বর্ষ হয়। কিন্তু এরূপ গণনা শাস্ত্রসিদ্ধ নহে। কেননা, জানিতে হইবে যে, উপরি উক্ত বংশাবলিতে কেবল কতিপয় প্রধান প্রধান রাজার নামমাত্র ধৃত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন অপ্রসিদ্ধ, বৈদিক-দৃষ্টান্তের অযোগ্য, সমুদয় নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে। যথা—বিষ্ণুপুরাণে (৪।৪) ইক্ষ্বাকু অবধি বৃহদ্বল পর্য্যন্ত সূর্য্যবংশীয় মূল প্রবাহ কীর্ত্তনপূর্ব্বক পরাশর কহিতেছেন,—"বৃহদ্বলঃ যোঽর্জ্জুনতনয়েনাভিমন্যুনা-ভারতযুদ্ধে ক্ষয়মনীয়ত। এতেহীক্ষ্বাকুভূপালা প্রাধান্যেন ময়োদিতাঃ। এতেষাঞ্চরিতং শৃন্বন্ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥" অর্থাৎ যখন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয় সেই সময় অর্জ্জুনপুত্র অভিমণ্যু, এই (সূর্য্যবংশীয় শেষ রাজা) বৃহদ্বলকে বিনাশ করিয়াছেন। এই আমি তোমার নিকট ইক্ষ্বাকুবংশীয় প্রধান প্রধান ভূপালগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ কহিলাম। যিনি এই সমুদয় রাজগণের চরিত শ্রবণ কবেন তিনি সমুদয় পাপ হইতে মুক্ত হন। মহর্ষি পবাশরের "প্রাধান্যেন ময়োদিতা" উক্তিতেই প্রমাণ হইতেছে যে, অপ্রধান সমস্ত রাজগণের নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে। মৎস্যপুবাণেও ইক্ষ্বাকুবংশের বিবরণ সাঙ্গ করিয়া কহিয়াছেন,—"এতে বৈবস্বতে বংশে রাজানো ভূরি দক্ষিণাঃ। ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবাঃ প্রাধান্যেন প্রকীর্ত্তিতা।" এই আমি আপনাদের নিকটে বৈবস্বত মনুবংশীয় ইক্ষ্বাকুবংশজ ভূরি-দক্ষিণ রাজগণের বিষয় প্রধানতঃ কীর্ত্তন কবিলাম। এতাবতা স্থির হইতেছে যে, সত্য ত্রেতা দ্বাপরে যত রাজা সূর্য্য বা চন্দ্রবংশে হইয়াছিলেন শাস্ত্রে তাঁহাদেব মধ্যে কেবল কতিপয় ভূরিদক্ষিণ ও ও বৈদিক দৃষ্টান্তের উপযোগী প্রবান প্রধান রাজার নাম মাত্র আছে। অবশিষ্ট সমুদয় পরিত্যক্ত হইয়াছে।

১৪৮। পুরাণশাস্ত্রের এতাদৃশ স্পষ্ট উক্তি সত্ত্বে পুরাণের লিখিত পুরুষ-সংখ্যার আনুমানিক পরমায়ুর দ্বারা ভারতের কাল

নিরূপণ করা উচিত নহে। বিশেষতঃ মানবের ১০০ বর্ষ পরমায়ু শ্রুতিসিদ্ধ হইলেও তাহা কেবল সাধারণ ব্যক্তিদিগের প্রতি প্রয়োগ হইবে। কেননা পূর্ব্বকালে ভারতে যোগাচারের অত্যন্ত প্রচার ছিল। অনেক রাজা যোগবলসম্পন্ন থাকায় তাঁহাদের বিস্ময়জনক দীর্ঘপরমায়ু ছিল। সুতরাং পরমায়ুর গড়-হিসাব সংলগ্ন হইবে না। যাঁহাদের বাইবেল অনুসারে সৃষ্টির গতাব্দা ৬০০০ বর্ষমাত্র, তাঁহারা ভারতের সত্য ত্রেতা দ্বাপর এবং কলিগত-অংশকে যতদূর পারেন তাহারই মধ্যে সঙ্কোচ করেন, ইহা শোভা পায়, কিন্তু কোটি কোটি বর্ষের সুসভ্য ভারতসমাজের স্বীয় সম্মানরক্ষা করাই পরমধর্ম্ম। এই সত্যধারণ করা উচিত যে, যিনি যতই গণনা করুন, মানবসমাজ অসীমকাল হইতে প্রবাহিত আছে। প্রচুর ফল শস্যে পূর্ণা, গঙ্গা, সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদনদী দ্বারা উর্ব্বরা, বিস্তীর্ণ প্রান্তর, অধিত্যকা, উপত্যকা, গিরিগহ্বর এবং গিরিরাজ হিমালয় দ্বারা শোভিতা ভারতভূমিই সেই সমাজের অভ্যুদয়স্থান। আদি প্রজাপতিগণের শুভাদৃষ্ট অনুসারে ঈশ্বর এই স্থানকে তাঁহাদের বংশবিস্তারার্থ নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। ইরাণ বা পারস্যদেশ হইতে আর্য্যগণের ভারতে আগমন হইয়াছিল বলিয়া যে একটা আধুনিক রব উঠিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধেয়।

১৪৯। সে যাহা হউক ভারতের কালনিরূপণে হস্তক্ষেপ করিতে হইলে অতিশয় সাবধান হইতে হইবে। এই কলিযুগের ৪৯৮৪ বর্ষ গত হইয়া গিয়াছে। এই অঙ্ক কল্পিত নহে। পঞ্জিকার সৃষ্টি আজ হয় নাই। ভারতসমাজের প্রয়োজনীয় কার্য্য নির্ব্বাহার্থে উহা সনাতন হইতে চলিয়া আসিতেছে। কলিযুগের আরম্ভ হইতেই পঞ্জিকাতে বর্ষে বর্ষে উহার অব্দ লিখিত হইয়া আসিতেছে। উহাতে উক্ত অঙ্কপাত সম্বন্ধে ভ্রম ও কল্পনা স্থান পাইতে পারে

না। বিশেষতঃ কতিপয় সর্ব্ববাদীসম্মত ঘটনা কলিগতাব্দাটীকে প্রমাণ করিতেছে। বিখ্যাত রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে আছে, "শতেষু ষট্‌সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষুচ ভূতলে। কলের্গতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ।" কলির ৬৫৩ বৎসব গত হইলে কুরুপাণ্ডবগণ জন্মগ্রহণ করেন। পুরাণে আছে (বিঃ পুঃ ৪।২৪; ভাঃ বঃ ১২।৩) সপ্তর্ষিমণ্ডল ১০০ বর্ষ করিয়া প্রতি নক্ষত্র ভোগ করে এবং পরীক্ষিতের রাজ্যকালে উহা মঘানক্ষত্রে ছিল। কালিদাসের জ্যোতির্ব্বিদাভরণে আছে "আসন্ মঘাসু মুনযঃ শাসতি পৃথিবীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ। ষড্‌দ্বিক্ পঞ্চদ্বিযুত শকঃ কালস্তস্য রাজস্য।" যুধিষ্ঠিরের রাজ্যসময়েও সপ্তর্ষিগণ মঘাতেই ছিল। বিক্রমাদিত্যেব রাজ্যকালে যুধিষ্ঠিরের অব্দ ২৫২৬ ছিল। তখন সপ্তর্ষিমণ্ডল পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে থাকা অনুমান হইতেছে। মঘা হইতে পুনর্ব্বসু পঞ্চবিংশ। সুতবাং ২৫২৬ বর্ষই হইতেছে। বিক্রমাদিত্যের সময় হইতে সম্বৎ আরম্ভ। এখন সম্বৎ ১৯৪০ অব্দ। উভযেব যোগে এখন ৪৪৬৬ যুধিষ্ঠিরাব্দ হইতেছে। যুধিষ্ঠিবেব জন্মেব ৬৫৩ বর্ষ পূর্ব্বে কলি প্রবৃত্ত হইয়াছিল। এই দুই অঙ্কের সমষ্টি ৫১১৯ বর্ষ হইতেছে। কিন্তু এখন কলিগতাব্দা ৪৯৮৪। অতিবিক্ত ১৩৫। এই অতিবিক্ত ১৩৫ বর্ষ হয সপ্তর্ষিমণ্ডলের নক্ষত্রভোগ কাল গণনাব ন্যূনাধিক্য, নয় অন্য কোন কাবণবশতঃ পঞ্জিকা হইতে পবিত্যক্ত হইযা থাকিবে। ফলতঃ কলিগতাব্দার অঙ্কপাত যে অভ্রান্ত তাহাতে সন্দেহ নাই।

১৫০। এখনও ৪২৭০১৬ বর্ষ কলির স্থিত্যব্দা। এই সুদীর্ঘ ভাবিকালের মধ্যে ধর্ম্ম, শান্তি, স্মৃতি, মেধা প্রভৃতি মানসিক প্রকৃতি; বল, আবোগ্য, প্রাণ, পবমায়ু, ভোগ প্রভৃতি দৈহিকী প্রকৃতি; এবং শস্য, জলবায়ু, গৃহপালিত পশু, ভোজ্যাভোজ্যের ভোগদা শক্তি প্রভৃতি বাহ্যপ্রকৃতি; এ সমুদয় ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে চলিল। প্রায় সমস্ত পুরাণেই কলিসম্বন্ধে একই প্রকার ভবিষ্য-

ন্বামী সকল দৃষ্ট হয়। যথা কলিযুগে ক্রমে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম রহিত হইবে, ধর্ম্মদীক্ষা উঠিয়া যাইবে, সকল ব্যক্তির বাক্যই শাস্ত্রতুল্য হইবে, অর্থাৎ শাস্ত্রের মর্য্যাদা থাকিবে না, কেশই স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য স্থানীয় হইবে, গৃহনির্ম্মাণেই ধনসঞ্চয় বলিয়া মনে হইবে, ধনোপার্জ্জনার্থ সকলে ব্যগ্র হইবে, উপার্জ্জিত ধন নিজ উপভোগেই পর্য্যবসিত হইবে, জ্ঞানধর্ম্মের উপার্জ্জনে মতি থাকিবে না, অতিথি-সৎকার উঠিয়া যাইবে, ব্রাহ্মণ শূদ্রে ভেদ থাকিবে না, মানবগণ স্নান না করিয়াই ভোজন করিবে, স্ত্রীলোকেরা বহুসন্তান প্রসব-পূর্ব্বক দুর্ভাগ্যবতী হইবে, গুরুজন ও ভর্ত্তাকে অবজ্ঞা করিবে, তাহারা বিলাসপ্রিয়, সংস্কারহীন, নিষ্ঠুর ও মিথ্যাভাষিণী হইবে, প্রজাগণ শুল্কভারে ও করভারে পীড়িত হইবে, যাহার যে ব্যবসা সে তাহা ত্যাগ করিবে, অনেকে কারুকর্ম্মোপজীবী হইবে, যে সকল দেশে যব ও গোধূম প্রভৃতি কদন্ন জন্মে মানবগণ সেই সকল দেশ আশ্রয় করিবে, অল্পবয়সে নারীগণের সন্তান হইবে, পাষণ্ডদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে, ষড়ঋতু বিপর্য্যস্ত হইবে, মেঘ সকলে অল্পবৃষ্টি হইবে, বর্ষাকাল উপস্থিত হইলে কেবল বায়ু প্রবাহিত হইয়া মেঘ সকল ছিন্নভিন্ন করিবে এবং মেঘ হইতে ইতস্ততঃ কর্কর বর্ষিত হইবে, মেঘে এমন আশ্চর্য্য বর্ষণ করিবে যে, বলিবর্দ্দের এক শৃঙ্গ সিক্ত ও অপর শৃঙ্গ শুষ্ক থাকিবে। সলিল লাভের নিমিত্তে লোকে নদীবেগ -রোধ করিবে, ভূমিমাত্রেই উষর ও নীরস হইবে; শস্যসমূহে অল্প ফল হইবে, ফল শস্যের আস্বাদও তেজ অল্প হইবে, বৃক্ষসমূহ প্রায় নিষ্ফল হইবে, ধান্যসমূহ অপুষ্ট হইবে, গাভিদুগ্ধের অভাব হইবে, ছাগদুগ্ধ ব্যবহৃত হইবে, পুরুষের শ্বশুরই গুরু হইবে, শ্যালকই পরম মিত্র হইবে, পুত্রগণ পিতামাতাকে অবজ্ঞা করিবে, পুত্রগণ পিতৃদিগকে এবং বধূ, শ্বশ্রূদিগকে কার্য্যে নিয়োগ করিবে, শণ সূত্রের বস্ত্র ব্যবহৃত হইবে, কেবল সূত্রধারণই

ব্রাহ্মণের চিহ্নমাত্র হইবে, মুখে সকলেই ব্রহ্ম ব্রহ্ম বলিবে, কার্য্যে শিশ্নোদরপরায়ণ থাকিবে, সকলেই অভক্ষ্যভোজী, নির্লজ্জ, নির্ঘৃণ ও অজিতেন্দ্রিয় হইয়া উঠিবে, বাক্যের চপলতাই পাণ্ডিত্য মাত্র হইবে, পরিবারপোষণই দক্ষতা হইবে, যশের জন্যই ধর্ম্মানুষ্ঠিত হইবে, প্রায়ই অনাবৃষ্টির ভয় উপস্থিত হইবে, মধ্যে মধ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে, ঘোরতর যুদ্ধ, প্রবল ঝটিকা ও ভয়ঙ্কর অতিবৃষ্টি হইবে, এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে সকল ধর্ম্ম, সকল সুখ, সকল তেজ, সকল ভোগ, ক্ষয় হইয়া আসিলে কলির শেষ হইবে। অত্যন্ত অবনতির পর উন্নতি স্বাভাবিক। তাহা ঈশ্বরের নিয়ম। ঘোরতর গ্রীষ্ম হইলে যেমন ঝড়বৃষ্টি উপস্থিত হয়, তাহার ন্যায় ধরণীতে অধর্ম্মের একশেষ হইলেই প্রকৃতির শুভধর্ম্মরূপ পর্ব্বকাল উপস্থিত হইয়া থাকে। তখন সেই শুভ পর্ব্বটী যেন ভগবানের জাজ্বল্যমান মূর্ত্তিস্বরূপে উদিত হয়। অতএব কথিত আছে যে, সেই সময়ে ভগবান অষ্টৈশ্বর্য্যগুণান্বিত হইয়া সত্ত্ব মূর্ত্তিতে কলি-কলুষনাশক কল্কী নামে অবতীর্ণ হইবেন। তিনি সেই ঘোরতর যুগক্ষয় ও অধর্ম্মপ্রবাহের মধ্যে শুভসময়সূচক দ্রুতগামী দেবদত্ত তুরঙ্গমে আরোহণ ও হস্তে তমোনাশক করাল তরবারি ধারণপূর্ব্বক প্রজাদ্রোহী নৃপচিহ্নধারী কোটি কোটি তমোস্বভাব, যুদ্ধ ও কলহপ্রিয় দস্যুগণকে নিহত করিয়া সমগ্র প্রজাদিগের মনকে পবিত্র ও শান্ত করিবেন। পূর্ণ সত্ত্বধর্ম্মের আবির্ভাবপ্রভাবে তখন হইতে আবার সাত্ত্বিক প্রজাসকল প্রসূত হইবে, সত্যযুগ আরম্ভ হইবে, প্রজাদিগের শ্রী, শান্তি, ভোগ, পরমায়ু, বল, বীর্য্য বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। তখন সেই পূর্ণ সত্ত্বমূর্ত্তির শুভাগমনপ্রভাবে কালে পর্জন্য বর্ষণ করিবে, বসুন্ধরা শস্যপূর্ণ হইবে, গাভী সকল হৃষ্টপুষ্ট হইয়া সুমধুর দুগ্ধ দান করিবে, বৃক্ষসকল ফলভরে অবনত হইবে। পবিত্রস্বভাব ঋষিগণ, ঋক্‌মন্ত্র, সামগান ও যাগযজ্ঞদ্বারা ধরাতলকে স্বর্গতুল্য করিবেন।

১৫১। প্রাগুক্ত প্রকার পরিপূর্ণ ও বিশুদ্ধ সত্ত্বধর্ম্মবিশিষ্ট সর্ব্ব-শুভকর পর্ব্বকাল আগমনের এখনও ৪২৭০১৬ বর্ষ অবশিষ্ট আছে। প্রকৃত প্রস্তাবে এখন কলিব প্রাতঃকাল মাত্র। শাস্ত্রে আছে (বিঃ পুঃ ৪।২৪।৩০, ভাঃ বঃ ১২।২।২০) "যদা চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ তথাতিষ্য-বৃহস্পতী। একবাশৌ সমেষ্যন্তি ভবিষ্যতি তদাকৃতং।" যে সময়ে চন্দ্র সূর্য্য ও বৃহস্পতি এক রাশিতে থাকিয়া পুষ্যানক্ষত্রে মিলিত হইবেন, সেই সময়ে সত্যযুগের আবির্ভাব হইবে। এসমস্ত, ঋষি-গণের যোগবললব্ধ গণনা। সামান্য জ্যোতিষে তাহার প্রকরণ যদি কখনও থাকিয়া থাকে, তাহা এক্ষণ দুষ্প্রাপ্য।

১৫২। কলিযুগটী তমোধর্ম্মী। সত্যযুগাবম্ভ যেমন সত্ত্ব-গুণের উদযসূচক সন্ধিকাল, কলিযুগারম্ভ সেইরূপ তমোগুণ বৃদ্ধি হইতে আবম্ভ হওযাব সন্ধিকাল, কলির শেষ সেইরূপ তমোগুণের অস্ত হওযার সন্ধিকাল। সকল ঘটনাবই উদয, ভোগকাল ও অস্ত-কাল আছে। প্রাতঃকালে সূর্য্যেব উদয, সমস্ত দিন তাহার ভোগ, দিবান্তে অস্ত। তাহার পব রজনীব তমোমূর্ত্তি, তদন্তে পুনঃ প্রাতঃসন্ধি। এইরূপ নিযমে দিবাবাত্রি, পক্ষ, ষড়ঋতু, বর্ষ, যুগাদি, কল্প, কল্পান্ত, চক্রের ন্যায আবর্ত্তিত হইতেছে; এইরূপ নিয়মে সত্ত্বরজঃ ও তমোগুণ ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে জীবমাত্রকে অধিকার করিতেছে; প্রাতে মানবের ধাতু সত্ত্বপ্রধান, মধ্যাহ্নে রজঃপ্রধান, এবং রজনীতে তমোপ্রধান; সেইরূপ, সত্যযুগে সার্ব্বভৌমিক মানবীয় ধাতু সত্ত্বগুণে পুষ্ট হয়, ক্রমে কলিযুগে তমোগুণ লাভ করে এবং পুনঃ সত্যাবম্ভে সত্ত্বগুণেব সহিত আরোগ্য প্রাপ্ত হয়। সত্ত্বগুণ, প্রকাশধর্ম্মীবিধায় শুভ্রবর্ণ বলিয়া কল্পিত হয়, রজোগুণ কামনাপ্রধান বিধায রক্ত ও পীতবর্ণরূপে গৃহীত হয়, এবং তমোগুণ আলস্য ও প্রলয়ধর্ম্মীহেতু অন্ধকার ও কৃষ্ণবর্ণরূপে কথিত হয়।

১৫৩। সার্ব্বভৌমিক সমষ্টি যুগধর্ম্ম এইরূপে শুক্লসত্ত্বের সহিত

সমুদিত হইয়া, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্নের রক্তিম ও পীতবর্ণস্বরূপ রাগ-রঞ্জন প্রদর্শনপূর্ব্বক কলিতে কৃষ্ণরাত্রিস্বরূপ তমোগুণে পর্য্যবসিত হয়। সেই সমষ্টি যুগধর্ম্ম, গুণভেদে ও বর্ণভেদে ভগবানের দেহ ও বর্ণস্বরূপ। কেননা ভগবানই সমষ্টি জৈবিকধর্ম্মের আশ্রয়স্থান। অতএব শাস্ত্রে কথিত হইযাছে, "আসন্ বর্ণাস্ত্রযোহস্য গৃহ্নতো-হনুযুগং তনূঃ। শুক্লোবক্তস্তথা পীত ইদানিং কৃষ্ণতাং গতঃ।" ভগবান বাসুদেব সকল যুগেই কলেবব পবিগ্রহ কবেন। বিগত সত্য ত্রেতা দ্বাপবে যথাক্রমে তাঁহার শুক্ল, রক্ত ও পীত এই তিন প্রকার বর্ণ ছিল। এখন এই কলিযুগে তিনি কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি স্বযং বর্ণ ও গুণেব অতীত, কেবল মানবের যুগধর্ম্মের আশ্রযরূপে ঐ সকল গুণেব অনুসারে তাঁহার রূপ গ্রহণ।

১৫৪। বাত্রিরূপী কৃষ্ণবর্ণ কলিযুগ যে প্রলযধর্ম্মী তাহাতে সন্দেহ নাই। যদিও কেবলমাত্র কল্পান্তবর্ত্তী কলিযুগেব অন্তে নৈমিত্তিক প্রলয় হইয়া থাকে, এবং ব্রহ্মাব পরমায়ুর শেষে যে কলিযুগ থাকে কেবলমাত্র তদন্তেই প্রাকৃতিক প্রলয় হইয়া থাকে, তদ্ব্যতীত নৈমিত্তিক সৃষ্টিব স্থিতিকালভুক্ত কোন কলিযুগের অন্তে স্থূল বা সূক্ষ্ম ভূতসংপ্লবরূপ কোন প্রকাব প্রলয় হয় না, তথাপি প্রত্যেক কলিযুগেই চতুষ্পাদ ধর্ম্মের বিচ্ছেদরূপ; প্রজা-গণের দযা, দাক্ষিণ্য, সরলতা, স্মৃতি, মেধা প্রভৃতি মানসিক ধর্ম্মেব ক্ষয়রূপ; আবোগ্য, পরমায়ু, ভোক্ষ্যভোজ্যভোগের শক্তি প্রভৃতি শাবীরিক প্রকৃতির অপচয়রূপ; এবং ফল, শস্য, পর্যণ্য, পশু প্রভৃতি ভোগদা উত্তবসাধিকা প্রকৃতিব ব্যতিক্রমরূপ এক এক মহা উৎপাতজনক প্রলয় হইয়া থাকে। সুতরাং কলিযুগসমূহ কল্পান্তস্থায়ী-প্রকৃতিশরীবের সাময়িক ব্যাধিস্বরূপ। কল্পান্তপ্রান্তে সেই ব্যাধি আব আরোগ্য হয় না, কিন্তু একেবারে প্রলয়ে পর্য্য-বসিত হইয়া থাকে।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

প্রাকৃতিক প্রলয়।

১৫৫। প্রকৃতির, বিক্ষেপ ও ব্যক্তাবস্থা হইতে সাম্য ও অব্যক্তাবস্থায় উপসংহৃত হওয়াকে প্রাকৃতিক প্রলয় কহে। ৩৬০০০ নৈমিত্তিক সৃষ্টি ও ৩৬০০০ নৈমিত্তিক প্রলয়ের অন্তে আব্রহ্ম স্তম্ব-পর্য্যন্তব্যাপী সার্ব্বভৌমিক প্রাকৃতিক ধাতুক্ষয়-নিবন্ধন অতিমহান হৈরণ্যগর্ভ্ভ পরমায়ু অবসন্ন হইলে প্রাকৃতিক প্রলয় উপস্থিত হইয়া থাকে। অন্তিম কল্পের শেষ কলিযুগেব অন্তে অনাবৃষ্টি ও প্রলয়াগ্নি দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ড যখন ভস্ম হইয়া যাইবে, যখন প্রচণ্ড বায়ু-সহকারে মেঘ সকল শতবর্ষ বর্ষণ কবিয়া সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডকে জলে প্লাবিত করিবে, তখন সপ্তপাতাল ও সপ্তলোক বিনষ্ট হইলে ক্রমে প্রাকৃতিক সূক্ষ্মতত্ত্ব সকল লয়প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। মৃত্তিকা, জল, জ্যোতিঃ, বায়ু, এবং আকাশ, ক্রমে ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য মহা-সূক্ষ্মভাব ধাবণ করিবে এবং সৃষ্টির বিপরীতক্রমে ক্রমপূর্ব্বক প্রকৃতির অব্যক্তাবস্থায় পরিণত হইবে। (শাঃ সূ ২। ৩। ১৪) "বিপর্য্যযেণ তু ক্রমোহত উপপদ্যতে চ।" উৎপত্তির বিপর্য্যয়েতে লয়ের ক্রম হয়। যেমন তেজ হইতে জলের উৎপত্তি হইয়াছিল; কিন্তু প্রলযকালে জল তেজেতে লীন হইবে। (রা, মো, রা) মনোবুদ্ধি-ইন্দ্রিয়প্রাণাদিমিলিত সূক্ষ্মদেহ সকল ভঙ্গ হইয়া ক্রমে মহত্তত্ত্বে বিলীন হইবে। মহত্তত্ত্ব প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতি গুণ-সাম্যাবস্থায় বিলীন হইবে। কুত্রাপি গ্রাহক-মনোবুদ্ধি, করণ-ইন্দ্রিয়, এবং গ্রাহ্যবিষয়ের চিহ্নমাত্র থাকিবে না। সমস্ত গিয়া পরব্রহ্মের মায়াশক্তিতে লয়প্রাপ্ত হইবে।

১৫৬। ব্রহ্মার ৩৬০০০ দিন অর্থাৎ ১০০ বর্ষ পরিমিত পরমায়ুতে বিষ্ণুর এক দিবা পরিকল্পিত হয়। সেই এক দিনের কাণ্ড প্রাকৃতিক সৃষ্টি, ব্রহ্মার জন্ম, ৩৬০০০ বার কল্প প্রবাহ, ৩৬০০০ বার নৈমিত্তিক প্রলয়, ব্রহ্মার বিনাশ এবং প্রাকৃতিক প্রলয়। সেই দিবাবসানে বিষ্ণুর যে রাত্রি হয় তাহাই ঐ প্রাকৃতিক প্রলয়ের কাল। তখন এই ব্রহ্মাণ্ড মহত্তত্ত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মা অবধি সমগ্র স্থূলসূক্ষ্ম প্রপঞ্চের সহিত বিমলা প্রকৃতিতে লয় হইয়া যায়, এবং বিমলা প্রকৃতি পরব্রহ্মশক্তিতে সাম্যাবস্থা লাভ করে। পরে যখন বিষ্ণুর দিন হয় তখন ব্রহ্মা পুনর্ব্বার জন্মেন, তাঁহার সমষ্টি সৃষ্টি-ধাতুকে আশ্রয়পূর্ব্বক আবাব চিজ্জড়াত্মক সৃষ্টি প্রকাশ পায়। এইরূপে অব্যক্ত-ব্যক্তাত্মক ব্রহ্মাণ্ডরূপ মহাক্রিযাচক্র চলিতেছে। ইহা একেবারে বীজান্তধ্বংসও হয় না এবং একভাবেও চিরকাল থাকে না। যখন প্রকাশ পায তখন সৃষ্টি নামে এবং যখন অপ্রকাশ হয় তখন প্রলয় নামে কথিত হয। জগদীশ্বরের নিত্য কার্য্যকারণযুক্ত, বিক্ষেপ ও আকর্ষণশক্তিবিশিষ্ট অনির্ব্বচনীয় মায়াশক্তি হইতে উহা বাব বার প্রকাশ পাইয়া থাকে। সে নিত্যশক্তি বর্ত্তমান থাকিতে সৃষ্টিব অত্যন্তাভাব হওয়া অসম্ভব। যেরূপ মহাপ্রলয় হইলে ভাবিসৃষ্টির বীজস্বরূপিণী ব্রাহ্মিশক্তির বিনাশ উপস্থিত হয় তাহা সম্ভব নহে।

১৫৭। যদিও শাস্ত্রে নানাস্থানে আছে যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ অসৎ ছিল, কিন্তু আচার্য্যেরা মীমাংসা করিয়াছেন, "যদসচ্ছব্দেনাভিধানং তদব্যাকৃতত্বাভিধানাভিপ্রায়ং নতু অত্যন্তাভাবাভিপ্রায়ং।" শাস্ত্রে যে অসৎ শব্দের উল্লেখ আছে তাহার অর্থ অব্যক্তসৎ, অত্যন্ত অভাব নহে। সুতরাং বীজান্ত মহাপ্রলয় নাই। জগৎ নিত্য ও কর্ম্ম নিত্য বাদীগণ, বিশেষতঃ যাঁহারা সৃষ্টিনাশ আশঙ্কা করিয়া প্রলয় স্বীকার করেন না, তাঁহারা শাস্ত্রের এই গূঢ়

তাৎপর্য্যকে যুক্তিযুক্ত বোধ করিবেন। তবে যে, শাস্ত্রে নানাবিধ প্রলয় উক্ত হইয়াছে তাহা স্বাভাবিক রোগ বা দীর্ঘনিদ্রা মাত্র। কেননা জগৎ যদি অনাদি অনন্তকালস্থায়ী হইল, তবে তাহাতে নানাপ্রকারের বিপদ ও বিপ্লবসমূহ যথাঋতুতে উপস্থিত হইবেই হইবে। পরিবর্ত্তনশীল স্বভাবের লক্ষণই তাহা।

১৫৮। ফলতঃ একদিকে প্রলয় নাই বলিয়া সিদ্ধান্ত করা, অন্যদিকে শীঘ্র প্রলয় হইবে বলিয়া অনুমান করা এ উভয় পক্ষই ভ্রম। প্রলয় ব্যতীত সমলা-প্রকৃতি সংশোধিত হইতে পারে না, অগ্নি ও জলদ্বারা প্রকৃষ্টরূপে পবিশুদ্ধ না হইলে পৃথিব্যাদি লোক-সমূহের ক্ষয়শীল ধাতু পুনঃ উন্নতিশীল ও উর্ব্বরা হয় না। কাল-রূপী কর্ত্তা, কখন কোন অণ্ডকটাহের মধ্যগত সকল গ্রহনক্ষত্র ও সর্ব্বভূতকে পরিপাকপূর্ব্বক প্রকৃতিতে লীন করিয়া দিতেছে, কখন বা কোন কটাহস্থ অণ্ডসমূহকে তাদৃশ লয়কাল ভোগান্তে পুনঃ জাগ্রত করিতেছে। কিন্তু কোন ব্রহ্মাণ্ডই অল্পদিনের মধ্যে নষ্ট হইতে পারে না। কোটি কোটি গ্রহনক্ষত্র ও ভোগ-স্থানসম্বলিত এক এক বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড যে দশসহস্র বা শতসহস্র বর্ষে ধ্বংস হইবে এরূপ অমূলক চিন্তা কখনই ভারতীয় শাস্ত্রকার-দিগের মনে উদিত হয় নাই। একটী অণ্ডকটাহের মধ্যগত কোন গ্রহ বা লোক, তত্রত্য অন্যান্য গ্রহাদি থাকিতে অর্থাৎ তাদৃশ অণ্ডকটাহব্যাপী সর্ব্বসামঞ্জস্যকর বিধি বর্ত্তমান থাকিতে কখনই বিনষ্ট হইতে পারে না। তাহারা সকলেই পরস্পর শৃঙ্খলাবদ্ধ। সুতরাং প্রাকৃতিক প্রলয়ার্থ তাহাদের কাহারো অগ্রপশ্চাৎ ভোগ ক্ষয় হয় না। নৈমিত্তিক প্রলয়কালে স্থূলভোগের স্থানসমূহ স্থূল-প্রলয়কর্ত্তৃক গ্রাসিত হইলেও অণিমাদ্যৈশ্বর্য্যভোগের রাজ্য প্রাকৃতিক প্রলয়কে অপেক্ষা করে। সে সকল সূক্ষ্ম-তত্ত্বের নাশ শীঘ্র-হইতে পারে না। পুষ্পের নাশ হইলেও তন্নির্যাসিত গন্ধ-

দ্রব্যের বিনাশ শীঘ্র হয় না। স্থূল স্থূল ঐশ্বর্য্যভোগ শীঘ্র সমাপ্ত হইলেও সূক্ষ্ম ঐশ্বর্য্য সকল অধিক কাল ভোগ হইয়া থাকে। সুতরাং নৈমিত্তিক প্রলয় বাব বার হইলেও প্রাকৃতিক প্রলয় অতি দীর্ঘকালান্তে হইয়া থাকে। সেই নৈমিত্তিক প্রলয়ও অল্প দিনে হয় না। প্রত্যেক নৈমিত্তিক সৃষ্টিব সময হইতে ৪৩২০০০০০০০ বর্ষ কাল গত হইয়াগেলে তবে নৈমিত্তিক প্রলয় হয়। যখন এই দীর্ঘকালই বুদ্ধিতে ধারণ করিতে পারি না, তখন তদপেক্ষা ৭২০০০ গুণ অধিক প্রাকৃতিক সৃষ্টির পরমায়ু-কাল কিরূপে ধারণ করিব?

১৫৯। আমাদের অণ্ডকটাহেব অন্তর্গত অনেক গ্রহ নক্ষত্রের গতি স্মরণ কবিলে অনুমান হইবে যে, তাহাদের পরমায়ু এক কল্প-কালের অপেক্ষা অনেক বেশি। শাস্ত্রানুসারে তাহারা কতিপয় বর্ষমাত্র স্ব স্ব কক্ষা ভ্রমণান্তে বিনষ্ট হইতে পারে না। প্রত্যেক গ্রহ, প্রত্যেক তাবা, স্ব স্ব কক্ষাতে ভ্রমণপূর্ব্বক যতদিন পর্য্যন্ত ব্রহ্ম জাগরণ-কালরূপ প্রাকৃতিক-স্থূল-ধাতু সম্পূর্ণ ভোগ না করিবে ততদিন তাহারা নৈমিত্তিক প্রলয়রূপ নিদ্রাভিভূত হইবে না, এবং যতদিন পর্য্যন্ত না সুদীর্ঘ-ব্রহ্ম-পরমায়ুরূপ প্রাকৃতিক-সূক্ষ্ম-ধাতু নিঃশেষে ভোগ করিবে ততদিন তাহারা প্রাকৃতিক প্রলয়রূপ মৃত্যুর অধীন হইবে না। এই অণ্ডকটাহের মধ্যে এমন সকল নক্ষত্র আছে যে, তাহারা স্বীয় কক্ষাকে একবার পরিভ্রমণ করিতে সহস্রাধিক কল্পকাল গত হইয়া যায়। তাদৃশ বহুসংখ্যক কল্পকালই তাহাদের স্ব স্ব মানে এক এক বর্ষতুল্য। তাহারা আপাততঃ অচলতারা শব্দে কথিত হয়, কিন্তু বস্তুতঃ সচল। এখান হইতে তাহাদের গতি চর্ম্মচক্ষুর গোচর হয় না, বা হইলেও বড় মন্দগতি অনুভূত হয়। কিন্তু বস্তুতঃ তাহারা মহা বেগবান। তাহাদের বেগ এবং কক্ষা-ক্ষেত্র মনেতে ধারণ হয না। তাহারা মানব মানের ৫।৬ সহস্র কল্প-কালের মধ্যে স্বীয় মানে এক এক বর্ষ পরিক্রম করে। যদি তাহা-

দিগকে স্বীয় পরিমাণে ৬।৭ সহস্র বর্ষ পরিক্রম করান যায়, তাহা হইলেই তাহারা প্রাকৃতিক সৃষ্টির পরমায়ুভুক্ত ৩৬০০০ কল্পকালকে সমাপ্ত করিবে। অতএব আমাদের অণ্ডকটাহের মধ্যে এমত সকল দীর্ঘ-কক্ষা-সেবী মহাপরমায়ু-ধর গ্রহ নক্ষত্র থাকিতে অল্পদিনের মধ্যে বা এই কলিযুগের অবসানে যে, প্রলয় হইবে এমত আশঙ্কাই হইতে পারে না। তাদৃশ আশঙ্কারূপ রোগের পক্ষে ঋষিগণের সুদীর্ঘ অঙ্কপাতই ঔষধস্বরূপ। সেই অঙ্ককে স্মরণপূর্ব্বক জগৎকে নিত্য বল তাহাতে ক্ষতি নাই, আবার, এত দীর্ঘ পরিবর্ত্তনশীলা প্রকৃতিস্রোতে ভাসিয়া কেবল যাতায়াত করিব! এই চিন্তাপূর্ব্বক যদি বেদান্ত বিজ্ঞানদ্বারা একেবারেই মায়াময়ী প্রকৃতিকে ত্যাগ করিতে পার তাহা তোমার অত্যন্ত মঙ্গলকর।

১৬০। বাইবেল মতে এই পৃথিবী ৫৮৮৭ বর্ষ পরমায়ু ভোগ করিয়া এখনও বর্ত্তমান আছে। উক্ত ৫৮৮৭ বর্ষের মধ্যে প্রথম ১৭০৪ বর্ষ নুঃ পয়গম্বরের জলপ্লাবনের পূর্ব্ববর্ত্তী। অবশিষ্ট ৪১৮৩ বর্ষ তাহার পরবর্ত্তী। যাঁহারা উক্তরূপ ৫৮৮৭ বর্ষমাত্র সৃষ্টির গতাব্দা স্বীকার করেন তাঁহারা প্রায় কলিগতাব্দাকেই সৃষ্টিগতাব্দা বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন। যাহাই হউক ঐ প্রকার অল্পসংখ্যক সৃষ্টি-গতাব্দা-বাদী ব্যক্তিরা ইহাতো স্বীকার করিতেছেন যে, সৃষ্টি হইয়া অবধি পৃথিবী এযাবৎ কাল স্বীয় মানে ৫৮৮৭ বর্ষ অথবা প্রায় ৬০০০ বর্ষ স্বীয় কক্ষাকে পরিক্রম করিয়াছে। যখন পৃথিবীকে ৬০০০ বর্ষ স্বীয় কক্ষাতে পরিভ্রমণ করিতে দিলেন, তখন এই সৌর জগতের অন্যান্য গ্রহনক্ষত্রগুলিকে কি অন্ততঃ স্ব স্ব মানে তৎপরি-মিত কাল স্ব স্ব কক্ষা পরিক্রম করিতে দিবেন না? তাহারা কি জগতে দেখা দিয়াই লুপ্ত হইবে? 'অর্কতর' নামে একটি তারা আছে। সেটি ১৮০০ মানবীয় বর্ষে রাশিচক্রের ৩৬০ অংশের একাংশ গমন করে। সুতরাং তাহার একবার কক্ষাপরিক্রমে

৬,৪৮০০০০ মানবীয় বর্ষ বিগত হয়। সেই সুদীর্ঘ কালই তাহার একবর্ষ। যদি তাহাকে ৬০০০ বা ৭০০০ বার রাশিচক্রে ভ্রমণ করান যায় অর্থাৎ যদি তাহার স্বীয় পরিমিত ৬০০০ বা ৭০০০ বর্ষকাল তাহাকে সৃষ্টি ভোগ করিতে দেওয়া যায, তাহা হইলে মানবীয় ৩৮৮৮০০০০০০০ অথবা ৪৫৩৬০০০০০০০ বর্ষ প্রয়োজন হইবে। ফলতঃ কল্প কালের সংখ্যা প্রায় তত্তুল্য। তাহা মানবীয় ৪৩২০০০০০০০ বর্ষ। সুতরাং উক্ত তাবার অপেক্ষা দূর-কক্ষা-পরিক্রমী যে সকল তারা আপাততঃ অচল বলিয়া বোধ হয় এবং বহুসংখ্যক কল্পকালে যাহাদের পরিক্রম একবার মাত্র সমাধা হয় তাহারা যদি ঐরূপে স্বীয়মানে ৬০০০ বা ৭০০০ বর্ষ যাবৎ স্ব স্ব কক্ষায ভ্রমণ করে তাহা হইলেই ৩৬০০০ কল্পকাল গত হইযা প্রাকৃতিক প্রলয়ের সময়কে স্পর্শ করিবেক। অতএব সহজ বুদ্ধিতে বুঝা যাইতেছে যে, সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের অথবা তদুপহিত বিধাতার পরমায়ু বলিয়া ঋষিরা যোগ-বলে যে ৩৬০০০ সংখ্যক কল্পের ও তত্তুল্য সংখ্যক নৈমিত্তিক প্রলয়ের সংখ্যাপাত করিয়াছেন তাহা অসম্ভব নহে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত অণ্ডকটাহের মধ্যে একটি নক্ষত্রেরও সূক্ষ্ম প্রাকৃতিক-ভোগকাল অবশিষ্ট থাকিবেক, ততদিন তন্মধ্যভুক্ত কোন গ্রহনক্ষত্র সম্বন্ধে প্রাকৃতিক-প্রলয উপস্থিত হইবে না। কেননা তাহাদের সকলের মধ্যে সাধারণতঃ সমষ্টিভাবে, যে প্রকৃতি ও বিধি বর্ত্তমান থাকে উক্ত ৩৬০০০ কল্প ও ৩৬০০০ নৈমিত্তিক প্রলয়ের অন্তে নিঃশেষে তাহার ভোগক্ষয় হইলেই একেবারে বিধিরূপ-মহত্তত্ত্বাদিক্রমে সকলেই প্রাকৃতিক প্রলয কবলে কবলিত হইবে।

১৬১। প্রকৃতির সূক্ষ্মপ্রপঞ্চগত যে সকল উৎকৃষ্ট-ধাতু, তাহারই ভোগক্ষয় হওয়াতে প্রাকৃতিক-প্রলয় বটে। সুতরাং সূক্ষ্ম ঐশ্বর্য্যভোগের স্থানস্বরূপ ব্রহ্মভুবনচতুষ্টয় কেবল তাদৃশ প্রলয়েই লীন হয়। নৈমিত্তিক প্রলয়ে প্রকৃতির কেবল স্থূলধাতুসমূহের

ভোগক্ষয় হওয়াতে স্থূলভোগস্থানস্বরূপ পৃথিব্যাদি ত্রৈলোক্যের প্রলয় হয় মাত্র, তৎকালে যোগধামস্বরূপ ব্রহ্মভুবনসমূহ অনাহত থাকে, কিন্তু প্রাকৃতিক প্রলয়ে ভোগৈশ্বর্য্য ও যোগৈশ্বর্য্য উভয়ই বিনষ্ট হইয়া সার্ব্বভৌমিক ভূতসংপ্লব সংঘটিত হয়। প্রকৃতির সূক্ষ্মধাতু ও যোগৈশ্বর্য্যরূপ পরিণামও সূক্ষ্মদৃষ্টিতে ভোগ্যবস্তু এবং যোগীগণও একপ্রকার ভোগী। ভোগমাত্রেরই ক্ষয় আছে। সুতরাং প্রাকৃতিক প্রলয়ে প্রকৃতির সমস্ত সূক্ষ্মতত্ত্ব, সূক্ষ্মভোগী, সূক্ষ্মভোগ, যোগপ্রভাব প্রভৃতি, সমুদয়ই লয় প্রাপ্ত হয়।

১৬২। প্রাকৃতিক প্রলয়কালে সমস্ত সূক্ষ্ম ঐশ্বর্য্য ও সমস্ত ভেদজাত, সমলা প্রকৃতিব তমঃপ্রধান বিক্ষেপশক্তিতে উপসংহৃত হইলে, সামান্য রাত্রি হইতে ভিন্ন, এক মোহাঘোরা কালরজনীর আকার ধারণ কবিবে। সৃষ্টিব বীজস্বরূপিণী সেই প্রকৃতি তমঃপ্রভাবে নিশ্চেষ্ট থাকিবে। সূর্য্য চন্দ্র তারাগণ প্রকৃতির আদিম সূক্ষ্মধাতুতে বিলীন হইবে। ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বরূপ মহত্তত্ত্ব ও ব্রহ্মার বিরাম বা মৃত্যু উপস্থিত হইবে। আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত যাবন্তভূত লয় প্রাপ্ত হইবে। তখন ভৌতিক প্রকৃতিও যেমন সমলা প্রকৃতির তমোগুণে বিলীন হইবে, মানসিক প্রকৃতিও সেইরূপ তাহাতে বিলীন হইবে। তাহার কারণ এই যে, সমলা প্রকৃতি, তদুভয়েরই উপাদান। প্রকৃতির যে মূল অংশ সৃষ্টিকার্য্যে পরিণত হয় নাই তাহা মূলপ্রকৃতি শব্দের বাচ্য। সেই মূলপ্রকৃতি, বিমলা ও শুদ্ধ সত্ত্বাত্মিকা। মহাপ্রলয়ে সমলা প্রকৃতি, ক্ষয়প্রাপ্ত ভৌতিক ধাতু ও মানসিক ধর্ম্মাধর্ম্মের সহিত, উক্ত বিমলা মূল প্রকৃতিতে প্রবেশপূর্ব্বক ঐশিনিয়মাধীন দীর্ঘনিদ্রাসূত্রে সংশোধিতা হয়। এই প্রলয়রূপিণী রজনী বা প্রাকৃতিক নিদ্রাকালকে শাস্ত্রে বৈষ্ণবী রাত্রি, যোগনিদ্রা, প্রভৃতি শব্দে কহেন। সেই কালযামিনীর স্থিতিকালের

পরিমাণ উক্ত হয় নাই, কিন্তু শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, তাহার অবসানে পুনঃসৃষ্টি হইয়া থাকে।

১৬৩। গ্রন্থারম্ভেই উক্ত হইয়াছে যে প্রলয়ের অর্থ চিরবিনাশ নহে। 'প্রত্যুত সর্ব্বক্লেশনিবর্ত্তকত্বাৎ' নিদ্রাতে যেমন, সর্ব্বক্লেশ নিবৃত্ত হইয়া দেহ ও মন প্রকৃতিস্থ হয়, প্রলয়ে সেইরূপ. সার্ব্বভৌমিক জৈবিক ও ভৌতিক প্রকৃতি সংশোধিত হইয়া, নবতর জীবন লাভ করে। ধরণী, চন্দ্র, সূর্য্য, তারাগণ পুনঃ নব অনুরাগে বিরাজমান হয়। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই মঙ্গলকর ফলচতুষ্টয় জীবকর্ত্তৃক নব উৎসাহে সাধিত হয়।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

প্রলয়ে ধর্ম্মাধর্ম্ম এবং বেদের অবস্থা।

১৬৪। যেমন সকল পদার্থ এক এক নির্দ্দিষ্ট নিয়মে পক্ষে পক্ষে, মাসে মাসে, বর্ষে বর্ষে, শত শতবর্ষে, সহস্র সহস্রবর্ষে, স্ব স্ব অধিকার ও শক্তি অনুসারে যাতায়াত করিতেছে, সেইরূপ এই স্থূল প্রাকৃতিক ভোগবাজ্যস্বরূপ ভূরাদি ত্রিভুবনও স্বীয় নির্দ্দিষ্ট-নিয়মে প্রতিকল্পে প্রকটিত এবং প্রত্যেক কল্পান্তে নৈমিত্তিক প্রলয়-কর্ত্তৃক প্রলুপ্ত হইতেছে। আবার সেইরূপ সমগ্র চতুর্দ্দশ ভুবনের মূলীভূত সমষ্টি সূক্ষ্মশক্তিস্বরূপ প্রকৃতিও স্বীয় নিয়মকালানুসারে স্বকীয় অধিষ্ঠাতৃ দেবতা ব্রহ্মার সহিত কখনও ব্যক্ত কখনও বা পরব্রহ্মের শক্তিতে লীন হইয়া থাকিতেছে। সেই প্রকৃতি নিত্য এবং সদসদাত্মিকা। ধর্ম্মাধর্ম্ম, অদৃষ্ট, অপূর্ব্ব, অবিদ্যা তাহার রূপ-বিশেষ। কেননা তৎসমস্তই মানসিক প্রকৃতিস্বরূপ সুতরাং সেই মূলপ্রকৃতির অন্তর্গত। তাহার সৎ এবং অসৎ এই দুই পক্ষ। চন্দ্রের শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষের ন্যায় তাহা পর্য্যায়ক্রমে ঐ পক্ষদ্বয় অবলম্বন করে। তন্মধ্যে সৎপক্ষ তাহার ব্যক্ত পক্ষ। তাহা ক্রমে উন্নতি এবং উন্নতির পর হ্রাসাবস্থা লাভ করিতে করিতে একেবারে অসৎ অর্থাৎ অব্যক্ত পক্ষ অবলম্বন করে। পুনর্ব্বার শুক্র পক্ষের চন্দ্রকলার ন্যায় আবির্ভূত হয়। তাহার সৎপক্ষ এই প্রকাণ্ড জাজ্বল্যমান ব্রহ্মাণ্ড এবং অসৎপক্ষ মহাপ্রলয়। মহাপ্রলয়াবস্থা তাহার নিদ্রাবস্থামাত্র। সে অবস্থায় তাহা পুনর্ব্বার সংশোধিত হইয়া থাকে। কিন্তু পদার্থান্তর সংযোগদ্বারা বা কোন দূষিতাংশ বিয়োগদ্বারা তাহা সংশোধিত হয় না। কেননা তাহা স্বয়ংই সর্ব্ব-গুণযুক্ত। তমোপ্রধান অবস্থার পর সত্ত্বপ্রধান অবস্থা লাভ করা

তাহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। পরাৎপর পরব্রহ্ম তাহার নিয়ন্তা। এবং উহা পরব্রহ্মের সৃষ্টিশক্তিমাত্র।

১৬৫। বোধ হয় জগতের অন্য কোন জাতি, অন্য কোন দেশের ধর্ম্মপুস্তক, পরমেশ্বরের সৃষ্টিশক্তিকে এতদূর মর্য্যাদা দিতে পারেন নাই। সকল দেশের ধর্ম্মপুস্তক পড়, দেখিবে, সৃষ্টি পূর্ব্বে ছিল না, ঈশ্বর বলিলেন হউক, অমনি হইল, আবার যখন যাইবে একেবারেই যাইবে, সমাপ্ত। তাঁহাদের মতে অদৃষ্ট নাই, কর্ম্ম নাই, ঐহিকভোগের হেতুস্বরূপ কর্ম্মফল নাই। যাঁহারা প্রলয়ান্তে সৃষ্টি ও জীবের পুনরাবির্ভাব মানেন না, তাঁহাদের প্রতি জিজ্ঞাস্য এই যে, প্রলয়ের পর পরমেশ্বর থাকিবেন কি না? যদি থাকেন, তাঁহার জগৎসৃষ্টির শক্তি থাকিবে কি না? একথার উত্তরে তাঁহারা যদি কহেন যে, পরমেশ্বর থাকিবেন কিন্তু তাঁহার সৃষ্টিশক্তি চির-বিরামাবস্থা লাভ করিবে, তবে এই আশঙ্কা উপস্থিত হইবে যে, তাঁহার সৃষ্টিশক্তি চিরবিরামাবস্থায় থাকা আর মূলে না থাকা একই কথা। এখন ভাবিয়া দেখ ভারতীয় শাস্ত্রের কতদূর গভীরতা। কেননা ভারতীয় শাস্ত্রের মতে প্রকৃতি ঈশ্বরীয় সৃষ্টিশক্তি মাত্র। তাহা নিত্য। তাহা কখন ব্যক্ত কখন অব্যক্ত হইলেও, কখন ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিণত কখন অদৃশ্য শক্তিমাত্রে পর্য্যবসিত হইলেও, নিত্য। তাহার নিত্যত্ব প্রবাহরূপী। তাহা সদা বিশ্ববৃত্তি-সম্পন্ন এবং অনাদি। তাহা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের দ্রব্যধাতু এবং জীব-গণের অনাদিকর্ম্ম ও অদৃষ্টবীজ। ভারতশাস্ত্রের মতে সেই বীজের নিত্যত্বে ও বিশ্ববৃত্তিত্বে জগতের প্রবাহরূপী নিত্যত্ব সিদ্ধ। তাহার অন্তর্গত বলিয়া ধর্ম্মাধর্ম্মরূপী অদৃষ্ট, ধর্ম্মাধর্ম্মের বিধি-নিষেধরূপী বেদ এবং বেদমন্ত্রের অধিপতিরূপী দেবতা এ সমস্তই নিত্য। কিন্তু কিছুই একাদিক্রমে নিত্য নহে।

১৬৬। জীব নিত্য, কিন্তু প্রকৃতি, ধর্ম্মাধর্ম্ম ও অদৃষ্টের অধি-

কারে তাঁহার দেহান্তর প্রাপ্তি, স্বর্গনরকাদিভোগ, প্রলয়ে বৃত্তি-নিরোধ এবং প্রলয়ান্তে পুনরুদয় আছে। এই সকল অবস্থার দাস-রূপে জীব নিত্য। এই গ্রন্থের আত্মা প্রকরণে উক্ত হইয়াছে যে, প্রাকৃতিক প্রলয়কালে জীব পরমাত্মাতে দীর্ঘসুষুপ্তি এবং নৈমিত্তিক প্রলয়ে অপেক্ষাকৃত অনতিদীর্ঘ সুষুপ্তি লাভ করে। তদবস্থায় তাঁহার ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট, জ্ঞান, বিদ্যা, বাসনা প্রভৃতি মানসিক প্রকৃতি, সার্ব্বভৌমিক প্রকৃতি-শক্তিতে একীভূত, নিরুদ্ধ ও সাম্যা-বস্থ হয়। কাল, দিক্, ও পঞ্চতন্মাত্র সমস্তই গিয়া সেই শক্তিসাগরে বিলীন হয়। ন্যায়শাস্ত্রানুসারে প্রলয়কালে জীব সকল স্ব স্ব অদৃষ্টের সহিত অপেক্ষা করে। অদৃষ্ট শব্দে ধর্ম্মাধর্ম্ম, তাহাই মায়া। তাহাই ঈশ্বরের সহকারিণী সৃষ্টিশক্তি। তাহা অনাদি বিশ্ব-বৃত্তিসম্পন্ন। তদ্ভিন্ন ন্যায়মতে প্রলয়কালে অতিসূক্ষ্ম নিরবয়ব ভৌতিকতত্ত্বস্বরূপ পরমাণু সকলও থাকে। মনু (১।১৬) ইহার পোষ-কতা করিয়াছেন। "তেষান্ত্ববয়বান্ সূক্ষ্মান্ ষণ্ণামপ্যমিতৌজসাং। সন্নিবেশ্যাত্মমাত্রাসু সর্ব্বভূতানি নির্ম্মমে।" পূর্ব্বসৃষ্ট পঞ্চভূতের সুসূক্ষ্ম সাব অবয়ব ও জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মবিশিষ্ট মানসিক প্রকৃতিরূপ আত্মমাত্রা—এই সমস্ত যোজনাপূর্ব্বক ব্রহ্মা সৃষ্টি করিলেন। ন্যায়-দর্শনেব সহযোগী বৈশেষিক দর্শন কহেন, জগতের স্থিতিকালে ঘটপটাদি পদার্থেব মধ্যে পরস্পর যে ভেদ দৃষ্ট হয়, প্রলয়কালে সে ভেদ থাকে না। কেবল সমস্ত ভেদজাতের বীজস্বরূপ নয় প্রকার দ্রব্যপদার্থ স্ব স্ব বিশেষ বিশেষ ধাতুসহকারে অবস্থিতি করে। 'ক্ষিত্যপতেজোমরুদ্ব্যোমকালদিগ্‌দেহিনোমনঃ।' ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, কাল, দিক্, জীবাত্মা ও মন এই নয়টি সেই দ্রব্য পদার্থ। ক্ষিতি অপ তেজ প্রভৃতি ভূতগণ স্থূল অবয়বে থাকে এমন উক্ত হয় নাই। তাহারা পরমাণুরূপে, কাল ও দিক্ অব্যবহার্য্যরূপে এবং জীবাত্মা ও মন বৃত্তিনিরোধ হইয়া থাকে

ইহাই অভিপ্রায়। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় পরমাণুর মধ্যে, তদবস্থাপন্ন ভিন্ন ভিন্ন সোপাধিক জীবাত্মা ও তাহাদের মনঃ সমূহের মধ্যে, এক প্রকার, অতিসূক্ষ্ম বিশেষতা থাকে ইহাই তাৎপর্য্য। তাদৃশ বিশেষতা বৈশেষিকদর্শনে 'বিশেষ-পদার্থ' বলিয়া উক্ত হয়। 'অন্ত্যোনিত্যদ্রব্যবৃত্তির্বিশেষঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।' প্রলয় পর্য্যন্ত স্থায়ী যে নিত্যদ্রব্যবৃত্তি তাহার নাম 'বিশেষ-পদার্থ।' অর্থাৎ প্রলয়ে ঐ সকল পদার্থের অত্যন্তাভাব হয় না। তাহারা অবয়ববহিত হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু তাহাদের পরস্পরের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম যে ভেদ থাকে সেই ভেদের জ্ঞানার্থ 'বিশেষ' শব্দের ব্যবহার। সেই ভেদ নিত্য, প্রলয়ে অপ্রলুপ্ত, এবং ভাবী ভেদজাতের হেতুস্বরূপ। তাদৃশ প্রত্যেক পদার্থের বিশেষ বিশেষ নিত্য দ্রব্যবৃত্তিত্বই 'বিশেষ পদার্থ' শব্দের বাচ্য। কথিত হইয়াছে যে এই 'বিশেষ পদার্থ' ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, কিন্তু প্রত্যক্ষবৎ যোগীগণের জ্ঞানগম্য। যদি শাস্ত্রান্তরের সহিত সামঞ্জস্য করা যায় তবে ন্যায় বৈশেষিকানুমোদিত প্রলয়শব্দ কেবলমাত্র নৈমিত্তিক প্রলয়ের বাচ্য হয়। কেননা মহাপ্রলয়ে 'বিশেষ' পদার্থ থাকে না ইহা পুরাণাদি শাস্ত্রের মত। কেবল একমাত্র মহামাত্রস্বরূপ প্রকৃতি, অব্যক্ত ও গুণ সাম্যাবস্থায় থাকেন ইহাই সিদ্ধান্ত।

১৬৭। ফলে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের ইহাই নিগূঢ় অভিপ্রায় যে, কোন প্রলয়ে সৃষ্টির বীজ ধ্বংস হয় না। সেই বীজটী যেমন প্রকৃতি, স্বভাব, মায়া, ও অবিদ্যা নামে কথিত হয়, সেইরূপ অদৃষ্ট বা ধর্ম্মাধর্ম্ম শব্দেও উক্ত হয়। তাহা জীবের পক্ষে অদৃষ্ট (দৃষ্টির বহির্ভূত) হইলেও ঈশ্বরের দৃষ্টির অন্তর্গত। ঈশ্বর তাহার দ্রষ্টা ও সাক্ষীস্বরূপ। তথাচ মন্ত্রবর্ণে,—'অভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত'—"ততো মহাপ্রলয়াবসানে সৃষ্ট্যারম্ভসময়ে তপসোঽদৃষ্টবলাৎ সমুদ্রোঽজায়ত।" মহাপ্রলয়াবসানে সৃষ্ট্যারম্ভসময়ে পরমেশ্বরের

তপস্যাদ্বারা অদৃষ্টবলে সমুদ্র জন্মিয়াছিল। "কীদৃশাত্তপসঃ ?" না "অভীদ্ধাৎ" 'অভি' সর্ব্বতোভাবেন 'ইদ্ধাৎ' "লব্ধবৃত্তেঃ প্রলয়সময়েহি নিরুদ্ধবৃত্ত্যাদৃষ্টংভবতি।" পরমেশ্বরের সেই তপস্যা কি প্রকারে হইয়াছিল ? তাহার উত্তরে কহিলেন যে, প্রলয়ে লীন জীবগণের ধর্ম্মাধর্ম্ম সহিত মানসিক বৃত্তিসমূহ নিরুদ্ধভাবে থাকে। তাহাই তাহাদের পূর্ব্বসৃষ্টির অনুসারী অদৃষ্ট। যথা-ঋতুকালে সেই অদৃষ্ট-সমষ্টির বলে দ্রষ্টাস্বরূপ পরমেশ্বরের সৃষ্টি করিবার ঈক্ষণ বা তপস্যা হইয়াছিল। সেই তপস্যা হইতে মহদাদিক্রমে সমুদ্র পর্য্যন্ত জন্মিল এবং ক্রমে তাহা হইতে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হইতে দিবারাত্রি, সূর্য্যচন্দ্র, ব্রহ্মালোক, স্বর্গ, অন্তরীক্ষ এবং পৃথিবী উৎপন্ন হইল। "যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ।" ঠিক সেই প্রকার যেমন পূর্ব্ব কল্পে ছিল। এই বেদবচনের তাৎপর্য্য এই যে, প্রলয়কালে জীবগণের অদৃষ্টরূপিণী মানসিক প্রকৃতি, বাসনা, এবং তাহার উত্তর-সাধিকা ভোগ্য-প্রকৃতি অতিসূক্ষ্মভাবে অবস্থিতি করে। তাহা হইতে ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্বাধীনে পুনঃসৃষ্টি হয়।

১৬৮। প্রলয়ে যে, সৃষ্টির বীজ বিনষ্ট হয় না তাহা ভারতীয় সমস্ত শাস্ত্রেরই সিদ্ধান্ত। বেদান্ত, যিনি একমাত্র ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই মানেন না বলিয়া বিখ্যাত, তিনিও তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। যথা—'প্রকৃতিশ্চ' (শাঃ সূঃ ১।৪।২৩) প্রকৃতি ব্রহ্মেরই শক্তি। সুতরাং ব্রহ্ম যেমন জগতের নিমিত্তকারণ, সেইরূপ শক্তি-অংশে উপাদানকারণস্বরূপ। 'সত্ত্বাচ্চাবরস্য' (ঐ ২।১।১৬) সৃষ্টির পূর্ব্বে মহাপ্রলয়কালে সেই ব্রহ্মশক্তিকে আশ্রয়পূর্ব্বক অতি সূক্ষ্ম-ভাবে জগৎ থাকে। তখন তাহার নামরূপ থাকে না। 'ন কর্ম্ম-বিভাগাদিতিচেন্নানাদিত্বাৎ। (ঐ, ২।১।৩৫)। এই সৃষ্টি, পূর্ব্ব-বর্ত্তী ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মফলের অনুবর্ত্তী নহে এমত আশঙ্কা মিথ্যা। যেহেতু সৃষ্টির পূর্ব্বে, প্রলয়কালে, ভাবিসৃষ্টির নিমিত্তে সুকৃতি দুষ্কৃতি-

রূপ অদৃষ্ট বিভাগক্রমে অপেক্ষা করে। সৃষ্টি আর কর্ম্মফলের আদি নাই। উভয়ে বীজবৃক্ষবৎ কার্য্যকারণশৃঙ্খলে বদ্ধ। 'সমাকর্ষাৎ' (১।৪।১৫) প্রলয়কালে সমস্ত জগৎ, নামরূপ ত্যাগপূর্ব্বক, অব্যাকৃত-সদ্রূপে, কারণরূপ-পরব্রহ্মে লীন থাকে। সুতরাং ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু থাকে না। অর্থাৎ তিনিই সর্ব্বজীব, সর্ব্বশক্তি, ও সর্ব্ব পদার্থের একমাত্র অব্যক্ত আধাররূপে অবশিষ্ট থাকেন। পুনঃসৃষ্টিকালে তাঁহা হইতে তৎসমূহ পূর্ব্ববৎ প্রকটিত হয়। 'সমাননামরূপত্বাচ্চাবৃত্তাবপ্যবিরোধোদর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ'। (১।৩।৩০) সৃষ্টি এবং প্রলয়ের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হয়। তাহাতে পূর্ব্বসৃষ্টিতে যে অবয়বে ও যে নামে এক এক জাতীয় বস্তু সকল থাকে, পরসৃষ্টিতে সেইরূপ ও সেই নামে তাহারা উপস্থিত হয়। কিছুই নূতন হয় না। সমস্তই সনাতন। কেননা পরমেশ্বরের শক্তি সনাতন এবং পূর্ণ। 'যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ' (স্মৃতি) প্রতিকল্পে পূর্ব্বকল্পের ন্যায় তাহা জাতি পুরঃসরে একই প্রকারের রূপ নাম সকল বিস্তারপূর্ব্বক পরিবর্ত্তিত হয়। এই ভাবটী সংক্ষেপে প্রচারকবর্গোদ্দেশে বেদান্তদর্শনের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রবর্ত্তক শ্রীমান রামানুজস্বামী ঈশ্বরকে নিত্য চিদচিৎবিশিষ্ট কহিয়াছেন। তাঁহার উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, পরমেশ্বর, প্রলয়কালে চিৎ অর্থাৎ জীবাত্মাসমূহ এবং অচিৎ অর্থাৎ জড়-মাত্রাসমূহের একাধারস্বরূপ থাকেন এবং সৃষ্টিকালে আপনার শক্তি হইতে তাহাদিগকে প্রকাশ করেন। এই কারণেই পুরাণশাস্ত্র, পরমেশ্বরকে "ব্রহ্ম" "প্রকৃতি" "পুরুষ" এবং "কালস্বরূপ" কহিয়াছেন। তিনি স্বয়ং-প্রধান ও মোক্ষনিকেতনরূপে "ব্রহ্ম,"। জগতের উপাদান-কারণ শক্তি-প্রধানরূপে "প্রকৃতি।" প্রকৃতিরূপে তিনি পঞ্চতন্মাত্রার মহামাত্র, সর্ব্ব পরমাণুর বীজাধার, এবং সকল ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্টের আশ্রয়। "পুরুষ" স্বরূপে তিনি সর্ব্বজীবের সমষ্টি ঈশ্বরপদবাচ্য জীবঘন হিরণ্যগর্ভ এবং

সর্ব্বজীবের লয়স্থান। ক্রমপূর্ব্বক, যথাঋতুতে প্রত্যেক সৃষ্টির পর প্রলয় ও প্রত্যেক প্রলয়েব পর সৃষ্টিকরণার্থ তিনি কালের মহা আয়তন ক্ষেত্রস্বরূপ "মহাকাল"। তাৎপর্য্য এই যে, মহাপ্রলয়ে সমস্তই অদৃশ্য হইযা গিযা তাঁহাব শক্তিতে একীভূত হয় অথবা ইহাই বল যে, তিনিই তাহাদেব বীজরূপে অবস্থিতি করেন। সেই এক অবর্ণ বীজ হইতে প্রত্যেক প্রাকৃতিক সৃষ্টিতে নানাবর্ণের পদার্থকুসুম বিকশিত হইযা থাকে।

১৬৯। গীতাস্মৃতিতেও বলিয়াছেন, "অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে। রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥ ভূতগ্রামঃ সএবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে। রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে॥" (৮। ১৮-১৯।) ব্রহ্মার দিবারম্ভকালে অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে ভূতগণ ব্যক্ত হয। ব্রহ্মার রাত্র্যাগমে পুনরায় সেই অব্যক্ত প্রকৃতিতেই লয পায। পূর্ব্বকল্পে যে সকল প্রাণীগণ ছিল তাহারাই পরকল্পে জন্মে। ব্রহ্মার প্রত্যেক অহরাগমে তাহারাই দেখা দেয। হে পার্থ। তাহারা স্ব স্ব কর্ম্মজন্য অবশ হইযা রাত্র্যা-গমে প্রকৃতিতে প্রলীন থাকে এবং তত্তৎ কর্ম্মভোগার্থ দিবাগমে প্রকটিত হয। 'নান্য ইত্যর্থঃ' (স্বামী)। কোন নূতন জীব আগমন করে না। গীতার এই শ্লোকদ্বয় নৈমিত্তিক-সৃষ্টি ও নৈমিত্তিক-প্রলয়বোধক। প্রাকৃতিক প্রলযসম্বন্ধে তাহাতে স্বতন্ত্র শ্লোক উক্ত হইয়াছে, যথা—"সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয প্রকৃতিং যান্তি মামিকাং। কল্পক্ষযে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহং। প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ। ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ।" হে কৌন্তেয! প্রাকৃতিক প্রলয়কালে সর্ব্বভূত আমার প্রকৃতিতে প্রবেশ করে। প্রাকৃতিক সৃষ্টিকালে আমি তাহাদিগকে স্বীয অধীন প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া পুনঃ পুনঃ সৃজন করি। সেই সমুদয় ভূতগণ যে প্রকার প্রকৃতির পরবশ থাকে আমি তদনুসারে তাহা-

দিগকে সৃষ্টি করি। এস্থলে পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য কহেন, "'সর্ব্বভূতানি' 'প্রকৃতিং' ত্রিগুণাত্মিকামপরাং নিকৃষ্টাং যান্তি 'মামিকাং' মদীয়াং 'কল্পক্ষয়ে' ব্রাহ্মে প্রলয়কালে, পুনর্ভূয়স্তানি উৎপত্তিকালে কল্পাদৌ 'বিসৃজামি' উৎপাদয়াম্যহং পূর্ব্ববৎ।" আমার যে ত্রিগুণাত্মিকা, অপরা নিকৃষ্টা প্রকৃতি অর্থাৎ 'সমলা প্রকৃতি' তাহাতে ব্রাহ্মপ্রলয়কালে, ব্রহ্মার বিনাশকালে, অর্থাৎ প্রাকৃতিক প্রলয়কালে সর্ব্বভূত উপসংহৃত হয়। পুনঃ কল্পাদৌ অর্থাৎ আদিকল্পে 'প্রাকৃতিক সৃষ্টিকালে' আমি তাহাদিগকে পূর্ব্ববৎ সৃষ্টি করি। আমি স্বীয় প্রকৃতিকে বশীকৃতপূর্ব্বক প্রত্যেক প্রাকৃতিক সর্গারম্ভকালে এই বর্ত্তমান, প্রকৃতিজনিত অবশ ('অবশং' অস্বতন্ত্রং অবিদ্যাদিদোষৈঃ পরবশীকৃতং) সমগ্র ভূতগ্রামকে তাহাদের নিজ নিজ প্রকৃতি-বশাৎ ('প্রকৃতের্বশাৎ' স্বভাববশাৎ) সৃজন করি। স্বামী কহেন, "প্রলয়ে লীনং সন্তং ইমং সর্ব্বং ভূতগ্রামং কর্ম্মাদিপরবশং পুনঃ পুনর্ব্বিবিধং সৃজামি। কথং? 'প্রকৃতের্বশাৎ' প্রাচীন কর্ম্মনিমিত্ত তত্তৎস্বভাববশাৎ।" স্ব স্ব কৃত কর্ম্মরূপিণী প্রকৃতির পরবশ প্রলয়ে লীন ভূতগণকে আমি তাহাদের স্ব স্ব প্রাচীন কর্ম্মনিমিত্ত স্বভাব বশতঃ বিচিত্রভাবে ও স্থূলসূক্ষ্মাদি নানারূপে সৃষ্টি করি। অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব সৃষ্টিতে যে যেমন কর্ম্মাচরণপূর্ব্বক যেরূপ প্রকৃতির অধিকারে পতিত হইয়াছে, যে যেভাবে আপনার স্বভাব, চরিত্র বা অদৃষ্ট রচনা করিয়াছে, তাহাকে তদনুসারে সৃজন করি।

১৭০। শাস্ত্রের সিদ্ধান্তই এই যে, প্রলয়ে সৃষ্টিবীজরূপ অবিদ্যা, স্বভাব, কর্ম্ম, অদৃষ্ট প্রভৃতি বিনষ্ট হয় না। জীবগণ তৎকর্ত্তৃক অবশ হইয়া প্রলয়ে লীন হন এবং স্ব স্ব কর্ম্মফলানুসারে নবকল্পারম্ভে পুনরুদিত হন। প্রকৃতির জড়াংশ তাঁহাদের অদৃষ্টানুসারে আবার ভোগ্য ও ভোগায়তনরূপ জগৎ রচনা করে। শাস্ত্রানু-

সারে পরমেশ্বরই জীবের কর্ম্মফল বিধানার্থ ঐরূপ করেন, কিন্তু তিনি স্বয়ং 'উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু।' সে সমস্ত কর্ম্মে আসক্তিশূন্য এবং উদাসীনবৎ আসীন। তিনি নিজে কোন ফলাকাঙ্ক্ষা বা বুদ্ধি চালনাপূর্ব্বক তাহাদিগকে সৃজনাদি করেন না; কেননা তাহা করিলে একদিকে জীবের স্বকৃত কর্ম্মানুযায়ী ফলভোগের প্রয়োজন ও ফলবাজ্যের আবশ্যকতা, অন্যদিকে ঈশ্বরের স্বীয় ফলাকাঙ্ক্ষা ও ইষ্টসাধনপ্রবৃত্তি—এ উভয়বিধ কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব, সৃষ্টির পক্ষে সামঞ্জস্যের হেতু না হইয়া বরং বিপর্য্যয়ের নিমিত্ত হইত। এই কারণে শাস্ত্রানুসারে জীবের অদৃষ্ট, স্বভাব, অবিদ্যাদি সহিত সমগ্র শক্তি, ঈশ্বরেরই সৃষ্টিশক্তি বলিয়া গৃহীত হয়। ঈশ্বরের শক্তিতে, আর জীবের অদৃষ্টে সৃষ্টিবিষয়ে কোন বিরোধ নাই। জীব ভোক্তা, ঈশ্বর সাক্ষী, এই মাত্র প্রভেদ। ফলতঃ জীব কেবল স্বীয় জীবনরূপ কৃষিকর্ম্মের ফলভোগী মাত্র। সেই ফলভোগের উপকরণস্বরূপ যে অদৃষ্টশক্তি তিনি উপার্জ্জন করেন তাহা অনাদি ঐশ্বর্য্যময় প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতেই করেন। তাহা তিনি নিজে সৃষ্টি করিতে পারেন না। সুতরাং তিনি যে সমস্ত স্বভাব, প্রকৃতি, ধর্ম্ম ও অদৃষ্টের ভাগী, তাহা ঈশ্বরীয় সৃষ্টিশক্তিরই রূপবিশেষ। অন্ন ভক্ষিত হইয়া যেমন দেহের পুষ্টিরূপ হয়, সেইরূপ ঈশ্বরের প্রকৃতিশক্তি মনোবুদ্ধি ও ক্রিয়াদ্বারা উপার্জ্জিত হইয়া জীবের অদৃষ্টরূপী ভাগ্য হইয়া থাকে। কিন্তু মূলতঃ অন্ন যেমন জীবের সৃষ্টপদার্থ নহে, উপার্জ্জিত অদৃষ্ট বা ধর্ম্মাধর্ম্মরূপী প্রকৃতিও সেইরূপ তাঁহার নিজ সৃষ্ট নহে। তাহা ঈশ্বরেরই সৃষ্টিশক্তির অন্তর্গত। অতএব জীবগণ সেই ঈশ্বরীয় শক্তির যে কোন প্রভাবে বদ্ধ থাকেন, সেই শক্তির যে কোন প্রভাববশতঃ যে কোন প্রকার সুকৃতি দুষ্কৃতি উপার্জ্জন করেন, তাহা মূলতঃ একই ব্রহ্মশক্তির রূপান্তর মাত্র। সৃষ্টি আর সেই শক্তির কার্য্যকারণ সম্বন্ধে আদি নাই।

অনাদিকাল হইতে সৃষ্টির প্রবাহ। উহা বর্ষচক্র বা কল্পপ্রবাহের ন্যায়, সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি গ্রহগণের ন্যায়, স্বীয় কক্ষাতে অনাদি অনন্তকাল পরিক্রমশীল। বিকাশ ও প্রলয় উহার দুই প্রান্ত। বিকাশ উহার স্থূল প্রান্ত, প্রলয় উহার সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য প্রান্ত। এই উভয় প্রান্তের মধ্যে সৃষ্টিচক্র অনাদিকাল হইতে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। যখন অদৃশ্য ও সূক্ষ্মপ্রান্ত লাভ করে তখন এই সৃষ্টি সেই শক্তিমাত্রে পরিণত হয। আকাশাদি ভূতগণ শক্তি হইয়া যায়, সমগ্র গ্রহ ও তারাগণ শক্তি হইযা যায়, জীবের মনোবুদ্ধি ইন্দ্রিয়-গ্রাম সমস্ত স্বভাব চবিত্র ও কর্ম্মফলের সহিত শক্তি হইয়া যায়, বেদাদিশাস্ত্র, ক্রিয়া, মন্ত্র, জ্ঞান, ধর্ম্ম প্রভৃতিও মনোবুদ্ধির সহিত শক্তিতে পরিণত হয়। এই ঘোবতব অনাদি শক্তিসাগবেব মধ্যে ফলভোগের নিমিত্তে বাসনা-ভেলকাশ্রযে জীব, অনাদি কালাবধি ভাসমান। তাঁহারই নিমিত্ত—তাঁহারই কর্ম্মানুসাবে সমস্ত সঞ্চিত—সমস্ত আযোজন—তাঁহাবই ভোগার্থ সমস্তেব প্রকাশ। সুতরাং কথিত হইয়াছে যে, জীবেব অনাদি কামকর্ম্মরূপ স্বভাববশতঃ ঈশ্বরের সৃষ্টিক্রিযা অনুষ্ঠিত হয। তিনি সেই অনাদি অনন্ত প্রাচীন প্রবাহকে বিপর্য্যস্তপূর্ব্বক নূতন কিছু করেন না।

১৭১। জীবগণের অনাদি প্রবাহবতী নিয়তিই ভগবানের সৃষ্টিরচনার নিমিত্তভূতা মায়াস্বরূপিণী। সেই অদৃষ্ট বা মায়াই সর্ব্বত্রে প্রকৃতিশব্দে কথিত হয়। কর্ম্মাধিকাবে তাহা জীবগণকে কখনও পরিত্যাগ কবে না। প্রলয়কালে জীব সকল তাহা লইয়া সুক্ষ্মতম বৃত্তিনিবোধ-রাজ্যে অপেক্ষা করিবেন। তাহা তখন জীবের কর্ম্মানুসারে সুকৃতি দুষ্কৃতিরূপী স্বভাব বা অদৃষ্ট মুর্ত্তিতে জীবের অদৃশ্য ও সুক্ষ্মভাগ্য স্থানকে আশ্রয় করিয়া থাকিবেক। 'কর্ম্মভির্ভাবিতাঃ পূর্ব্বৈঃ কুশলা বুশলৈস্তুতাঃ। খ্যাত্যাতযাহ্যনির্মুক্তাঃ সংহারেহ্যুপসংহৃতাঃ।' (বিঃ পুঃ ১। ৫। ২৬।) জীবসকল প্রলয়-

কালে সংহার প্রাপ্ত হইলেও সংস্কাররূপে স্থিত স্ব স্ব কর্ম্মানুসারিণী বুদ্ধিকর্ত্তৃক বিবর্জ্জিত হয় না এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সৎকর্ম্ম ও অসৎকর্ম্মজনিত শুভাদৃষ্ট ও দুরদৃষ্ট তাহাদিগকে পরিত্যাগ করে না। ভোগ বা জ্ঞান ব্যতীত কল্পকোটি সহস্রেও সেই কর্ম্মফল-বিরচিত অদৃষ্টের অন্ত হইবে না। অতএব কর্ম্মাধিকারে সৃষ্টির প্রবাহ অনাদি অনন্ত; অদৃষ্টের অধীন ভোগপ্রয়াসী মানবগণের বার বার পুনরাবৃত্তি স্বাভাবিক; নৈমিত্তিক বা প্রাকৃতিক প্রলয় তাহার চির-অন্তরায় নহে।

১৭২। প্রবাহরূপে নিত্য এই সৃষ্টির চক্রাবর্ত্তে পতিত হইয়া মানবগণ বারম্বার যাতায়াত করেন। প্রলয়কালে তাঁহাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম-রূপ অদৃষ্ট, বাসনারূপ প্রার্থনাবীজ, প্রার্থনাপ্রকাশক বেদমন্ত্রার্থ, কর্ম্মফলদাতা দেবতা সকল, তাঁহাদের প্রকৃতিশক্তিতে লীন নিরুদ্ধ-বৃত্তিস্বরূপ মনোবুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া থাকে। অণিমাদি সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা, বেদশাস্ত্রে সূত্রাত্মা ও সর্ব্বজীবের বুদ্ধি-সমষ্টি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। প্রাকৃতিক প্রলয়-বশতঃ তাঁহার অন্ত হইলেও অমূর্ত্তাত্মা পরমেশ্বর স্বয়ম্প্রকাশ থাকেন। তাঁহাতেই স্বয়ম্ভূ-ব্রহ্মার নিত্য স্বতঃসিদ্ধ অণিমাদি ঐশ্বর্য্য সকল বিদ্যমান থাকে। তৎকালে অদৃষ্ট, মন্ত্র ও দেবতার সহিত প্রলয়ে লীন সমষ্টি-মনোবুদ্ধির অনিরুদ্ধ আশ্রয়স্বরূপে পরমেশ্বরই বর্ত্তমান থাকেন। প্রাকৃতিক সৃষ্টিকালে তিনি অনন্তকর্ম্মা মূর্ত্তিমান-বিশ্বস্বরূপ অগ্রজ হিরণ্যগর্ভকে পুনঃ সৃজন করিলে মহত্তত্ত্বরূপী সেই প্রভু-হিরণ্যগর্ভ প্রকৃতিতে আত্ম-অধ্যাসরূপ অহঙ্কার উৎপাদনপূর্ব্বক আপনার সহিত প্রলীন জীবগণকে সেই মহাদীর্ঘ নিবোধাবস্থা হইতে পুনঃ সুব্যক্তাবস্থায় প্রেরণ করেন। ব্রহ্মাকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া যখন আদিকল্পে বা কল্পারম্ভে মানবগণ ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করেন তখন তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের সেই মনোবুদ্ধি-সমষ্টির অধিষ্ঠাতৃ

দেবতাস্বরূপ ব্রহ্মার সকাশ হইতে প্রলয়ে লীন ঋষিগণের হৃদয়-পোষিত মহাসম্পত্তিস্বরূপ বেদমন্ত্র এবং মন্ত্রের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা সকল পুনবায় জন্মেন। জৈমিনি, "ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্য অর্থেন সহসম্বন্ধঃ। তস্য জ্ঞানমুপদেশ।" এবং "নিত্যস্তু স্যাৎ দর্শনস্য পরার্থত্বাৎ।" ইত্যাদি সূত্রে প্রমাণ কবিযাছেন যে, শব্দ কিনা বেদমন্ত্র নিত্য। কেননা তাহাতে অর্থ সমন্বিত আছে। শব্দ ও অর্থেব বোধ্য বোধক অথবা প্রার্থনা ও ফলাত্মক সম্বন্ধ নিগূঢ এবং নিত্য। অতএব শব্দ কি না বেদ, ধর্ম্মজ্ঞান ও অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে অভ্রান্ত উপদেশ প্রদান কবেন। মন্ত্রেব বা শব্দেব সূক্ষ্মভাব জীবের অপূর্ব্বকে আশ্রয় করিযা থাকে। যখন উচ্চাবিত হয তখন তৎসঙ্গে ভাব থাকে। সেই ভাবই স্ফোট। শ্রোতা-নিকটে থাকিলে সেই নিবাকাব ভাব লাভ কবেন। সুতবাং শব্দার্থ বা মন্ত্রার্থ নিত্য বিধায় শব্দ বা মন্ত্রকে নিত্য বলা যায। যতবাব সৃষ্টি হয় জীবের নিরুদ্ধবৃত্তিরূপ অপূর্ব্ব বা অদৃষ্টনিহিত ভাবরূপ বীজ হইতে শব্দোৎপত্তি হইযা পুনঃ ভাবেতেই পবিণত হয। বেদ সকল সেই ভাবরূপ মানবধর্ম্মেব ও অতীন্দ্রিয জ্ঞানের অক্ষয় ও অভ্রান্ত নিদর্শন, সুতবাং, প্রবাহরূপে নিত্য। "অনপেক্ষত্বাৎ" এবম্ভূত শব্দ বা মন্ত্রেব বিনাশ নাই। তাহা ধর্ম্ম ও জ্ঞানস্বরূপ। সুতরাং কেন অনিত্য হইবেক? যাহার পূর্ব্ব নাই তাহাই "অপূর্ব্ব"। তাহাবই নাম "অদৃষ্ট"। তাহাই পবলোক সাধনেব অলৌকিক হেতুস্বরূপ। তাহাব সিদ্ধিতেই তাহার অধিষ্ঠাতৃ দেবতাস্বরূপ ঈশ্বর সিদ্ধ হয়েন। সেই অদৃষ্ট আর সৃষ্টি, বীজবৃক্ষবৎ অনাদি। সেই "অদৃষ্ট" বা "অপূর্ব্ব" বিচিত্র কার্য্য কারণ শক্তিস্বরূপ এবং বিশ্ববৃত্তিসম্পন্ন। উহা হইতে যেমন সৃষ্টি প্রকাশ পায়, সেইরূপ প্রলয়ে লীন সর্ব্বজীবের সমষ্টি উৎকৃষ্ট-বুদ্ধি অধিকারপূর্ব্বক বেদও প্রকাশ পায়। পরাশর বহিয়াছেন, "ন কশ্চিৎ

বেদকর্ত্তাচ বেদস্মর্ত্তা চতুর্মুখঃ।" বেদের সৃষ্টিকর্ত্তা কেহ নাই। তাহার স্মরণকর্ত্তা মাত্র ব্রহ্মা। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রলয়কালে জীবগণের এবং বেদবিৎ ঋষিগণের বৃত্তি-নিরোধ ও স্মৃতি ভ্রংশ হওয়াতে মানবধর্ম্মের আদর্শ, নিদর্শন, ব্যবস্থা বা দর্পণস্বরূপ বেদ-শাস্ত্রও তাঁহাদের উৎকৃষ্ট বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিরুদ্ধাবস্থা লাভ করে। কিন্তু প্রত্যেক সৃষ্টিকালে সার্ব্বভৌমিক-অদৃষ্টের সেই উৎকৃষ্ট-বুদ্ধিবলে সমগ্র বেদ শাস্ত্র সর্ব্বতোভাবে অপরিলুপ্ত বিদ্যা-শক্তি ও ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন আদি কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে জাগ্রত হইয়া উঠে। মানব-সৃষ্টিকালে তাহা ঋষিগণের হৃদীয় ও কণ্ঠদ্বার দিয়া নির্গত হয়। অপরঞ্চ বেদবিৎ ও বেদবক্তা ব্রাহ্মণগণের মুখের সমষ্টি-ভাবই ব্রহ্মার মুখ, কেননা "ব্রাহ্মণস্য মুখমাসীৎ।" পুরুষসূক্তে ব্রাহ্মণই তাঁহার মুখস্বরূপে কথিত হইয়াছেন। সুতরাং সুব্যক্ত মানব সমাজেও বেদ ব্রহ্মারই বাক্যরূপে উক্ত হয়।

১৭৩। বাসনাভেদে যেমন ক্রিয়ার ও মন্ত্রের ভেদ হয় সেই-রূপ ফলদাতা দেবতারও ভেদ হইয়া থাকে। প্রার্থনা-বাণীরূপ মন্ত্র ও মন্ত্রের অধিপতি দেবতা সামানাধিকরণ্যসম্বন্ধে মানবের কামনাশীল স্বভাবে থাকেন। প্রকৃত প্রস্তাবে কর্ম্মকাণ্ডে মন্ত্রই দেবতারূপে বরণীয়। মন্ত্রময় ক্রিয়ার অবসানে বর্ণাত্মক শব্দবিশিষ্ট মন্ত্র বিনষ্ট হয় বটে, কিন্তু যজমানের বাসনাময় ভাগ্যস্থানে অপূর্ব্ব বা অদৃষ্টরূপে ক্রিয়ার ফল ও বেদমন্ত্রের সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য সঞ্চিত হইয়া থাকে। দেবতাও সেই ফলের অধিষ্ঠাতৃরূপে যজমানের ভাগ্যেতে আরোহণ করেন। এইরূপ দেবাধিষ্ঠাতৃত্ব স্বর্গাবতরিত নহে। তাহা সকামী জনের কামনা ও প্রার্থনাবাণীরূপ বেদমন্ত্রের সহজাত। প্রবাহরূপে নিত্য কামী জনের প্রার্থনাস্বভাব ও সেই স্বভাবের উত্তেজিত বৈদিকক্রিয়া সকল সনাতন ধর্ম্ম। প্রলয়ে ধর্ম্ম নষ্ট হইতে পারে না। সেই ধর্ম্মের আদর্শ ও ব্যবস্থা বেদও নষ্ট হয়

না। তাহার অধিষ্ঠাতা ও ফলদাতা দেবতা সকলও বিনষ্ট হন না। তাঁহারা সকলেই জীবের স্বভাবজাত। জীববৃত্তির প্রলয়ে তাঁহাদের প্রলয়। জীববৃত্তির সৃষ্টিতে তাহাদের সৃষ্টি। ফলতঃ সেই সকল দেবতা আর কেহই নহেন। 'আত্মৈব দেবতাঃ সর্ব্বাঃ' (মনু) পরমাত্মাই সকল দেবতা। ফলকামীর দৃষ্টিতে ফলের ভিন্নতা, বাসনার বিক্ষেপ প্রভৃতি বশতঃ ফলদাতার নানাত্ব অপরিহার্য্য। সুতরাং কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদে ভগবানের একমাত্র গূহ্যভাবকে প্রতিপাদন করেন নাই। করিলে তাহা নরস্বভাবের সহিত সর্ব্বতোভাবে ঐক্য হইত না। এজন্য নানা দেবতার প্রেরণা হইয়াছে। কর্ম্মীরা যুক্তিযুক্ত রূপেই স্ব স্ব স্বভাবগত মন্ত্রেতে সেই সব দেবতা দৃষ্টি করিয়া থাকেন। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এ উভয়বিধ ধর্ম্মই স্বাভাবিক। ফলকামনা যেরূপ স্বাভাবিক, স্বার্থশূন্য ভক্তি, বৈরাগ্য, এবং জ্ঞানও সেইরূপ স্বাভাবিক। সেই উভয় লক্ষণবিশিষ্ট সমষ্টিনরস্বভাবের সনাতন নিদর্শনস্বরূপ বেদও স্বাভাবিক। ভক্তি ও জ্ঞানাভাবে বাসনার অন্ত নাই। বাসনা জন্য সাধনার শেষ নাই। কত প্রলয় হইবে, জীব সেই বাসনা-বীজ হৃদয়ে ধরিয়া কল্পকল্পান্তরব্যাপী জন্ম, মরণ, স্বর্গাদি ভোগে বার বার নীয়মান হইবেন। আবার সেই বীজ হইতে ধর্ম্মসাধনার্থ নব নব উত্তেজনা ও অনুষ্ঠান প্রবাহিত হইবে।

১৭৪। মহর্ষি জৈমিনি কহিয়াছেন, "চোদনালক্ষণোঽর্থো-ধর্ম্মঃ" ধর্ম্মের লক্ষণই এই যে, তিনি জীবের স্বভাব বা অদৃষ্ট স্থান অধিকার করিয়া ফলনিমিত্ত ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক হয়েন। "চোদনা-নিমিত্তং ধর্ম্মস্যজ্ঞানং" অদৃষ্ট হইতে অলক্ষ্যভাবে ধর্ম্মের যে ক্রিয়াচরণের প্রতি উত্তেজনা হয তন্নিমিত্ত ধর্ম্মজ্ঞানের প্রয়োজন। সামান্য লৌকিকক্রিয়া ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত হয নাই। সকলেই সময়শিরে বৈদিক উপায়ে বাসনা সিদ্ধ করিতে ব্যগ্র হয়। পুরুষকার ফলে

বঞ্চিত হইলেই পুরুষ দৈবের স্মরণ লন। শাস্ত্র সেই স্থলে অর্থ-বাদের সহিত কামীর মনের মত স্বর্গপর ও জন্মকর্ম্ম-ফলপ্রদ ব্যবস্থা দেন। সেই সকল ব্যবস্থাকে বিধিবাক্য কহে। যথা "পুত্রকামো যজেত" পুত্রকামীর উচিত যাগ করেন। এই যাগে উত্তেজিত করার নিমিত্তে যে সূক্ষ্ম অদৃষ্টতত্ত্বের প্রবর্ত্তমান-লক্ষণ আছে তাহারই নাম ধর্ম্ম। শ্রীমান্ সবরস্বামী কহিয়াছেন, "ধূমোলক্ষণ-মগ্নেরিতিহিবদন্তি" অগ্নির যেমন ধূম একটি লক্ষণ সেইরূপ "তয়া—চোদনয়া—যো লক্ষ্যতে সোঽর্থ পুরুষং নিশ্রেয়সেন সংযুনক্তি প্রতিজানিমহে" ক্রিয়াসাধনে প্রবর্ত্তকরূপে যিনি লক্ষিত হন—এতাদৃশ যে অর্থ পুরুষকে নিঃশ্রেয়স মঙ্গলে নিযুক্ত করে তাহাকেই আমরা ধর্ম্ম বলিয়া জানি। এই ধর্ম্মের ভাব অতি গূঢ়। ইহাঁর প্রবর্ত্তমান লক্ষণ অনাদি, সূক্ষ্ম এবং মনোহর। ইনি অপূর্ব্বজ। ইহাঁর পূর্ব্ব কিছু নাই। ইহাঁর প্রবর্ত্তিত ক্রিয়া, মন্ত্র, দেবতা, সমুদয়ই প্রবাহরূপে নিত্য। এইরূপ মানবধর্ম্মের কল্প-কল্পান্তরব্যাপী নিদর্শন ও ব্যবস্থাস্বরূপ বেদও নিত্য। বর্ণাত্মক শব্দবিশিষ্ট, পদ ক্রম সূক্ত প্রভৃতি বিভাগবিশিষ্ট, বেদনামক পুস্তক যে নিত্য শাস্ত্রের এমত অভিপ্রায় নহে। বেদের তাৎপর্য্য অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম নিত্য ও স্বাভাবিক ইহাই অভিপ্রায়। মরণ-ধর্ম্ম রহিত জীবাত্মার নিত্য স্বভাবের সহিত বেদ সমকালবর্ত্তী। সেই স্বভাবই অনাদি কামকর্ম্মময় অবিদ্যা-বীজ। বেদ সেই স্বভাবের জীবন্ত আদর্শ ও ধ্রুবব্যবস্থাস্বরূপ। প্রলয়কালে তাহা জীবাত্মা-সমষ্টির সার্ব্বভৌমিক অদৃষ্টকে আশ্রয় করিয়া সুষুপ্তবৎ থাকে। সৃষ্টিসময়ে সেই অদৃষ্টবীজ হইতে পূর্ব্ব-কল্পের ন্যায় বেদমন্ত্র, মন্ত্রময়ী ক্রিয়া, যোগবিদ্যা, ব্রহ্ম-বিদ্যা, মন্ত্রাধি-পতি দেবতা, যজ্ঞীয় দ্রব্যসমূহ এবং মানবসমাজের অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদার্থসমূহ অভ্যুদিত হয়।

১৭৫। বিষ্ণুপুরাণে (১৫।৬৪) আছে, "যথর্ত্তাবৃতুলিঙ্গানি নানা

রূপাণি পর্য্যয়ে, দৃশ্যন্তে তানি তান্যেব তথাভাবা যুগাদিষু।" যেমন ঋতুগণের পর্য্যায়ক্রমে তত্তৎকালীন ফল-পুষ্পাদি পূর্ব্ববৎ দেখা দেয়, তাহার ন্যায় প্রত্যেক কল্পেই পূর্ব্বকল্পের ন্যায় ('ভাবা' দেবাদয়ঃ ইতি স্বামী) দেবতা, বেদ, ঋষি, পুরোহিত, যজমান, ক্রিয়া, পশু, যজ্ঞীয় ও ভোগ্য দ্রব্যাদি সমস্ত আবির্ভূত হইয়া থাকে। সেই সমস্তের মধ্যে পূর্ব্বকল্পে যে জাতির যে আকৃতি, নাম, স্বভাব ও ব্যবসা ছিল পরকল্পে তাহাই হয়, কেননা পরমেশ্বরকৃত প্রবাহ-নিত্য সৃষ্টির ব্যবস্থা অপরিবর্ত্তনীয় ও সম্পূর্ণ। তাহা সংশোধনের প্রয়োজন হয় না। সমষ্টি-নরহৃদয়স্বরূপ ব্রহ্মার হৃদয়নিহিত বেদ-শাস্ত্র সেই ব্যবস্থার আদর্শ ও নিদর্শন। সৃষ্টিকালে তাহা জীবঘন ব্রহ্মার স্মৃতিপথে জাজ্বল্যমান প্রকাশিত হইলে তদনুসারে ব্রহ্মা তাবৎ বস্তুকে জাতিপুরঃসরে রূপ নাম প্রদানপূর্ব্বক পুনঃ সৃষ্টি করেন। যথা (বিঃ পুঃ ১।৫।৬২—৬৩) "নামরূপঞ্চ ভূতানাং কৃত্যানাঞ্চ প্রপঞ্চনং। বেদশব্দেভ্য এবাদৌ দেবাদীনাঞ্চকার সঃ। ঋষিণাং নাম-ধেয়ানি যথাবেদ শ্রুতানিবৈ। যথানিয়োগ-যোগ্যানি সর্ব্বেষামপি সোঽকরোৎ।" বিধাতা আদিতে সেই পূর্ব্বসঞ্চিত বেদহইতে দেবতা ঋষি মনুষ্য প্রভৃতির নাম রূপ ও কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। অর্থাৎ বিধাতার সাক্ষিত্ব, নিয়ন্তৃত্ব ও পূর্ব্বস্মৃতিবশাৎ সর্ব্বভূতই পূর্ব্ব-সঞ্চিত ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্টের সারাংশ ও আদর্শস্বরূপ বেদ অনুসারে পূর্ব্বকল্পের ন্যায় স্ব স্ব প্রকৃতি, ধাতু ও কর্ম্ম লাভ করিল।

১৭৬। মানবস্মৃতিতে (১।২১) আছে "সর্ব্বেষাস্তু সনামানি কর্ম্মাণিচ পৃথক্ পৃথক্। বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্ সংস্থাশ্চ-নির্ম্মমে।" প্রভু হিরণ্যগর্ভ আদিতে বেদ হইতে সকলের নাম ও কর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক সৃষ্টি করিলেন। কেননা "প্রলয়কালেঽপি সূক্ষ্ম-রূপেণ পরমাত্মনি বেদরাশিঃ স্থিতঃ" (কুল্লুকভট্ট; মনু-ঐ) প্রলয়-কালেও বেদরাশি সূক্ষ্মরূপে পরমাত্মশক্তিতে ছিল। তাহা হইতে

উহা ব্রহ্মার স্মৃতিযোগে সৃষ্টিতে অবতীর্ণ হইয়াছে। ভগবান ব্যাসদেবও শারীবক দর্শনে (১।৩।২৮) বেদঅনুসারে জগৎসৃষ্টি প্রতিপাদন করিযাছেন। "শব্দ ইতি চেন্নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং।" বেদে অনিত্যদেবগণের উল্লেখ থাকায় যদি বেদের নিত্যতার প্রতি সন্দেহ হয় সেজন্য সিদ্ধান্ত করিতেছেন। বেদ প্রবাহরূপে নিত্য। তাহা হইতে সমস্ত দেবতা, ঋষি, পিতৃ, মানব ও নিখিল ভোগ্যবস্তুব সহিত এই সৃষ্টি নাম রূপ লাভ করিয়াছে। এ কথা বেদ ও স্মৃতি-সিদ্ধ। "এতইতি বৈ প্রজাপতির্দেবানসৃজত" ইত্যাদি বেদবাক্য এবং 'বেদশব্দেভ্যএবাদৌ' ইত্যাদি স্মৃতিবচন ইহার প্রমাণ। সার্ব্বভৌমিক নরস্বভাবই ধর্ম্মাধর্ম্মের ভাগী। এইজন্য সমষ্টিভাবে জাতিপুবঃসবে সমস্ত দেবতা, সমস্ত ঋষি, সমস্ত যজমান ও সমস্ত ভোগ্যবস্তুব সহিত বেদের সম্বন্ধ। কোন বিশেষ ব্যক্তি, দেবতা, ঋষি বা বস্তুমাত্রের সহিত বেদের কোনরূপ ব্যষ্টি-সম্বন্ধ নাহি। বেদ স্বযং জাতি বা সামান্যধর্ম্মী সুতরাং সার্ব্বভৌমিক উৎকৃষ্ট-বুদ্ধি ও জ্ঞানধর্ম্মেব সমষ্টি তত্ত্ব। প্রলযে সেই তত্ত্ব বিধাতার অধিষ্ঠাতৃত্বাধীনে প্রকৃত্যবচ্ছিন্ন থাকে। তাহা হইতে দেব ঋষি পিতৃ মানব প্রভৃতি জাতিপুবঃসবে রূপ নাম প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ প্রলয়ে লীনা প্রকৃতিতে, সমষ্টি অদৃষ্টেব সারাংশস্বরূপ, জ্ঞানধর্ম্মেব সংস্কারস্বরূপ বেদবিভাগে, প্রত্যেক প্রকাব দেব, ঋষি, মনুষ্যাদি জাতি-ধর্ম্মেব এক এক আদর্শ-ভাব সঞ্চিত থাকে। সেই আদর্শ হইতে পূর্ব্বকল্পেব ন্যায দেব, ঋষি, ও মানবকুলের রূপ, নাম, স্বভাব, ও ব্যবসা নির্দ্দিষ্ট হয। যথা "ইন্দ্রত্ব" একটি আদর্শ-দেবত্ব ও "জাতি-বাচক" বা "সামান্য-বাচক" পদার্থ। বেদে ইন্দ্র-দেবতার উদ্দেশে স্তোত্র বন্দনা ও যজ্ঞের বিধি আছে। ভিন্ন ভিন্ন প্রার্থীগণ ভিন্ন ভিন্ন দেশে যদি এক লগ্নে ইন্দ্র-যাগ করে, তবে সেই যাগের উচ্চারিত বেদমন্ত্রেব সহিত প্রত্যেক যজমানের যজ্ঞেতে

ইন্দ্রদেবতার আবির্ভাব হইবে। এস্থলে ইন্দ্র কোন ব্যক্তিবাচক দেবতা নহেন। তাহা হইলে একলগ্নে ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞেতে তাঁহার আবির্ভাব অসম্ভব হইত। প্রকৃত প্রস্তাবে, নর-স্বভাবগত প্রার্থনার সহিত তাঁহার সামান্য ও সার্ব্বভৌমিক সম্বন্ধ মাত্র। প্রার্থনা বা মন্ত্রময়ক্রিয়া আচরিত হইলেই সেই মন্ত্রের সহিত তাঁহার আবির্ভাব হয়। কল্পে কল্পে সেইরূপে বেদমন্ত্রের আবির্ভাবের সঙ্গে ইন্দ্রাদি দেবগণ জাতি-পুরঃসরে অবতীর্ণ হন। বেদ হইতে জাতিপুরঃসরে তাঁহাদের রূপ নাম প্রকৃতি প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। বেদ-মন্ত্রকৃৎ ঋষিগণেরও ধাতু ও নামাদি জাতিবাচকরূপে উক্ত হইয়াছে এবং বেদ হইতে জাতিপুরঃসরেই ঋষিদিগের নামাদি প্রকটিত হইয়া থাকে। কোন বিশেষ ঋষির প্রতি বেদের উদ্দেশ্য নহে। অতএব দেবতা, ঋষি, রাজা, প্রভৃতির যত নাম ও বিবরণ বেদে আছে সে সমস্তের সহিত বেদের জাতিপুরঃসরে সম্বন্ধ। সে সম্বন্ধ কল্পকল্পান্তরভেদী। এই সমস্ত কারণে ভগবান ব্যাসদেব পরসূত্রে সমাধান করিয়াছেন, "অতএবচ নিত্যত্বং" অতএব বেদের নিত্যত্ব সিদ্ধ হইল। অপরঞ্চ, "সমান নামরূপত্বাচ্চাবৃত্তাবপ্য-বিরোধোদর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ।" যদিও সৃষ্টি ও প্রলয়ের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হইতেছে, তথাপি দেবতা প্রভৃতি কিছুই নূতন উৎপন্ন হয় না। তাহা হইলে বেদসম্বন্ধে অভ্রান্ত ব্রহ্ম-স্মৃতিতে দোষবর্জিত। সুতরাং বেদে যে সকল দেবতা ও ঋষিপ্রভৃতির উল্লেখ আছে, তৎ-সমূহ প্রবাহরূপে নিত্য। বেদে কোন অনিত্য-প্রয়োগ-দোষ অর্শিতে পারে না। বস্তুতঃ পূর্ব্বসৃষ্টিতে জাতিগত যে যে রূপে ও যে যে নামে দেবতাদি পদার্থ সকল থাকে, পরসৃষ্টিতে অবিকল তৎ-সমান নাম রূপে তৎসমূহ জাতি-পুরঃসরে প্রকটিত হয়। পূর্ব্বাপর বিরোধ হয় না, এই সনাতন সিদ্ধান্ত বেদ ও স্মৃতিসিদ্ধ।

১৭৭। প্রতিকল্পে বাসনা ও কর্ম্ম সকলও পূর্ব্বকল্পের ন্যায় দেখা দেয়, তাহাতে প্রতিকল্পেই ভূবাদি চতুর্দ্দশ ভুবন পূর্ব্ববৎ আবির্ভূত হইয়া থাকে। তৎ-শাসনার্থ বিধি সকলও পূর্ব্ববৎ প্রকটিত হয়। সেই সকল বিধি ধর্ম্মরূপী। তাহা জীবের বাসনা ও কর্ম্মসম্ভূত-অদৃষ্টকে আশ্রয় করে। তাহাই সূক্ষ্ম-আদর্শ ও নিদর্শনরূপে জীবের জ্ঞানধর্ম্মের নিয়ামক ও উত্তরসাধক। সেই সূক্ষ্ম তত্ত্বের নাম বেদ। সেই ত্রিভুবন-শাসন শব্দ-সমুদ্র বেদশাস্ত্র বহুরূপী। ভাবেতেই বা ফলেতেই শব্দের ও বেদের লক্ষ্য। ভাবার্থসংযুক্ত ও ফলপ্রসূ সেই শব্দ-ব্রহ্ম (বেদ), জীবের বাসনাস্থানে প্রার্থনা-রূপী, প্রার্থনার অনুষ্ঠানস্থলে 'মন্ত্ররূপী, প্রার্থনাসিদ্ধিতে ফলরূপী, ফলদানে দেবতারূপী, সৃষ্টিক্রিয়ায় ব্রহ্মাদি দেবতা ও প্রজা-পতিগণের চক্ষুরূপী, অণিমাদি ঐশ্বর্য্যকামনাস্থলে হিরণ্য-গর্ব্ভরূপী এবং নিষ্কামক্রিয়াতে বা সন্ন্যাসে পরব্রহ্মরূপী। ধরণী যেমন অশেষ সংসারকে ধারণ করিয়া আছেন বেদ সেইরূপ প্রবৃত্তি নিবৃত্তিভেদে অশেষবিধ ধর্ম্মকে ধারণ করিয়া রহিয়া-ছেন। তিনি সনাতন ধর্ম্ম। সমস্ত বেদের নিগূঢ় তাৎপর্য্য একমাত্র ব্রহ্মেতে হইলেও, নানা অধিকার ও প্রস্থানভেদে সেই একই বেদ কর্ম্মে, কার্য্যব্রহ্মে (ব্রহ্মা), বা পরব্রহ্মে সমন্বিত। তাঁহার বাহ্য আকারস্বরূপ বর্ণ ও উচ্চারণ বাহ্যাবলম্বন মাত্র। কিন্তু তাঁহার ভাবার্থই প্রস্থানভেদে দেবতা, কার্য্যব্রহ্ম, বা পরব্রহ্মস্বরূপ। প্রতিকল্পের এবং প্রত্যেক মহাযুগের আরম্ভে সেই সনাতন শব্দ-ব্রহ্মরূপী শাস্ত্র, আদি-কর্ম্মকুশল ও ব্রহ্মসর্ব্বস্ব ঋষিগণের হৃদয়ে স্ফুরিত হয়। ভগবানের শক্তিরূপ প্রত্যাদেশই ঐ স্ফূর্ত্তির হেতু। ঋষিরা তাহার গভীর আনন্দপ্রদ, হৃদয়তৃপ্তিকর শক্তিতে মোহিত হইয়া পবিত্র বর্ণাত্মিকা বাণীদ্বারা মহানন্দে তাহা গান করিয়া

থাকেন। পশ্চাৎ বংশবৃদ্ধি সহকারে সমগ্রবেদ লিপীকৃত, বিভক্ত ও শাখাবদ্ধ হইয়া গ্রন্থাকারে পরিণত হয়।

১৭৮। ভগবান সকলের বিধাতা। তিনি কর্ম্মকাণ্ডে বহু, জ্ঞানকাণ্ডে এক। কর্ম্মকাণ্ডে তিনি নবহৃদযোত্থিত মন্ত্রস্বরূপ এবং মন্ত্রের ও প্রার্থনার নানাত্ব জন্য নানা দেবতারূপী। জ্ঞানকাণ্ডে তিনি "একমেবাদ্বিতীয়ং"। সে অবস্থাতেও তিনি নবহৃদয়বাসী প্রত্যক্ষ আত্মাস্বরূপ। তিনি সর্ব্বাবস্থায় হৃদযেরই দেবতা এবং অতি সহজে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ দ্বারা যথাধিকারীকে তৃপ্ত করিবার নিমিত্তে সকলেরই হৃদযের সহজাত। তিনি সাধক হইতে এক-তিল দূরে থাকেন না। সর্ব্বদাই সকলের সহজ-জ্ঞান-সিদ্ধ। কর্ম্মীর হৃদয়ে তিনি মন্ত্রময়দেবতা, জ্ঞানীর হৃদযে তিনি পরমাত্মা ; কর্ম্মীর হৃদযে তিনি দেবলোকের ও ফলরাজ্যের অবারিতদ্বারস্বরূপ এবং জ্ঞানীর হৃদযে তিনি মোক্ষনিকেতন। হৃদযে তাঁহার বাস হওযাতে তিনি যত সুলভ হইযাছেন, তাঁহার স্বর্গে বাস হইলে সাধকের তত সুবিধা হইত না। ব্রহ্ম-কামীর তো কথাই নাই, তিনি ফল-কামীরও সঙ্গী। তিনি যে অত সুলভ তাহা জ্ঞাপনের জন্য ফল-কামীর প্রতি মন্ত্রকেই দেবতারূপে বরণের উপদেশ দিযাছেন। কেননা প্রার্থনামন্ত্রের সহিত ভগবান নিগূঢ়। লৌহপিণ্ড অগ্নি-সংযোগে অগ্নিত্ব লাভ করিলে তাহার লৌহত্ব সত্ত্বেও যেমন তাহাকে অগ্নিরূপে দৃষ্টি করা যায়, সেইরূপ মন্ত্রের কাম্যত্বসত্ত্বেও তাহার ফলদাতৃত্ব ও দেবত্ব দৃষ্ট হইযা থাকে। কর্ম্মী যদি এই দার্শনিক বিচার নাও বুঝেন, তাহাতে তাঁহার ক্ষতি নাই। কেবল মন্ত্রকে ফলদাতা দেবতা জ্ঞানপূর্ব্বক কর্ম্ম করিলে তাঁহার পক্ষে প্রচুর হইবে। মন্ত্রত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্রে দেবদৃষ্টি করা তাঁহার পক্ষে হস্তস্থ গ্রাস পরিত্যাগ করিয়া হস্তলেহনের ন্যায় নিষ্ফল। মহর্ষি জৈমিনি কহিয়াছেন, "ফলপ্রদ স্বনেত্রে তৎকর্ম্ম নেশ" মন্ত্রময় কর্ম্মই

স্বীয় কর্ত্তাকে ফলপ্রদান করে, ঈশ্বর নহেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্মী কেবল কর্ম্ম ও ফলই বুঝে। ঈশ্বরকে বুঝিতে পারিবে না বলিয়া ঈশ্বর নিষেধ করিয়াছেন। এরূপ নিষেধাভাবে কর্ম্মী এক-দিকে ফলজন্য ব্যস্ত হইবে, অন্যদিকে ঈশ্বর বুঝিতে গিযা হৃদয়-বাসী ফলদাতা ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করিবে। হয়তো এক অনু-মানের ঈশ্বর কল্পনা করিযা বসিবে। তদপেক্ষা ঈশ্বরাধিষ্ঠিত কর্ম্ম-কেই দেবতা জ্ঞান করা তাহার পক্ষে নিকট উপায় ও সহস্র গুণ শ্রেয়ঃ। "ধর্ম্মং জৈমিনিরতএব" অতএব জৈমিনি কহিয়াছেন, ধর্ম্মই ফলদাতা অর্থাৎ দেবতা স্বতন্ত্র নাই। কর্ম্মীর পক্ষে কর্ম্মই ব্রহ্মরূপী। কর্ম্ম ও মন্ত্রের অভেদলক্ষণায মন্ত্রই ব্রহ্ম, মন্ত্রই স্বকীয় অর্থে বলবৎ প্রমাণ এই তাৎপর্য্য। ব্যাস মীমাংসা করিযাছেন (৩।৩।৩৮) "ফলমত উপপত্তেঃ" ফলদাতা হওয়া চৈতন্যাপেক্ষা করে, মন্ত্র ও কর্ম্মের চৈতন্যাভাব, এজন্য কর্ম্মের ফল মন্ত্রাধিপ অধিদৈবস্বরূপ ঈশ্বর হইতে হয। "তস্মাৎ কর্ম্মভিরাবাধিত ঈশ্বর ফলদাতা" (আচার্য্যবাক্য) কর্ম্মের আরাধনা করিলেও ঈশ্বরই ফলদাতা— সেই একই বিধাতা নানা ফলদানে নানা দেবদেবীরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকেন। ফলে এইরূপ ক্রিয়া কেবল অবিদ্যাকল্পিত বাসনা জন্য। তাহার সহিত অনাদি অনন্তকাল মাযাময় সৃষ্টি ও প্রলয়-প্রবাহযোগে জীব আবর্ত্তনশীল এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম, অদৃষ্ট, বেদ ও দেব-তার পুনঃ পুনঃ আবির্ভাব ও তিরোভাব অবশ্যম্ভাবী।—

বিংশ অধ্যায়।

আত্যন্তিক প্রলয়।

১৭৯। জীবকর্ত্তৃক প্রকৃতিভোগের এইরূপ নিত্য নৈমিত্তিক ও প্রাকৃতিক উদযাস্ত হইয়া থাকে। জীবের সাধ্য নাই যে প্রকৃতি-রূপ মহৈশ্বর্য্যকে অবিরামে ভোগ করিবেন। এইজন্য পরিবর্ত্তনই ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ম। দিবস ও রাত্রির ন্যায়, ষড়ঋতুর পরিবর্ত্তনের ন্যায়, জাগরণ ও নিদ্রার ন্যায় অথবা আরোগ্য ও অস্বাস্থ্যের ন্যায় সৃষ্টি ও প্রলয়সমূহ গমনাগমন করিতেছে। ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম এবং ঈশ্বর তাহার নিয়ন্তা। কিছুই চিরকাল একভাবে যায় না এবং কিছুই একেবারে বিনাশপ্রাপ্ত হয় না। পরমাপ্রকৃতির সন্তানসন্ততি তুল্য ব্যষ্টিপ্রকৃতিগণ স্ব স্ব জাগরণরূপ ভোগক্ষয়ে অবশ হইয়া সেই ব্রহ্মাণ্ডপ্রসবিনী মূলপ্রকৃতির ক্রোড়ে গিয়া শান্তিলাভ করে। আবার শান্তিভোগক্ষয়ে আশ্চর্য্যরচিত বিশ্বরূপে লীলাখেলা করিয়া থাকে। এইরূপে ক্রমান্বয়ে সৃষ্টিসংহার প্রবা-হিত হইতেছে। জীবগণ সেই প্রকৃতিবিরচিত অদৃষ্ট লইয়া কল্পকল্পান্তর ও জন্ম মৃত্যুযোগে আবির্ভূত ও তীরোভূত হইতেছে।

১৮০। প্রাগুক্ত প্রকার জন্ম মৃত্যু হইতে কাহারো অব্যাহতি নাই। কেননা প্রকৃতিরূপ উপাদানে সকলেরই চরিত্র বিরচিত। প্রকৃতিই জীবের বন্ধন। প্রকৃতিকে ভোগব্যতীত জীবের সংসার ভোগ হয় না। জীব প্রকৃতিরূপ আস্বাদ ও প্রকৃতি ভোগবাসনা হৃদয়ে ধরিয়া প্রকৃতি বিরচিত মর্ত্ত্যপুরির সুখ অবধি স্বর্গলোকের সুখপর্য্যন্ত আকাঙ্ক্ষা করেন। তন্নিমিত্তে পুরুষকাররূপ চেষ্টা করেন, দেবতাদের প্রসন্নতা লাভার্থ হোমযাগাদি ক্রিয়া করেন এবং ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন। সুতরাং যাদৃশী ভাবনা

তাদৃশী সিদ্ধি লাভপূর্ব্বক কেবল আপনাকে জন্মমৃত্যুর পাশে বদ্ধ করিয়া থাকেন। কেননা তাঁহার যতই সুখলাভ হউক তাহা প্রকৃতিরই পরিণাম। সময়ে সময়ে সেই ভোগের ক্ষয় হইবেই হইবে। তাহার ক্ষয়োদয়ই জীবের জন্ম ও মৃত্যুর হেতু। একাদিক্রমে জীবনপ্রবাহ চলে না এবং চিরকাল বিরাম অবস্থায় থাকাও অসম্ভব। সুতরাং পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু সংঘটিত হইতেছে। প্রলয় প্রলয়ান্তেও সেই জন্ম মৃত্যু ক্ষান্ত হয় না।

১৮১। আর্য্যশাস্ত্রের এই তাৎপর্য্য অতীব যুক্তিযুক্ত। জীবের ও প্রকৃতির বিনাশ নাই। জীব ভোগী প্রকৃতি ভোগ। ভোগবাসনা, ভোগসাধন, ভোগলাভ সমস্তই প্রকৃতির রূপ রূপান্তর। জীব যত দিন ভোগী থাকিবেন তত দিন তাঁহার নিস্তার নাই। কিন্তু স্থূল ভোগই হউক আর সূক্ষ্ম ভোগই হউক যদি তাহার বাসনা পরিত্যক্ত হয় তবে প্রকৃতির বন্ধন ছিন্ন হইতে পারে। ফলে প্রকৃতির স্বামিস্বরূপ পরাবর ব্রহ্মদর্শন ব্যতীত সেই অকিঞ্চিৎকর বাসনাকে ত্যাগ করা অসম্ভব। ব্রহ্মদর্শন অতীব দুর্ল্লভ। প্রকৃতিভোগে বিরাগ জন্মিলে ব্রহ্মদর্শনে মতি হয়। সেই মতি তর্কেতে প্রাপণীয়া নহে। কেবল ভোগ বিরাগেই তাহা লাভ হয়। প্রকৃতিপ্রদত্ত ভোগ অনির্ব্বচনীয়। বহু জন্মের পরীক্ষা ব্যতীত তাহাতে বিরাগ জন্মে না। বহুজন্মে তাহা ভোগ করিতে করিতে বৈরক্তি উপস্থিত হয়। তখন জীব বুঝিতে পারেন যে, প্রকৃতিকে ভোগ করা আর পরিবর্ত্তনের স্রোতে ভাসা একই কথা। তখন তিনি বুঝিতে পারেন যে, প্রকৃতির অধিকারে কিছুই অপরিবর্ত্তনীয় নাই। অদ্য প্রকৃতির সত্ত্বগুণের আশ্রয়ে জীব শান্ত, কল্য রজঃপ্রভাবে চঞ্চল, পরশ্ব তমঃপ্রভাবে বিনষ্ট। অদ্য ফুল্ল ফুল তুল্য, কল্য ম্রীয়মান। কখনও নৈমিত্তিক প্রলয়, কখন মহাপ্রলয়। আবার সৃষ্টি, আবার বার বার জন্ম মৃত্যু, আবার প্রলয়। এ পরিবর্ত্তনের

শেষ নাই। যখন জীব এই সমস্ত ব্যাপার অনুধ্যান করিযা জানিতে পারেন যে, একমাত্র সনাতন ব্রহ্মই অপবিবর্ত্তনীয় তখন তিনি এই আদি-অন্তরহিত সংসার-সাগরেব মধ্যে তাঁহাকে অচল-প্রতিষ্ঠরূপে দর্শন করেন। তখন তাঁহার হৃদয়ে এই পরম সত্যেব বীজ অঙ্কুরিত হয় যে, কোটি কোটি বালক বৃদ্ধ যুবা নিত্য নিত্য মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতেছে, তাহাদের আবির্ভাবাদি সকলই স্বপ্নবৎ কেবল পরব্রহ্মেব অভয় পদই সত্য। কি নৈমিত্তিক প্রলয় কি প্রাকৃতিক প্রলয় সকলেই প্রকৃতিব ইন্দ্রজালিকতা সপ্রমাণপূর্ব্বক অন্তে নারায়ণ ব্রহ্মকে একমাত্র ধ্রুবসত্য বলিয়া নির্দ্দেশ কবিতেছে। এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানিব হৃদযে প্রকৃতি সম্বন্ধাধীন "আমি" "আমাব" ইত্যাকার "অহংভাব" তিষ্ঠিতে পাবে না। সুতরাং তিনি একমাত্র "আমি" "আমাব" বোধশূন্য ব্রহ্মভাব লাভ বরেন। তাঁদৃশ ব্যক্তির সম্মুখে প্রকৃতিব মাযিকত্ব প্রতিপন্ন হয। পণ্ডিতেবা সেই ভাবেব ভাবুক হইযা প্রকৃতিকে মাযা নাম দিয়াছেন। যদি বহুজন্মেব পরীক্ষা দ্বাবা কেহ প্রকৃতিকে মিছামাযা বলিযা এবং পবাৎপর ব্রহ্মকে সত্য বলিযা অবধাবণ কবিতে পাবেন তবে তাঁহার সম্বন্ধে সৃষ্টির বীজ ধ্বংস হইয়া যায। তাঁহাব আব জন্ম হয় না। তিনি সৃষ্টিপ্রবাহে আব পতিত হন না। ইহারই নাম মুক্তি। পণ্ডিতেবা ইহাকে আত্যন্তিক প্রলয কহেন। সর্ব্বপ্রকার প্রলযেব পবে জীবরূপভোগী ও প্রকৃতিরূপ ভোগের উদয হয়, কিন্তু আত্যন্তিক প্রলযের পর আর সৃষ্টি হয না।

১৮২। যে মহাপুরুষেব সম্বন্ধে ঐরূপ আত্যন্তিক প্রলয সংঘটিত হয তিনি বাসনা-বীজোৎপন্ন ও বাসনা-বীজগর্ভ্ভ ক্রিযার অধিকার হইতে মুক্ত হন। "অতএব চাগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা" (শাঃ সূঃ ৩।৪।২৫) এই সূত্রে মহর্ষি ব্যাসদেব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ব্রহ্মজ্ঞানের উত্তরকালে অগ্নি ও ইন্ধন উপলক্ষিত ক্রিয়া কর্ম্মের

অপেক্ষা থাকে না। যেহেতু মুক্তি কখনও কর্ম্মের ফল নহে। এবং মুক্তি হইলে কর্ম্ম নিষ্প্রয়োজন। যেমন প্রদীপ, অনন্যাপেক্ষী হইয়া অন্ধকার দূর করে সেইরূপ জ্ঞান, কর্ম্মানপেক্ষী হইয়া অবিদ্যাকে বিনাশ করে। অতএব আত্মতত্ত্বজ্ঞ, আত্যন্তিক প্রলয়াধিকৃত মহাত্মার পক্ষে ক্রিয়া অপেক্ষিত নহে। সে অবস্থায় প্রবৃত্তি-বিধি কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদকে এবং নিবৃত্তি-বিধি জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদকে তিনি আর আশ্রয় করেন না। তাঁহার দৃষ্টি হইতে বেদরাশি ইন্দ্রজালবৎ ধ্বংস হইয়া যায়, তৎপ্রতি অনপেক্ষাবশতঃ তদ্দ্বারা তাঁহার ক্রিয়া, চরিত্র, স্বভাব, অদৃষ্ট সংরচিত হয় না। তাঁহার আর জন্ম হয় না। তাঁহার সহিত বেদ ও দেবতা আর জন্মেন না। "বিদিতেতু পরেতত্ত্বে বর্ণাতীতে হ্যবিক্রিয়ে। কিঙ্করত্বং হি গচ্ছন্তি মন্ত্রমন্ত্রাধিপৈঃ সহ॥" ক্রিয়াহীন বর্ণাতীত পরব্রহ্মতত্ত্ব বিদিত হইলে মন্ত্র সকল মন্ত্রাধিপতি দেবতার সহিত দাসত্ব প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ যতদিন বাসনা ও তজ্জনিত কর্ম্ম এবং কর্ম্মজন্য অদৃষ্ট থাকে ততদিন মন্ত্ররূপ প্রার্থনা ও তদধিষ্ঠাত্রী দেবতারা মানবকে, অধীন করিয়া রাখেন। ততদিন মানব, জন্মকর্ম্মফলপ্রদ আপাতশ্রেয়মান রমণীয় বেদার্থবাদে রত ও ফলার্থী হইয়া মন্ত্রময় ক্রিয়ার আচরণ ও মন্ত্রাধিপ দেবের আরাধনা করেন; কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত হইলে ঐ মন্ত্র ও দেবতা সকল আর তাঁহাকে অধীন রাখিতে পারেন না বরং আপনারাই সে জ্ঞানীর নিকটে পরাস্ত হয়েন। "ধর্ম্মাধর্ম্মাবদৃষ্টং স্যাদ্ধর্ম্মঃ স্বর্গাদিসাধনং। অধর্ম্মোনরকাদীনাং হেতুর্নিন্দিতকর্ম্মজঃ। ইমৌতু বাসনাজন্য জ্ঞানাদপি বিনশ্যতঃ॥" ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মই অদৃষ্ট। ধর্ম্ম স্বর্গসাধক, অধর্ম্ম নিন্দিত কর্ম্মজ নরকাদির হেতু। বাসনা সে উভয়েরই প্রসূতি। এবং জ্ঞানই তাহাদের বিনাশক। অতএব বাসনাক্ষয়হেতু এবং তত্ত্বজ্ঞানের উত্তরকালে মানবের আত্মা সর্ব্ববেদান্তের অতীত পরব্রহ্মে স্থিতি

করেন। অদৃষ্টের ফলভোগ করেন না। সুতরাং সে অধিকারে বেদ অনিত্য হয়েন, কেবল একমাত্র ব্রহ্মই সদ্রূপে বিদ্যমান থাকেন। তাদৃশ অবস্থায় ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হওয়ায় সেই মুক্ত পুরুষের সম্বন্ধে বিধাতার নানা ফলদাতৃত্ব ও তন্নিবন্ধন নানাত্ব অস্ত হইয়া স্বরূপত্ব বিকশিত হয়। পরব্রহ্মের সেই স্বরূপভাব সৃষ্টি ও প্রলয়ের অতীত, নানা সুখপ্রদ সপ্তস্বর্গের অতীত, জাগ্রত স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অতিক্রান্ত। সেই ব্রহ্মপদ তুরীয় বা চতুর্থ শব্দে কথিত হয়—অর্থাৎ তাহা এই স্থূলজগতের উর্দ্ধে, স্থূল জগতের বীজভূত সূক্ষ্মজগতের উর্দ্ধে, এবং সূক্ষ্মজগতের অনাদি বীজভূতা প্রকৃতিরও উর্দ্ধে। সুতরাং চতুর্থ। সেই পদ শান্ত, নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ, নিরবদ্য, নিরঞ্জন। তাহাই নিবৃত্তিমার্গস্থিত সাধুর পক্ষে আত্যন্তিক-প্রলয়-স্থান।

১৮৩। যাঁহারা আজ কাল কার্য্যবুদ্ধিপ্রদায়িনী ইংরাজি বিদ্যাতে সুপণ্ডিত হইয়াছেন তাঁহাদের উক্তি এই যে, এরূপ মোক্ষ কথার আলোচনায় কেবল আলস্যবৃদ্ধি হয় এবং অলসেরাই উহার অনুমোদন করে, কিন্তু হায়! তাহারা এ প্রাকৃতিক তত্ত্বের দিকে একবারও দৃষ্টি করিলেন না। যেমন শক্তি বীর্য্য ও আয়ুক্ষয়ে প্রাকৃতিক দেহ মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয় সেইরূপ কামনা বাসনা বা প্রবৃত্তিক্ষয়ে জীবত্ব-ব্যবহার নিবৃত্তি লাভ করে। তাহাতে সংসারের উপযুক্ত ব্যবহারিক জীবের নাশ হয় মাত্র; কিন্তু প্রকৃত জীব পরমগতিস্বরূপ, পরমানন্দস্বরূপ, ভগবানের পদারবিন্দে অনন্তকালের নিমিত্তে স্থান গ্রহণ করেন। তাহার আর পুনরাবৃত্তি হয় না। কিন্তু এরূপ উত্তর বর্ত্তমানকালীন কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের প্রীতিকর হইবে না। এজন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থনাপূর্ব্বক উহা ফিরিয়া লইতেছি এবং তাঁহাদের কার্য্যবুদ্ধিতে সংলগ্ন হয় এমত আর একটি সদুত্তর দানে যত্ন করিতেছি। এই বর্ত্তমানকালে যতই পদার্থ-

বিদ্যার উন্নতি হইতেছে, মানব ততই প্রকৃতিজনিত বাধা সকল অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সাগরসঙ্গম হইতে হস্তিনানগর পর্য্যন্ত প্রকৃতি যে তিন মাসের পথ বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন বেলওযে দ্বারা তাহাকে তিন দিন পরিমাণে খর্ব্ব করা হইযাছে। তাড়িতবার্ত্তাবহ দ্বারা ছয মাসেব পথে এক প্রহরের মধ্যে সংবাদ যাইতেছে, এ সমস্ত উপাযই কেবল প্রকৃতিব উৎপাত শান্তির নিমিত্তে। প্রকৃতিব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তত্ত্বেব আবিষ্কার দ্বাবা তাঁহাব স্থূল স্থূল বাধা সকল অতিক্রান্ত হইতেছে। ইহাতে কৃতি-দিগেব পুরুষকারেব যথোচিত প্রশংসা কবিতে হয়। ঐ সকল ক্রিয়াব দর্শন শ্রবণে আলস্য দূরীভূত হয়। উদ্যম ও উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। যদি বিজ্ঞানেব আবো শ্রীবৃদ্ধি হয তবে অঙ্গারাগ্নি-সমুৎ-পাদিত বাষ্পরূপশক্তিব পরিবর্ত্তে কৃত্রিমবিদ্যুৎ দ্বারা অথবা বায়-বীয়শক্তি সংযোগে রথ ও তরণী গমনাগমন কবিবে। এক বর্ষের পথ এক দিনেও হয়ত যাইতে পাবিবে। বিদ্যুতীয় যন্ত্রযোগে হয়ত প্রয়োজনমত বৃষ্টিপাত করা যাইবে। আরবের সংহার তরঙ্গাকুলিত রুদ্রমূর্ত্তি মরুভূমি নন্দনকানন হইযা উঠিবে। মৃতদেহেও হয়ত প্রাণদান পাইবে। যাহাই হউক, যাহাই হইবে—কেবল প্রকৃতি-জনিত স্থূল বাধা, বিঘ্ন ও ব্যবধান নিবাবণপূর্ব্বক তাঁহার সূক্ষ্মতত্ত্ব-স্বরূপ উপকাব লাভ কবাই পদার্থ-বিদ্যাব উদ্দেশ্য। কিন্তু মানব যতই ঐ বিদ্যাব উন্নতি করুন, যতই প্রকৃতিকে দমন করুন, যতই তাঁহার সূক্ষ্মশক্তিকে উপকারে আনুন, ততই তাঁহাব সম্মুখে প্রকৃতিব নূতন নূতন বাধা সকল দেখা দিতে থাকিবে। কোটি বর্ষেও তাহাব নিঃশেষ হইবে না। এই সকল বিচার করিয়া আমাদেব শাস্ত্রকারগণ সমস্ত ত্রৈলোক্যের প্রকৃতিজনিত বাধা বিঘ্নের ও কল্পকল্পান্তরব্যাপী ভোগরাজ্যেব নিঃশেষ ধ্বংস এক-মাত্র বাসনানিবৃত্তিতে ও শ্রীহরির পদসেবাতে দৃষ্টি করিয়াছেন

এবং বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া দীপ্তশিরা সাধকের বিষ্ণুলোক গমনার্থ নিবৃত্তিধর্ম্মরূপ অপূর্ব্ব বাষ্পীয়বিমান প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। যিনি সেই পথে গমন করেন তাঁহার উদ্যম তাঁহার উৎসাহ অসামান্য। হে মণিমাণিক্যত্যাগী কাচানুরাগী ভ্রান্ত যুবা! হে ফলবৃক্ষত্যাগী ছায়ানুরাগী নব্য সভ্য! চপলতাপূর্ব্বক নিবৃত্তিধর্ম্মকে আলস্যের অর্থবোধক জ্ঞান করিও না। অতি তুচ্ছ কাচের বিনিময়ে আর্য্যশাস্ত্রের শিরোরত্নস্বরূপ মোক্ষমণিকে বিক্রয় করিও না।

উপসংহার।

১। সৃষ্টি ও প্রলযতত্ত্বই আর্য্যশাস্ত্রের প্রথম অধ্যায় ও ভিত্তি-ভূমি। মন্ত্রবর্ণে ও ব্রাহ্মণকাণ্ডে তাহা মনোহররূপে বিরাজিত; বেদশিরোভাগ উপনিষদে তাহা সর্ব্বত্র প্রস্ফুটিত; পুরুষসূক্তে তাহা গূঢ়রূপে অনুস্যূত; মন্বাদি স্মৃতিতে তাহাই প্রথম অধ্যায; পুরাণ, ভারত, শ্রীমদ্ভাগবৎ ও গীতাস্মৃতির মধ্যে তাহা মুখ্য এবং গভীরাংশস্বরূপ; বেদান্ত, সাংখ্য এবং ন্যায়দর্শনে তাহা চমৎকার-রূপে বিন্যস্ত; ষট্‌চক্রে ও দেহতত্ত্বে তাহা অনুপম বসন ভূষণে সুসজ্জিত; সন্ধ্যা-উপাসনাতে তাহারই আলোচনা, ধ্যান, ও ভেদ; ভূতশুদ্ধিতে তাহারই ব্যাপার; অষ্টমূর্ত্তির পূজায় তাহারই ক্রম বিবক্ষিত হইয়াছে; অতএব সৃষ্টি ও প্রলযতত্ত্ব ভারতবাসী-গণের পক্ষে গভীররূপে চিন্তনীয। তাহা উত্তমরূপে না বুঝিলে ভারতীয় কোন শাস্ত্রে,—কোন দর্শনে—প্রবেশাধিকার জন্মে না এবং ভারতীয ধর্ম্মের ও সন্ধ্যাবন্দনাদি ক্রিয়ার তাৎপর্য্যগ্রহ হয না।

২। প্রাকৃতিক সৃষ্ট্যারম্ভে ভগবানের ঈক্ষণদ্বারা প্রথমতঃ মূলশক্তিস্বরূপিণী মুদিতা প্রকৃতি বিকশিতা হইলেন। তিনি মধু-মতি কর্ণিকাস্বরূপে জগদ্রূপিণী মনোহরা পদ্মিনীর দশদিক্‌ব্যাপী বিকশিত স্তবকসমূহের মধ্যবিন্দুস্বরূপিণী হইয়া স্থিতি করিলেন। তাঁহা হইতে চারিদিকে ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, শক্তি, ধর্ম্ম, অদৃষ্ট, ভূতগণ, সূক্ষ্মশরীর, স্থূলশরীর, আধ্যাত্মিক ধাতু সকল, সূর্য্যচন্দ্র তারাগণ, সরিৎসাগর ভূধর, এবং নানাবিধ প্রাণী, স্ব স্ব বিচিত্র ভোক্ত্য-ভোজ্যের সহিত প্রস্ফুটিত হইয়া দশদিক্ আমোদিত ও কোলাহলে পরিপূর্ণ করিল। সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান অন্তর্যামীস্বরূপে তৎসমস্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মায়াময়ী প্রকৃতির অন্ধকার ভবনকে স্বীয়

অসামান্য জ্যোতিতে আলোময় করিলেন। তাঁহাব শুভ-আগমনে প্রকৃতির মর্ত্ত্যমালঞ্চ স্বর্গীয় কুসুমদামে শোভাময হইল। মহত্তত্ত্ব (ব্রহ্মা), অহঙ্কাব (প্রকৃতিতে বা দেহাদিতে আত্মাধ্যাস), আকাশ, বায়ু, জ্যোতিঃ, জল, ধবণী ইহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্বটী পব পবটীব কাবণ অথবা জনকস্থানীয়, এবং পব পবটী পূর্ব্ব পূর্ব্বটীব জন্য-পদার্থ বা সন্তানস্থানীয় হইলেন। সৃষ্টিরূপ মহা কর্ম্মক্ষেত্রেব মধ্যে ঐসকল ভূতগণ অনাদিদেব ভগবানেব শাসনে স্ব স্ব জন্য-জনকত্ব ভাবেব মর্য্যাদা বক্ষাকবত ভৃত্যের ন্যায় তাঁহার রাজ্যে কার্য্য করিতে লাগিল। সাগব সাবধান হইলেন যাহাতে স্বীয সন্ততি ক্ষিতির বিনাশ না হয এবং ক্ষিতি নদনদীপূর্ণ জল বিনীতভাবে বক্ষে কবিযা স্বীয পিতা সাগবেব চবণে ঢালিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তেজ স্বীয পুত্র জলেব দূষিত অংশসমূহকে বাষ্পাকারে গ্রহণ-পূর্ব্বক পুনর্ব্বাব সংস্কৃত কবিযা মোচন কবিতে লাগিলেন এবং জল স্বীয অংশ দ্বাবা পিতা তেজকে পবিপুষ্ট কবিতে থাকিলেন। তেজকে বহু ক্রুদ্ধ দৃষ্টি কবিযা তাঁহার পিতা বায়ু স্বীয পৌত্র জলেব সাহায্যে তাঁহাকে সমীকৃত কবিতে লাগিলেন এবং তেজ স্বীয বৃদ্ধপিতা বায়ুব পরিচালক হইলেন। আকাশ অতিবৃদ্ধ প্রপিতা-মহস্বরূপে ক্ষিত্যপতেজমরুৎ এই ভূতচতুষ্টয়কে আপনাতে স্থান দান কবিলেন অথচ আপনি স্বীয বৃদ্ধজনোচিত মহিমায সর্ব্ব-পদার্থ হইতে নির্লিপ্ত বহিলেন। জীবসমষ্টিব সার্ব্বভৌমিক অভিমান-তত্ত্ব অর্থাৎ জীবঘনস্বরূপ, মহত্তত্ত্বস্বরূপ, হিবণ্যগর্ভস্বরূপ, বিবাট পুরুষস্বরূপ অগ্রজ ব্রহ্মাব অহঙ্কাব-তত্ত্ব, প্রাগুক্ত পঞ্চভূতকে মমত্ব সহকাবে নিজদেহ ও সম্পত্তিরূপে স্বীকাবপূর্ব্বক তৎসমস্তে অধ্যস্ত হইলেন। ভূতপঞ্চও সেই মহান বিরাটভাবাবচ্ছিন্ন অবয়বশূন্য ফলকামী জৈবিকাহংকারকে সাবকাশ, সবল, সতেজ, সরস, সগন্ধ, সুশোভন রূপ প্রদান করিল। জীবগণের বুদ্ধিসমষ্টিরূপ ব্রহ্মা

(মহত্তত্ত্ব), স্বীয় মহান ভাবের অন্তর্গত জৈবিক অহঙ্কারসমূহকে স্বীয় সার্ব্বভৌমিক বিধি ও জীবগণের অনাদি অদৃষ্টরূপিণী অবিদ্যা অনুসারে পরিপোষণপূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ডের ক্রিয়া ও ভোগক্ষেত্রে ব্যক্তি-সদ্ভাব প্রচার করিলেন। তাহাতে অহং ও ইদং ইত্যাকার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বুদ্ধিবশতঃ জীব ও জড়রাজ্য বিচিত্র শোভা ধারণ করিল। সমস্ত জড়পদার্থ, সমস্ত জীবগণ, সেই একই মহত্তত্ত্বের—একই মূল-বিধির—বশবর্ত্তী হইয়া মণিগণের ন্যায় সেই সূত্রাত্মা ব্রহ্মাকে স্ব স্ব হৃদয়-বিবর যোগে অখণ্ড সূত্ররূপে গ্রহণপূর্ব্বক পঞ্চভূতচিত্রিতা পঞ্চবর্ণময়ী সুলম্বিতা বৈজয়ন্তী-মালারূপে অনুস্যূত হইল। গ্রথিত হইয়া সেই পিতামহের বিশ্ববিজয়ী চরণের শোভাস্বরূপ হইল। এইরূপে, জীবগণ, ব্রহ্মা, অহঙ্কারতত্ত্ব, পঞ্চতত্ত্ব, পরস্পর মিলিত হইয়া সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন। যে পর্য্যন্ত প্রাকৃতিক প্রলয় না হইবে সে পর্য্যন্ত এই সার্ব্বভৌমিক বিধি ও সম্বন্ধ-সূত্র বর্ত্তমান থাকিবে।

৩। যখন মহাপ্রলয় হইবে তখন প্রত্যেক জন্য-পদার্থ স্ব স্ব জনকে লীন হইয়া ক্রমে গিয়া মূল প্রকৃতিস্বরূপিণী জননীতে বিলীন হইবে। জগৎজননী গৌরীমূর্ত্তি প্রকৃতি মহাকালীরূপে পরিণতা হইয়া ভগবানের মহাকালস্বরূপ প্রলয়-শক্তিতে একীভূতা হইবেন। মহাপ্রলয়াবস্থে ক্ষিতি জলে, জল তেজে, তেজ বায়ুতে এবং বায়ু আকাশে বিলীন হইবে। অহঙ্কারতত্ত্ব তাহাদিগকে পান করিয়া ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য-বোধাভাবে তমোমূর্ত্তি ধারণ করিবে। মহত্তত্ত্ব সেই অহঙ্কারতত্ত্বকে গ্রহণপূর্ব্বক মহাকালী প্রকৃতিতে প্রবেশ করিবেন। প্রকৃতি ব্রহ্মশক্তিতে লয় প্রাপ্ত হইবেন। কেবল একমাত্র ব্রহ্ম সর্ব্বসংহর্ত্তা ও একমেবাদ্বিতীয়ং ভাবে স্বয়ম্প্রকাশ থাকিবেন।

৪। ব্রহ্ম-শক্তিসমুদ্ভূতা অথবা ব্রহ্মশক্তিস্বরূপিণী প্রকৃতির প্রাগুক্ত বিকার বা পরিণাম সকল ভেদপূর্ব্বক তাহার উর্দ্ধমূল

স্বরূপ ভগবানের পরমপদে উপনীত হওয়াই জীবের চরমগতি। তাহাই অনুভব করা সৃষ্টি ও প্রলয় পাঠের পরম ফল। সেই তাৎপর্য্যই সমস্ত আর্য্যশাস্ত্রের সার, সন্ধ্যাবন্দনার সার, দেহতত্ত্বের সার, ষট্‌চক্রভেদের সার, এবং যোগসাধনের সার। এই সারতত্ত্বে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ভারত সন্তানদিগকে সুদৃঢ়রূপে দীক্ষিত করিবার নিমিত্তে আর্য্যশাস্ত্র সন্ধ্যাবন্দনা, ধ্যান, ধারণা, প্রভৃতির উপদেশ বিস্তার করিয়াছেন। তদ্দারা ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়ানুধ্যানপূর্ব্বক আত্যন্তিক প্রলয়রূপ মোক্ষমার্গ অবলম্বন করাই উদ্দেশ্য। যদিও অধিকাংশলোক ফলকামনায় আবদ্ধ তথাপি জগদ্‌গুরু শাস্ত্র, মানবের অনন্তকল্যাণকামনায় নিঃশ্রেয়স মোক্ষের বিধান করিতে ত্রুটি করেন নাই। সকামী জনগণের পক্ষে যেমন জন্মজন্মান্তর, পিতৃ, দেব ও ব্রহ্মলোকাদি ভোগের ব্যবস্থা দিয়াছেন; নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানাধিকারে যেমন মোক্ষজনিকা পরা বিদ্যার প্রচার করিয়াছেন; সেইরূপ সর্ব্বসাধারণের নিমিত্তে নিত্য সন্ধ্যাবন্দনার মধ্যেই মোক্ষানুকূল মহাপ্রলয়-চিন্তার দৃঢ়তর ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। নিত্য পূজার সময়ে সাধক যোগাসনে উপবেশনপূর্ব্বক দেহশুদ্ধি ও ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি ক্রমানুসারে ধ্যানযোগে "তত্ত্বং তত্ত্বে নিযোজয়েৎ" পৃথিব্যাদি তত্ত্ব সমুদয়কে পরম্পরা জলাদি ঊর্দ্ধতন তত্ত্বে লীন করিবেন। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ও গন্ধের সহিত পৃথিবীকে তদীয় কারণজলে; রসনেন্দ্রিয়ও রসের সহিত জলকে তদীয় জনকস্বরূপ তেজে; দর্শনেন্দ্রিয় ও রূপের সহিত তেজকে তদীয় উপাদানকারণ বায়ুতে; ত্বগিন্দ্রিয় ও স্পর্শের সহিত আকাশকে অহঙ্কারতত্ত্বে; অহঙ্কারতত্ত্বকে, বুদ্ধিসমষ্টিস্বরূপ মহত্তত্ত্বে; মহত্তত্ত্বকে প্রকৃতিতে; এবং প্রকৃতিকে ব্রহ্মেতে লয় চিন্তাকরত সাধক সর্ব্ব সংসারবীজস্বরূপিণী অদৃষ্টময়ী প্রকৃতিরূপ বাধা ত্যাগ-পূর্ব্বক নিরবচ্ছিন্ন ভগবানের আরাধনা এবং আত্যন্তিক প্রলয়রূপ মোক্ষ-মর্ম্ম

গ্রহণ করিবেন। এইরূপ অভ্যাস ও চিন্তাদ্বারা সহজেই বৈরাগ্য উপার্জিত হইতে পারে। বৈরাগ্য মোক্ষের অন্তরঙ্গ। একমাত্র মোক্ষই অনাদি অনন্ত সংসারপ্রবাহ ও নিত্য, নৈমিত্তিক, ও প্রাকৃতিক প্রলয়নামক নানাপ্রকার ভয়াবহ মৃত্যুযন্ত্রণা হইতে উদ্ধারের সুদৃঢ় সেতুস্বরূপ। মোক্ষাধিকারে—ব্রহ্মজ্ঞানাবস্থায়—উপনীত হইলে প্রলয়াদি ঘটনা সকলের ইন্দ্রজালিকতা সপ্রমাণ হইয়া থাকে।

এই গ্রন্থের সম্ভাবিত ফল সকল পরব্রহ্মেতে অর্পিত হইল।

গ্রন্থ সমাপ্ত।

১৮৭৭ মে ও জুন লিখিত।
পশ্চাৎ '৮৮২ এপ্রেল অবধি জুন পর্য্যন্ত পরিশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত।

Printed by I. C. Bose & Co., Stanhope Press, 249, Bow-Bazar Street, Calcutta.